ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 23 July 2021 ■ আগরতলা ২৩ জুলাই, ২০২১ ইং ■ ৬ শ্রাবণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পেগাসাস ইস্যুতে উত্তপ্ত সংসদের উভয় কক্ষ, দফায় দফায় মুলতুবি

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই (হি.স.)।। পেগাসাস ইস্যুতে ফের উত্তপ্ত সংসদের দুই কক্ষ। বৃহস্পতিবার বাদল অধিবেশনের তৃতীয় দিনও বারবার মুলতুবি হয়ে গেল সংসদের দুই কক্ষের অধিবেশন। লোকসভা ও রাজ্যসভা দুই কক্ষই বেলা ১২টা পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে।

এদিন লোকসভায় অধিবেশন শুরু হতেই পেগাসাস ইস্যুতে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন বিরোধীরা। নরেন্দ্র মোদীর বিবৃতিও দাবি করা হয়। কিন্তু লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা তখন বিরোধীদের উদ্দেশে বলেন, "সংসদ স্লোগান দেওয়ার জায়গা নয়। বরং নিজের নিজের এলাকার মানুষের সমস্যার কথা তুলে ধরুন। তাতেই গণতন্ত্র মজবুত হবে।" কিন্তু তাতেও নাছোড় বিরোধীরা। এদিন অভিনব কায়দায় সংসদে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল। সাংসদরা কানে ফোন ধরেছিলেন

প্রত্যেকেই, আর তখনই আপত্তি তোলে বিজেপি। সেই প্রক্ষিতেই তৃণমূল অভিযোগ তোলে, "আমরা যখন কথা বলছি, এভাবেই তাতে আড়ি পাতা হচ্ছে।" তৃণমূলের সেই অভিনব প্রতিবাদ সাড়া ফেলেছে সাংসদে।

সোমবার থেকে শুরু হয়েছে সংসদের বাদল অধিবেশন। কিন্তু অধিবেশন শুরুর ঠিক আগের দিন রবিবার রাতেই শোরগোল ফেলে দেয় পেগাসাস। অভিযোগ, এই ইজরায়েলি সফটওয়্যারের মাধ্যমেই বিরোধী দলনেতা, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, সাংবাদিক, সমাজকর্মীদের ফোনে আড়ি পাতছে কেন্দ্রীয় সরকার। যদিও, এই অভিযোগকে একেবারে নস্যাত করে দিয়েছে নরেন্দ্র মোদী সরকার।

এদিনও অধিবেশনের শুরু থেকেই পেগাসাস নিয়ে সুর চড়ায় বিরোধীরা। বিরোধীদের এই বিক্ষোভের জেরে অধিবেশন মুলতুবি করে দিতে হয়। এদিকে, পেগসাস ইস্যুতে সংসদে লাগাতার প্রতিবাদ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দু শেখর রায়ের বাড়িতে সমস্ত সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক করেন অভিষেক। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, বিরোধীরা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এটিএম হ্যাকার পলায়নের ঘটনায় তদন্ত কমিশন গঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।। এটিএম হ্যাকার পুলিশী হেফাজত থেকে পলায়নের ঘটনায় তদন্ত কমিশন গঠন করেছে ত্রিপুরা সরকার। দুই সদস্যের ওই কমিশন গঠনে আজ ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে।

এ-বিষয়ে আজ সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষা মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, গত ৯ জুলাই সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে জি বি হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গেছে। ওই ঘটনায় তদন্তের দুই সদস্যক তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছে। তিনি বলেন, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এস সি দাসকে ওই কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়েছে এবং ড় বি কে কিলিকদার সদস্য হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন।

শিক্ষা মন্ত্রী বলেন, কমিশনকে তিন মাসের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। তাতে, ঘটনার জন্য কে দায়ী সমস্ত সত্যতা খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। ওই রিপোর্টের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, গত ৯ জুলাই জি বি হাসপাতালে চিকিতাধীন অবস্থায় শৌচালয় থেকে পালিয়ে যান এটিএম হ্যাকার তুরস্কের নাগরিক হাকান জানবুর্কান। ওই ঘটনায় পুলিশ এখন পর্যন্ত ১০ জনকে গ্রেফতার করেছে। প্রথমে পুলিশ সাকিব ত্রিপুরাকে গ্রেফতার করেছিল। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সুখেন ভৌমিক ও বাদল বনিককে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। পরবর্তী সময়ে সুমিত বনিক, ওমর শরিফ, ফাতা আল ডেমির, মহম্মদ হান্নান, রাকিবুল ইসলাম, স্বর্ণ কুমার ত্রিপুরা এবং মিঠুন ভৌমিককে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। মিঠুন বাদে বাকি ছয়জন জেল খাটা আসামী। তাদের কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার থেকে পুলিশ রিমান্ডে নিয়েছে।

এদিকে, এটিএম হ্যাকিং চক্রের আরো কে চাইকে জালে তুলেছে সিধাই থানার পুলিশ। তার নাম বিপ্লব দেববর্মা। বাড়ি সিমনার আর কে পাড়ায়। গত ৯ই জুলাই জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে আর্নজাতিক এটিএম হ্যাকিং চক্রের মূল পান্ডা হাকান জাম্বুরকান পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় জড়িত থাকতে পারে সন্দেহে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে সিধাই থানার পুলিশ।গ্রেপ্তার হওয়া যুবকটির নাম বিপ্লব দেববর্মা।বাড়ি সিমনার আর কে পাড়ায়।বর্তমানে সে অসুস্থতার জন্যে মোহনপুর কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে চিকিৎসাধীনে রয়েছে।হাসপাতালে মোতায়েন রয়েছে পুলিশ ও টিএসআর জওয়ান।বুধবার গভীর রাতে পুলিশ বিপ্লবকে তার আর কে পাড়াস্থিত বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় সরকারি আবাসে প্রাইভেট প্র্যাকটিস এসডিএমও'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।। তেলিয়ামুড়া মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক এর বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। হাসপাতালে পরিষেবা না দিয়ে স্বাস্থ্য আধিকারিক সরকারি আবাসে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করছেন বলে অভিযোগ।

সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের স্বাস্থ্য আধিকারিক সরকারি আবাসে মুমূর্ষ রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছেন অর্থের বিনিময়ে। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের অধীনে ২৩ টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে। বৃহস্পতিবার তেলিয়ামুড়ার কয়েকটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে প্রত্যক্ষ করা গেছে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র গুলি তালা বন্ধ অবস্থায় আছে। যদিও সরকারি নিয়ম অনুযায়ী মহকুমা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফ্লাইওভাবে ঘুড়ির সুতার আঘাতে গুরুতর আহত সাংবাদিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।। আগরতলায় ফ্লাইওভাড়ে ঘুড়ির সূতার আঘাতে গুরুতর আহত হয়েছেন সাংবাদিক কমল চৌধুরী। তাঁর গলায় আঘাত লাগে। ২২টি সেলাই দিয়েছেন চিকিৎসক। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার বিকালে। জানা গিয়েছে তিনি বাইক নিয়ে ফ্লাইওভারের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন আচমকা ঘুড়ির সুতা রাস্তার উপর আড়াআড়ি ভাবে ছিল। এত সরু সুতা দেখার মতো কোন উপায় ছিল না। আচমকা তাঁর গলায় লেগে যায়। তাতে গলায় মারাত্মক আঘাত লাগে। সাথে সাথেই তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চিকিৎসকরা তাঁর গলায় ২২টি সেলাই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের আরও ৭১টি স্কুলকে সিবিএসই বোর্ডে অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।। গুণগত শিক্ষা সম্প্রসারণে আরও ৭১টি বিদ্যালয়কে সিবিএসই বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। আজ বৃহস্পতিবার শিক্ষা ভবনের কনফারেন্স হল-এ সম্প্রতি ইংরেজি মাধ্যমে রূপান্তরিত বিদ্যালয়গুলোর প্রধানশিক্ষক, শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ জেলা শিক্ষা আধিকারিকদের তিনদিন ব্যাপী পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়োজিত ভার্চুয়াল ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের সূচনা করে এ-কথা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তাঁর কথায়, নতুন সরকারের তিন বছরের কার্যকালে ১৩০টি বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়কে ইংরেজি মাধ্যমে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ফলে ত্রিপুরায় বর্তমানে ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫৭। তাঁর দাবি, ২০১৮ সালের আগে ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১২৭-।

এদিনের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে এ-বছর ইংরেজি মাধ্যমে রূপান্তরিত ৫৯টি বিদ্যালয়ের ১৭৭ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা, প্রধানশিক্ষক সহ আটটি জেলার জেলা শিক্ষা আধিকারিকগণ অংশগ্রহণ করেন। সাতজন রিসোর্স পার্সন এই কর্মসূচির মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় পরিচালনা, ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে ইংরেজিতে কথা বলা এবং বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বাড়াতে সহায়তা করবেন। এই কর্মসূচি আগামী ২৪ জুলাই পর্যন্ত চলবে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ রাজ্যে ফের কমল দৈনিক সংক্রমণ, বাড়ল মৃত্যু ও সাথে সুস্থতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।। ত্রিপুরায় কমল দৈনিক সংক্রমণ। কিন্তু বেড়েছে মৃত্যু। সাথে বেড়েছে সুস্থতাও। ২৪ ঘন্টার মিডিয়া বুলেটিনে অন্তত তাই দেখা যাচ্ছে। সবমিলিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ২৫৩ জন করোনা আক্রান্ত, ২ জনের মৃত্যু এবং ৫৯৪ জন সুস্থ হয়েছেন। সংক্রমণের হার ৩.৬৬ শতাংশ। অথচ, গতদিনে ৪৫৭ জন করোনা আক্রান্ত, ১ জনের মৃত্যু এবং ২৫৯ জন সুস্থ হয়েছিলেন। সংক্রমণের হার ছিল ৪.৪৯ শতাংশ।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘন্টায় আরটি-পিসিআর ১৫৩৫ এবং রেপিড এন্টিজেনের মাধ্যমে ৫৩৭২ জন মোট ৬৯০৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআর ২২ জন এবং রেপিড এন্টিজেনে ২৩১ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় মোট ২৫৩ জন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রতিমা ভৌমিককে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী করায় ভারত সরকারকে ধন্যবাদ প্রস্তাবে অনুমোদন মন্ত্রিসভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।। এই প্রথম ত্রিপুরার ভূমিকন্যা প্রতিমা ভৌমিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েছেন। তার জন্য ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে।

এ-বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, পশ্চিম ত্রিপুরা সংসদীয় কেন্দ্রের সাংসদ প্রতিমা ভৌমিককে গত ৭ জুলাই ভারত সরকারের অধীনে কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন দফতরের প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ করায় ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা ভারত সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। তিনি বলেন, প্রতিমা ভৌমিকই রাজ্যের প্রথম ভূমিকন্যা এবং পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ভুক্ত যিনি ভারত সরকারের অধীনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছেন। ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা মনে করে, ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্ত ত্রিপুরাবাসীকে গৌরবান্বিত করেছে। প্রতিমা ভৌমিককে কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন দফতরের প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত করায় মন্ত্রিসভা রাজ্য সরকার ও রাজ্যের জনগণের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। তাঁর কথায়, এই নিযুক্তি ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতি ভারত সরকারের উদার মানসিকতাকে প্রকাশ করেছে ও ভারত সরকারের 'পূবে সক্রিয় হও' নীতির ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে দাবীসনদ দিলেন আইপিএফটির প্রতিনিধিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।। পৃথক তিপ্রাল্যান্ডের দাবী নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সাথে সাক্ষাৎ করলেন আইপিএফটির এক প্রতিনিধি দল। বৃহস্পতিবার বনমন্ত্রী তথা আইপিএফটির সাধারণ সম্পাদক মেবার কুমার জমাতিয়ার নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলটি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। সাক্ষাৎকালে দলের তরফ থেকে একটি স্মারকলিপিও দেয়া হয়েছে।

স্মারকলিপিতে আইপিএফটি দাবী জানিয়েছে তিপ্রাল্যান্ডের। এমর্মে দলের পক্ষ থেকে স্মারকলিপিতে দাবী করা হয়েছে, এরাজ্যে জনজাতি অংশের মানুষ দশকের পর দশক বঞ্চিত হয়ে আসছে। অস্তিত্বের সংকটে আছেন জনজাতিরা। তাই পৃথক তিপ্রাল্যান্ড গঠনের দাবী উঠেছে। সংবিধানের ষষ্ঠ তপশিলের অধীন টিটিএডিসিকে নিয়ে পৃথক তিপ্রাল্যান্ড গঠন করা হোক।

এদিকে, স্মারকলিপিতে আইপিএফটির তরফ থেকে আরও দাবী জানানো হয়েছে ইতিপূর্বে যে হাই পাওয়ার মোডালিটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল সেই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করার জন্য। পাশাপাশি আইপিএফটি দাবী জানিয়েছে স্পেশাল রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভের। দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে রাজ্যে বেকারের সংখ্যা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মার ঘাড়ে ঝুলছে বিধানসভার সদস্যপদ বাতিলের খড়্গ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।। আইপিএফটি বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মার ঘাড়ে ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্যপদ বাতিলের খড়্গ ঝুলছে। বিধায়ক পদ বাতিল করা হলে আর কখনও নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন না তিনি। ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ এ-বিষয়ে বৃষকেতু দেববর্মাকে নোটিশ পাঠিয়েছেন।

এদিকে, আজ বৃহস্পতিবার শারীরিক অসুস্থতার জন্য হাসপাতালে ভরতি হয়েছেন বৃষকেতু দেববর্মা। এ ঘটনায় তিপ্রা মথা-র চেয়ারম্যান তথা এডিসি-র নতুন কার্যনির্বাহী সদস্য প্রদ্যুৎকিশোর দেববর্মণ অধ্যক্ষকে নিশানা করে বৃষকেতুর অসুস্থতার জন্য দায়ী করেছেন। অথচ, রাজনৈতিক দুরভিসন্ধির অভাব এবং বিধানসভার নিয়ম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে বড়সড় মাশুল গুণতে হবে, তা উপলব্ধি করতে পারছেন না তিনি।

গত ২৯ জুন লোক-মারফত ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছিলেন বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা। নিয়ম মেনে পদত্যাগপত্র পাঠানো হয়নি, তাই অধ্যক্ষ তা গ্রহণ করেননি। বিধানসভার নিয়ম অনুযায়ী, পদত্যাগপত্রে তারিখ, সময় ও স্থান সঠিকভাবে উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া, পদত্যাগপত্রের সত্যতা এবং স্বেচ্ছায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, সমস্ত বিষয়ে আশ্বস্ত হলে তবেই অধ্যক্ষ পদত্যাগ গ্রহণ করবেন। কিন্তু প্রারম্ভিক ভুল হিসেবে বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা সশরীরে গিয়ে প্রদত্যাগপত্র জমা দেননি।

এদিকে, গত ৩ জুলাই আইপিএফটির সভাপতি এনসি দেববর্মা অধ্যক্ষকে চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেন, বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা দলবিরোধী কাজ করেছেন। তাই তাঁর বিধায়ক পদ স্থায়ীভাবে বাতিল করা হোক। এই খবরে সম্বিৎ ফেরে বৃষকেতুর। এর পর তিনি অধ্যক্ষের কাছে ছুটে গিয়ে সশরীরে পদত্যাগপত্র জমা দেন। কিন্তু গত ২৯ জুন পেশকৃত পদত্যাগপত্র অনুসারে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত হচ্ছে, অভিযোগ আমরা বাঙালীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।। বাংলা ভাষা, কৃষ্টি সংস্কৃতি থেকে শুরু করে সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে আমরা বাঙালি দল। স্বাধীনতার পর থেকে গোটা দেশে বাঙালিদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে আমরা বাঙালি দল।

বৃহস্পতিবার রাজধানী আগরতলা শহরে শিবনগর কলেজ রোডে আমরা বাঙালি দলের কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ অভিযোগ করেছেন আমরা বাঙালি দলের রাজ্য সম্পাদক গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল। তিনি অভিযোগ করেন স্বাধীনতার পর থেকে বাঙালি বিরোধী গভীর চক্রান্ত শুরু হয়েছে। বাংলা ভাষা,

কৃষ্টি সংস্কৃতি থেকে শুরু করে সমস্ত সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত চলছে।

আমাদের রাজ্যে তিপরা ল্যান্ডের দাবি তুলে রাজ্যে অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করার চক্রান্ত শুরু হয়েছে। এছাড়া এনআরসি ইস্যুতে বাঙ্গালীদের মানসিকভাবে দুর্বল করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। তিনি বলেন আমাদের পার্শবর্তী রাজ্য বাঙালিরা সংখ্যা গরিষ্ঠ ছিল। নানা চক্রান্ত করে বাঙ্গালীদের সংখ্যালঘু হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে এ ধরনের চক্রান্ত শুরু হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশ সরকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা তুলে দিয়ে রামদেবের রচনা পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করেছে। এ ধরনের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে আমরা বাঙালি দল। আমাদের জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের দাবি তোলা হচ্ছে। এ ধরনের কার্যকলাপ যুক্তদের সতর্ক করে দিয়েছে আমরা বাঙালি দল। এসব বিষয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেপরোয়া ইকো গাড়ি ঢুকল বাড়িতে গুরুতর আহত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২২ জুলাই।। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আগরতলা সাব্রুম জাতীয় সড়কে চড়িলাম বনকুমারি এলাকায় একটি ইকো গাড়ি বিশ্রামগঞ্জ থেকে আগরতলা যাওয়ার পথে বনকুমারি রাস্তার পাশে একটি বাড়িতে ঢুকে পরে।তবে ওই সময়ে প্রবল বর্ষণ থাকায় বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পায় এলাকাবাসী। এলাকাবাসী জানান টিআর ০৭ডি০৬২৬ নম্বরের ইকো গাড়িটি বিশ্রামগঞ্জ থেকে আগরতলা যাওয়ার পথে পরিমল চৌমুনী একটি বাইককে ধাক্কা দিয়ে অতি দ্রুত বেগে আসে। তারপর বনকুমারি এলাকায় রাস্তার পাশে একটি লড়ি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ২৭৩ ◘ ২৩ জুলাই ২০২১ ইং ◘ ৬ শ্রাবণ◘ শুক্রবার ◘১৪২৮ বঙ্গাব্দ

করোনার শিকার শিশুশিক্ষা

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ শিশুদের শৈশব কাড়িয়া নিয়াছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ফলে শিশুশিক্ষার যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণ করা কষ্টকর হইয়া উঠিবে। শিশুকে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার জন্য প্রত্যেক মা বাবা উদ্বিগ্ন হওয়া উঠেন। এটাই স্বাভাবিক প্রকৃতি। বর্তমান ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি অতি দ্রুত বিদায় না দিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে ধাবিত হইবে। কেননা আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ।শৈশবের শুরুটা অর্থাৎ জন্ম থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত সময়টাই যে একটি শিশুর বৃদ্ধি ও শিক্ষার গতিপথ ঠিক করিয়া দেয় সেকথা চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে। নিউরোবায়োলজি এবং কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট বিশেষজ্ঞদের গবেষণা অনুযায়ী মস্তিষ্কের ৯০ু বিকাশ ঘটে জীবনের প্রথম ছ বছরের মধ্যে। জীবনের প্রথম কয়েক বছরে যে মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য, সামাজিক দক্ষতা এবং কগনিটিভ-লিঙ্গুইস্টিক ক্ষমতাগুলো প্রকাশ পায়, সেগুলোই স্কুলে এবং পরবর্তীকালে কর্মক্ষেত্রে ও সমাজে সফল হওয়ার পূর্বশর্ত। ইউনিসেফ বলিয়াছে 'শুরুর দিকের জরুরি বছরগুলোতে শিশুদের প্রয়োজন সংবেদনশীল পরিচর্যা, পর্যাপ্ত পুষ্টি, উদ্দীপনা এবং তাহাদের সামাজিক, অনুভূতিগত ও কগনিটিভ দক্ষতার বিকাশের জন্য নিরাপত্তা।' এই কারণেই আমাদের দেশের কনিষ্ঠতম নাগরিকদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা দিতেই হইবে।শিশুদের উপর করোনার প্রভাব পড়িয়াছে মারাত্মকভাবে। মার্চ ২০২০ থেকে ভারতের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হইয়া আছে এবং বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান অনলাইনে চালু রহিয়াছে। এর অর্থ হইল ০-৫ বছর বয়সের প্রায় ১৬৫ মিলিয়ন শিশু প্রাক-স্কুল পরিচর্যা এবং শিক্ষা পাইল না।কারণ তাহাদের বিকাশের উদ্দেশ্যে নির্মিত প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হইয়া আছে। ইউনিসেফের মতে শিশুদের উপর স্কুল বন্ধ থাকিবার প্রভাব ভয়ানক নেতিবাচক হইয়া উঠিতে পারে। স্কুল বন্ধ রাখিলে শিশুরা একাধিক ঝুঁকির সম্মুখীন হইতে পারে। যত বেশিদিন স্কুল বন্ধ থাকিবে, শিশুরা তত বেশি শেখার সুযোগ হারাইবে। যাহার দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব রহিয়াছে। ভবিষ্যতে আয় খোয়ানো এবং স্বাস্থ্যহানি তাহার মধ্যে পড়ে। বয়স, লিঙ্গ এবং অক্ষমতা অথবা আর্থ-সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে অনেক শিশু বিশেষত বয়ঃসন্ধির শিশুরা দীর্ঘকাল বন্ধের পর আর স্কুলে ফিরিয়া যাইতে চায় না। আরো অনেকের শিক্ষার পাকাপাকি ক্ষতি হইয়া যায়। তাহা ছাড়া শিশুরা পুষ্টি, মানসিক সাহায্য এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্যও স্কুলগুলোর উপর নির্ভর করে। করোণা ভাইরাসের সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতি সবচাইতে বেশি ক্ষতি করিয়াছে শিশুদের। শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরি ভাঙ্গিয়া পড়িইয়াছে। শিশুরা মায়ের কাছে প্রথম শিক্ষা গ্রহণ করিলেও শিক্ষাঙ্গন শিশুর কাছে সবচেয়ে বড় আঙ্গিক। শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশে শিশুরা ছোটবেলা হইতেই শিক্ষার পরিবেশ গ্রহণ করিয়া থাকে। শিক্ষাঙ্গন শিশুর ভবিষ্যৎ চলার পথকে সামনের দিকে অগ্রসর করে। শিক্ষাঙ্গণ ছাড়া শিশুর শিক্ষা পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারেনা। শিক্ষাঙ্গনে বিভিন্ন শিশুর সঙ্গে একসাথে মিশিয়ে শিশুরা বড় হইতে শিখে। ইহার ফলে শিশুর মধ্যে বড় মানসিকতা তৈরি হয়।

একাকীত্ব ছাড়িয়া শিশু যখন বৃহৎ গন্ডির মধ্যে নিজেকে বিকশিত করিবার সুযোগ পায় তখন শিশুর মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতার মানসিকতাও পরিবর্তন হইয়া যায়। একটি শিশুকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়িয়া তুলিতে শিক্ষাঙ্গন যে ভূমিকা পালন করে তাহা অন্য কোথাও সম্ভব হইবে না। কিন্তু ভয়ঙ্কর করোনা ভাইরাস সংক্রমণ শিশুদের বড় হইয়া উঠিবার ক্ষেত্রকে সংকুচিত করিয়াছে। এই ক্ষতিপূরণ করা খুবই কষ্টকর। অতি শীঘ্রই যদি করোণা ভাইরাসের ভয়ঙ্কর প্রবণতা সমাজব্যবস্থা মুক্তি না পায় তাহা হইলে শিশুদের ভবিষ্যৎ আরো ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে ধাবিত হইবে। যত শীঘ্রই করোনা মহামারী আমাদের দেশ ও বিশ্ব হইতে বিদায় লইবে তথ্যই আমাদের মঙ্গল হইবে। সেই প্রত্যাশায় দিনাতিপাত করিতেছেন দেশবাসী, বিশ্ববাসী।

জোড়াবাগান হামলা ঘটনায় আহত রোগীর মৃত্যুর অভিযোগে উত্তপ্ত কলকাতা মেডিকেল

কলকাতা, ২২ জুলাই (হি. স.): বুধবার হঠাৎই জোড়াবাগান থানা এলাকার বি কে পাল অ্যাভিনিউ কেঁপে ওঠে পাথর দিয়ে থেঁতলে যুবককে খুনের চেষ্টায়। গুরুতর আহত অবস্থায় যুবককে ভর্তি করা হয় কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার ওই যুবকের মৃত্যুতে উত্তেজিত হয়ে পরে পরিবারের সদস্যরা। ভাঙচুর হয় হাসপাতালে।

অভিযোগ উঠেছে, গতকাল স্টোনম্যানকাণ্ডের স্মৃতি উস্কে জোড়াবাগান থানা এলাকার বি কে পাল অ্যাভিনিউতে ফুটপাথে ক্যাম্প খাট পেতে ঘুমিয়ে থাকার সময় যুবকের মাথায় ও মুখে ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করে পালায় হামলাকারী। এরপরেই গুরুতর আহত অবস্থায় ওই যুবককে ভর্তি করা হয় কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। কলকাতা মেডিকেলেই চিকিৎসা চলছিল ওই যুবকের। এরই মাঝে বৃহস্পতিবার বিকেলে মৃত্যু হয় ওই যুবকের। এরপরেই ঘটনায় ফেটে পড়ে ওই যুবকের পরিবারের সদস্যরা। বিনাচিকিৎসায় যুবকের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ তোলে পরিবারের সদস্যরা।

পরীক্ষার ফলে ভুল, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ বিভিন্ন কলেজের পড়ুয়াদের

কলকাতা, ২২ জুলাই (হি. স.) : ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভে বৃহস্পতিবার উত্তাল হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর।

করোনা আবহে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজগুলিতে অনলাইনে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। কিছু দিন আগেই সেই পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। পড়ুয়াদের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক কলেজে বিভিন্ন বর্ষ বা সেমেস্টারের যে ফল প্রকাশিত হয়েছে তাতে অনেক ভুল রয়েছে। ভুল সংশোধনের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। এ ছাড়া যাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছিলেন তাঁরাও পরীক্ষা দিয়েছেন। সেই ফলও প্রকাশিত হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, ফল প্রকাশের পরেই দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ে নম্বরে ভুল রয়েছে। নম্বর সংশোধন করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। সেই সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত সমস্যাও রয়েছে বলে অভিযোগ পড়ুয়াদের। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহের নিয়ামকের ঘরের বাইরে বিক্ষোভ দেখান ছাত্রছাত্রীরা। তাঁদের দাবি, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পদক্ষেপ না করলে বিক্ষোভ চলবে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

অভিনেত্রী প্রত্যুষা পাল ধর্ষণ হুমকি কাণ্ডে গ্রেফতার অভিযুক্ত

কলকাতা, ২২ জুলাই (হি. স.): করোনা আবহের মাঝেই কিছুদিন আগেই অভিযোগ ওঠে অভিনেত্রী প্রত্যুষা পালকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ধর্ষণের হুমকি। এরপর এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে লালবাজারে অভিযোগ জানায় অভিনেত্রী। অবশেষে গ্রেফতার করা হয়েছে ধর্ষণ হুমকি কাণ্ডের অভিযুক্তকে বৃহস্পতিবার এমনটাই খবর লালবাজার সূত্রে।

মাঝেমধ্যে শহরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে ধর্ষণ থেকে শ্লীলতাহানীর। আর এবার ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়েছিল খোদ টলিপাড়ার অভিনেত্রীকে। কিছুদিন আগেই অভিনেত্রী প্রত্যুষা পাল জানিয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ায় কেউ বা কারা প্রতিনিয়ত ধর্ষণের হুমকি দিচ্ছে। ঘটনায় চরম আতঙ্ক হয়ে লালবাজারের দ্বারস্থ হয়েছিল অভিনেত্রী। এরপরেই তদন্ত শুরু করে লালবাজার। বৃহস্পতিবার লালবাজার সূত্রে খবর গ্রেফতার করা হয়েছে অভিনেত্রী প্রত্যুষা পালকে ধর্ষণের হুমকির ডিয়ার অভিযুক্ত ঐশিক মজুমদারকে। বর্তমান অভিযুক্তকে নিজেদের হেফাজতে রেখেছে লালবাজার। হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল

আবারো বাংলাভাগ চক্রান্তের চাপা রহস্য

হরিগোপাল দেবনাথ

বাংলাভাগের প্রসঙ্গ নজরে এলে অথবা শ্রুতিগোচরে এলেই এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় বিবেক-চেতনা অস্থির হয়ে ওঠে। কারণ, বাংলা বিভাজন নিয়ে বাঙালি বিদ্বেষী গভীর ষড়যন্ত্রের নায়ক নায়িকাদের লোমশ দাঁতাল পৈশাচিক অবয়বের চেহারাগুলো মানসপটে ভেসে উঠতে শুরু করা মাত্রই এক অজানা আক্রোশে মানবিক সত্তাটা দুমড়ে মুচড়ে দারুণ ক্লেশভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরেই বাংলাকে নস্যাৎ করার মৌলিক অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যতসব অসুর দানবরা মহাভারতের শকুনির পাশা খেলার মত জুচ্চুরিপনার কু-মন্ত্রণা দিয়ে চলেছে সাধারণ বুদ্ধির লোক চক্ষুর অন্তরালে ঘাপটিমেরে বসে থেকে তাঁদের প্রতি ক্ষোভ ও রোষের আর ঘৃণাবোধের মাত্রা মনকে এতটাই বিষাক্ত করে তোলে যে একমাত্র অন্তরাত্ম ভিন্নতা আর বুঝবার কেউ নেই বলেই মনে হয়। আর এত সবকিছু মিলে গিয়ে দুঃস্থ যন্ত্রণাপীড়িত আমার আমি কেই শেষ পর্যন্ত বাংলা বীর্যবত্তার এক অযোগ্য উত্তরাধিকারী বলে আত্মগ্লানিতে ডুবে যাওয়া ব্যতীত উপয়ান্তর থাকে না। কারণ, বাঙালিদের প্রতি মানুষদের এতটাই বিদ্বেষ , বিদ্বেষ প্রসূত বিভেদ ও বিরূপতা তা থেকে বিবাদ বিদ্রুপ ও নানাভাবেই জনগোষ্ঠীটাকে শোষণ, অবদমন, উৎপীড়ন, অবিচার অন্যায়ের একতরফা আয়োজনের বহর সহ্যের ও ধৈর্যশক্তির স্থিতাবস্থা হারিয়ে যাবার উপাক্রম হয়। মানুষের পরিচয় নিয়ে ও দাবি রেখেই যারা বাঙালিদের প্রতি হিংস্র ও জিমাংস পূর্ণ কদর্য তথা পাশবিক অথবা পৈশাচিক বা আসুরিক আচরণে লিপ্ত হতে পারে, তার প্রতিরোধে কোন পন্থা অবলম্বন করাটা সমীচীন হবে, সেটা ভেবে ওঠা দুঃসাধ্য দায় হয়ে দেখা দেয়। কেননা, ক্ষ্যাপা কুকুর কামড়াতে এলে তারও গায়ে দাঁত বসিয়ে দেওয়া, বিষধর সাপ ছোবল মারতে এলে তাকে গলায় ধরে কামড়ে দেওয়া, বুনো জানবর বাঘ, ভাল্লুক, সিংহ, গন্ডার অযথা আক্রমণে উদ্যত হলে তাদের মোকাবেলায় আধুনিক হাতিয়ারও হাতে তুলে নিয়ে তুলনামূলক বিচারের নির্বোধ প্রাণী সংহারে মেতে ওঠাটাও তো উন্নত প্রজাতি হিসেবে মানুষের শোভা পায় না বলেই আমরা বিবেকের শাসন মেনে চলতে বাধ্য হই। কিন্তু, সেই উন্নত প্রজাতির জীবন হওয়া সত্ত্বেও যখন 'মানুষ' নামধারী হিংস্র হায়েনারা, শোষক প্রকৃতির শ্বাদন্তরা বা ঈর্ষাকাতর সরীসৃপেরা এসে বাঙালি বলেই মানব প্রজাতির ওপর হামলায় উদ্যত হয় তখন তাদের আক্রমণ ঠেকাতে শান্তির ললিতবাসী অসহায়তার পরিচায়ক রূপেই বেঘোরে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আর সেই পরিস্থিতিতেই কুরুক্ষেত্রের মহারণে শ্রেষ্ঠ ধুনধর তৃতীয় পান্ডব অর্জুনের বীভৎসতার ঘোর কাটাতে তারকব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের বাণী ও ভূমিকা কায়মনোবাক্যেও প্রকাশ্যেই আচরণীয়বলে ভেতরের 'আমি' টা প্রবুদ্ধ হয়ে ওঠে । তখনই মনে হয়, বাংলা বিভাজনের সূচনালগ্ন থেকেই যদি আমাদের শ্রদ্ধেয় পূর্বপুরুষগণ 'আই ফর্ আই অ্যান্ড টুথ্ ফর টুথ' এই নীতিকে আঁকড়ে ধরে জল্লাদিপনার জবাব কেবল জল্লাদিপনাতেই দিতে উদ্যত থাকতেন তাহলে বোধ হয়, বিদেশী ঔপনিবেশীকও সাম্রাজ্যবাদীরা এদেশে আমাদের শাসক সেজে ওদের শোষণের উচ্চাভিলাষকে গোপন রেখে একের পর এক বঙ্গভূমির অঙ্গহানিরূপ হার্মাদিপনা ঘটাতে সুর্বণ সুযোগটা পেয়ে যেত না।

খুবই মর্মঘাতী বেদনায় হৃদয় মন কাতর হয় পৌরুষ রুষ্ট হয়, যখন ভাবি আমাদেরই উৎস মানবগোষ্ঠীটার কথা সুদূর অতীতের রাঢ়ভূমিতে প্রথম আবির্ভূত পৃথিবীতে মানব প্রজাতির কথা, যাঁরা ছিলেন আমাদের আদিতম গোষ্ঠীজনতা সেই অষ্ট্রিক ভাষী আর নৃতাত্ত্বিক অষ্ট্রিক রক্তবাহী মানুষরা। বস্তুতঃ সেই রাজের রক্ত মৃত্তিকাই ছিল পৃথিবীতে 'বাঙালি' নামধেয় জনগোষ্ঠীর আদিতম আঁতুড়ঘর, এমনকি রাঢ়ই ছিল মানবসভ্যতারও আদিবিন্দু। পৃথিবীর দার্শনিক কপিলমুণি ও তাঁরও পরবর্তী পতঞ্জলি এঁরা তো রাঢ়েরই সন্তান। রাঢ়ের বুকে যখন মানুষের পদচারণা শুরু হয়েছিল সেদিন ও কিন্তু আর্যরা ভারতে আসেন নি, তাই তখন আর্যাবত ছিল না উত্তরাখণ্ড ছিল না, গুজরাত,পাঞ্জাব কিংবা রাজস্থনের থর মরুভূমিও ছিল না।

স্যার অ্যাভাম মিথ যখন তাঁর ধনতন্ত্র থিওরির ঘোষণা দিয়েছিলেন, তখনই তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে তখনকার পৃথিবীতে ধনীতম ও সমুদশালী দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল বঙ্গভূমি তথা বাংলাদেশ। (যদিও সেটি ছিল বঙ্গদেশ তথা গৌড়দেশেরই অন্য নাম—বর্তমানের বাংলাদেশ নয় যেটি পূর্ব বাংলার নামকরণ করা হয়েছে) উল্লেখ্য যে, মূল বাঙালি জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছিল যদিও আজ থেকে প্রায় ৫০০ বছর পূর্বে তথাপি বলতে হচ্ছে যে, আজকের আধুনিক বাঙালিরাও ৩০০ বছরের প্রাচীন ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্যের অহংকারী। সভ্যতার দিকে থেকেও বিচার করলে দেখতে পাই যে, সুদূর অতীতের রাঢ়ীয় সভ্যতার ভিত্এর উপর কালপ্রবাহের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে গাঙ্গেয় বদ্বিপীয় সভ্যতার ও ব্রহ্মপুত্র সভ্যতার ইট -বালি -সিমেন্টের মজবুতি নির্মাণ কাজের উপরে রং পালিশের ও ছোঁয়া লেগে বাঙালি সভ্যতা এক বিমিশ্র ও জটিলকার অথচ সুমস-র উন্নত সভ্যতার জৌলুসলাভ করেছে। তদুপরি নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টি কোন থেকে বিচার করে আরও দেখতে পাই যে উৎসবিন্দ প্রাচীনতম ও আদিতম অষ্ট্রিক রক্তবাহীদের সঙ্গে কালের গতিতেই এসে মিশে গেছে মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর রক্ত ও দ্রাবিড়ীয় রক্ত। উল্লেখ করতে হচ্ছে যে অষ্ট্রিক আর নিগ্রোয়েড তথা অষ্ট্রিক দ্রাবিড় বিমিশ্রণের ফলে দ্রাবিড় আর ককেশীয় তথা আর্য রক্তের সংমিশ্রিত রক্তবাহী মানব গোষ্ঠীর লোকেরা, তথাপি বলতে হচ্ছে যে, বাঙালিদের রক্তে খাঁটি নিগ্রোয়েড ও খাঁটি ককেশীয় অর্থ রক্তের শতকরা হার অতিনামমাত্র। অবশ্য, আজকের পৃথিবীতে মোট চার নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর কোনটিরই একচ্ছত্রভাবে রক্তের অধিকারী বলতে কেউ নেই। তলমধ্যে বাঙালিরাই হচ্ছে সবচেয়ে অধিকমাত্রায় রক্ত বিমিশ্রণে জাত শঙ্কর জনগোষ্ঠী। সুতরাং রক্তের বিচারে ও সভ্যতা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি ঐতিহ্যের বিচারে ও সভ্যতা সংস্কৃতি ও কৃষ্টির ঐতিহ্যের বিচারে বাঙালিরাই হচ্ছে সর্বসেরা আর নজিরবিহীন। আধার নজিরবিহীন বলেই নজরকাড়া ও সে জন্যেই পৃথিবীর বুকে লোভী,স্বার্থপর, শোষকগোষ্ঠী, সাম্রাজ্যবাদী ও দুর্যোধনীয়, এটিলীয়, হিটলারিয় ও ঈশ্বর বিদ্বেষী তথা মানবতা বিদ্বেষী কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন ক্ষমতা দর্পীদের দৃষ্টিতে বাঙালি জনগোষ্ঠীটা ঈর্ষা, বিদ্বেষ, ঘৃণা ও জিঘাংসার মানুষজন বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। এ সম্পর্কে দুয়েকটি দৃষ্টান্তও তুলে ধরা যায়। ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে ইংল্যান্ড থেকে লর্ড মেকলে নামের জনৈক ইংরেজ প্রতিনিধিকে ভারতে পাঠানো হয়েছিল এদেশে এসে সরেজমিনে তদন্ত করতে এই মর্মে যে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কায়েম রাখতে হলে, কী কী ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি প্রয়োজন তার রিপোর্ট চেয়ে মেকলে সেই মর্মে রিপোর্ট তিনটি প্রধান বিষয়ের উল্লেখ রেখেছিলেন ঃ ভারতে বাঙালিদের দেশপ্রেম ও জাতীয় সংহতির মূলে কুঠারাঘাত হানতে হবে, বাঙালিদের ধর্মচেতনাও আধ্যাত্মিক অনুশীলনের শিকড় উপড়ে ফেলতে হবে, বাঙালিদের শিক্ষাও সংস্কৃতিকে নস্যাৎ করে দিতে হবে। সহৃদয় পাঠকবর্গ সাথে থেকে না জানলেও এখন জেনে বিস্মিত না হয়ে পারবেন না যে, এই রিপোর্ট মূলেই বৃট্রিশীয় দুরভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্রে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের দ্বারা বাংলাভাগ করা হয়েছিল। তাও ঘটেছিল বৃট্রিশ শাসকদের ইতোপূর্বে আরও কয়েক ধাপ ছোটখাট রিহার্সাল হয়ে যাবার পর। যেমন ১৮৭৪ সালেই বাংলা থেকে কেটে ---কাছাড় গোয়ালপাড়া, রংপুর জেলার বিয়দংশ কেটে নিয়ে অসমতল ও জঙ্গলাকানী প্রাচীন কামরূপ ও প্রাসজ্যোতিষ পুরের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে ১৬৮৯ খ্রীস্টাব্দে বার্মা থেকে আসা মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত অহোম জনগোষ্ঠীও তিববত বর্মী ভাষাগোষ্ঠী বোড়োদের স্বার্থে বঙ্গ ও অসম প্রদেশ গড়ে তোলা হয়েছিল। পাধান আমল কিংবা মোগল আমলেও বাংলার সীমানা ছিল উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কিংবা বঙ্গোপসাগর আর পূর্বে ব্রহ্মদেশ (বার্মা তথা বর্তমান মায়ানমার থেকে পশ্চিমে মধুমতী নদী। প্রাচীন ভারতে তিনটিই প্রেসিডেন্সি ছিল -বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি, মুম্বাই প্রেসিডেন্সি। মোগল সম্রাট আকবরের সাময়ে ও সুরে বাংলার অন্তর্গতছিল বাংলা বিহার উড়িশা। কিন্তু ব্রিটিশ শাসকরাই বাংলার খনি সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলো কেটে নিয়ে বেশিরভাগটাই বিহার রাজ্যকে আর বিয়দংশ উড়িশাকে বিলিয়ে দিয়েছিল। বিহারের পাওয়া সেই খনিসমৃদ্ধ অঞ্চল নিয়েই আজ ঝাড়খণ্ড রাজ্যটি। এছাড়াও বাংলার ঝাঁপা জেলাটি বিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল ভিন রাষ্ট্র নেপালকে। ব্রিটিশরাই নেপাল থেকে আগত নেপালী বা গোর্খাদের বাংলার মাটিতে জামাই আদরে থাকার ব্যবস্থা করেছিল। উত্তর-পূর্ব ভারতে আসামে, ত্রিপুরার বহিরাগত টিপরা, রিয়াং হালাম প্রমুখ উপজাতিদের বসবাসের স্থায়ী বন্দোবস্ত করেছে। অবশ্য, এখন এটা সূর্যালোকের মতই সর্বত্র প্রকাশিত সত্যি যে, খ্রীস্টান মিশনারিরা উত্তর-পূর্বাঞ্চল নিয়ে আলাদা রাজ্য গঠনের স্বপ্ন দেখার ফলেই এই অঞ্চলে ট্রাইবাল গোলযোগ সৃষ্টির মূলে অন্যতম বড় কারণ। আর দ্বিতীয় অন্যতম কারণ হচ্ছে অন্য দেশ থেকে আগত মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত ও বার্যিক প্রজাতি যুক্ত দের বাংলা তথা ভারতের মাটিতে (ত্রিপুরা আসাম, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম ইত্যাদি রাজ্যগুলোতে আইডেনটিটি গত মানসিক বিপর্যয়।

অনুরূপ একই সমস্যায় বিব্রত আজ পশ্চিম বাংলার ও উত্তরাঞ্চল তথা যাকে বলা হচ্ছে উত্তরবঙ্গ। জনৈক কালা নামে পরিচয় ধারী এক অবাঙালি সুড়সুড়ি জাগিয়েছেন পশচমবাংলার দক্ষিণাংশ থেকে কেটে নিয়ে উত্তরাংশ নিয়ে পৃথক রাজ্য অথবা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গড়ে তোলার দাবি নিয়ে। প্রসঙ্গ ক্রমেই বলতে হচ্ছে, দেশ, সমাজ, মানুষের জীবনধারা, রাজনীতি, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী সহ চেতনা এসব বিষয়াদি নিয়ে যারা আস্ত নির্বোধ অথচ উচ্চাভিলাষী সেই সব আনাড়ীপনা দেখাতে ওস্তাদরাই বাংলা ভেঙে গোর্খাল্যান্ড কিংবা কামতাপুর বা মাড়োয়ারীল্যান্ড, অসম রাজ্য ভেঙে বোরোল্যান্ড, ত্রিপুরা ভেঙে তিপ্রাল্যান্ড এসব বানাবার খোয়াব দেখে থাকেন। আর যাঁরাই প্রকৃত বিদ্বান ও বুদ্ধিমান, বিচারশীল বিবেকবান স্থিতবী সম্পন্ন ব্যষ্টিত্ব তাঁরা জাতি, উপজাতি বা জনজাতি বাঙালি না অবাঙালি, কায়স্থ না ব্রাহ্মণ, হিন্দু না মুসলমান বা খ্রীস্টান ওই সংকীর্ণতার বেড়াজালে কখনও নিজেদের দ্বীপান্তরে নির্বাসন চেয়ে উদগ্রীব হতে পারেন না। কেননা। বর্তমানে ইন্টারনেট ও গ্লোবালাইজেশনের যুগে বাস করেও যাঁরাই গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, প্রাদেশিকতা বা আঞ্চলিকতা জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকতা বা হিন্দুত্ববাদ, ইসলাম, খ্রীস্ট মতবাদ কিংবা বৌদ্ধমত ও জৈনমত ইত্যাদি নিয়ে মানুষে মানুষে অথবা রাজ্যে রাজ্যে কিংবা রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিভাজনের কথা ভাবেন, উস্কানির যোগান দেন কিংবা দাবি খাড়া করেন, তাঁরা আর যাই হোন, এখনও সত্যিকারের মানুষই হয়ে উঠতে পারেননি বা চানও না বলতে হবে। কারণ মানুষ হয়ে উঠতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন মনুষ্যত্ব অর্জন। অবার প্রকৃত মনুষ্যত্ব বোধের মধ্যে জাত বা জাতিগত, গোষ্ঠীগত, বর্ণগত, ধর্মের গোঁড়ামি ইত্যাদি নিয়ে যারা বিভাজন করেন তারা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে প্রকৃত মনুষ্যত্ববোধ তথা মানবিক চেতনা তথা মানব মস্তিষ্কের পরিণত অবস্থা অধিকারী হয়েছেন কিনা সংশয়েরই অবকাশ থেকে যায়। কারণটা খুবই স্বাভাবিক। কেননা মানুষ জন্মসূত্রেই উচ্চ মননশীল ও সর্বাধিকার বিকশিত মনের অধিকারী বলেই না সে মানুষ। তাহলে সরীসৃপেরা পাখিরা পশুরা যেখানে ভাগাভাগি বা বিভাজন পছন্দ করেনা, সে ক্ষেত্রে মানুষের বিভাজনকে মান্যতা দেখানো কি যুক্তিসঙ্গত বলে বিবেচিত হওয়া উচিত? মানুষ সমাজবদ্ধ জীব স্বভাবসিদ্ধ কারণে। তাহলে সে বিভাজন চাইতে পারে কোন ন্যায়সঙ্গত কারণে? সততই প্রশ্নটা এসেও যাচ্ছে, তাহলে গোটা পৃথিবী জুড়েই রাজ্য রাষ্ট্র দেশ প্রদেশ এসব নিয়ে ভাগাভাগি কেন? এর পেছনে মূল কারণ মানুষের অদম্য ক্ষুধার কারণে সৃষ্ট শোষণ প্রবৃত্তি ও সাম্রাজ্যবাদী স্পৃহা। অতীতে উদারস্বভাবের বাংলার নরম মাটি পেয়েই ব্রিটিশরা বাংলাকে তছনছ করে গেছে। আর আজও ব্রিটিশ শোষকদেরই যোগ্য উত্তরাধিকারী দেশীয় শোষকের জিহ্বা লকলক করছে।

লকডাউনে কেমন আছেন নির্মাণ শ্রমিকরা ?

সুতপা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী

বিগত দেড় ধরে ফ্ল্যাটের বুকিং বন্ধ হয়ে গেছে। ধনবাদ তার সর্বগ্রাসী আক্রমণ শানিয়ে এনেছে সমাজের ওপরে। মধ্যবিত্ত সমাজ পড়েছে দোটানায়। আর্থিক অনটনের সমস্যা হয়তো তেমন ভাবে গ্রাস করেনি মধ্যবিত্তের একটা শ্রেণিকে, কিন্তু মধ্যবিত্তের অন্য শ্রেণিটি নিম্নবিত্ত হাভাতে মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে এই দেড় বছর সময়কালে। তবে একটা গোপন ভীতি বা সার্বিক উদাসীনতা ছড়িয়ে পড়েছে পুরো সমাজ জুড়ে। ফলত নির্মাণ শিল্পের একটা বড়ো অংশে ধস নেমেছে। আর তার মোকাবিলা করতে গিয়ে জেরবার নির্মাণ শিল্পের একটা বড়ো অংশে ধস নেমেছে। আর তার মোকাবিলা করতে গিয়ে জেরবার নির্মাণ শিল্পের কর্মবৃন্দ।

ভারতের জিডিপির প্রায় এক পঞ্চমাংশ আসে নির্মাণ শিল্প থেকে। যার বেশিরভাগ শ্রমিকই অসংগঠিত। এঁদের কল্যাণের জন্য আইন (১৯৯৬) অনুসারে তৈরি হয়েছে নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ। নির্মাণ কাজগুলির দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্মাণ সংস্থা থেকে আদায় করা টাকা (সেস) থেকে শ্রমিকদের চিকিৎসা, দুর্ঘটনা বা মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ, পেনশন, ইত্যাদি পাওয়ার কথা, কিন্তু সমস্যা প্রধানত তিনটি। এক, অধিকাংশ শ্রমিকদের নথিভূক্তি হয়নি। দুই, ব্যাপক হারে সেস ফাঁকি দিচ্ছে নির্মাণ সংস্থাগুলি। তিন, সেস-এর বড় অংশ খরচ হচ্ছে না। প্রবাসী শ্রমিক হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেও রয়েছে আমাদের দেশের সমপরিমাণ নির্মাণ শ্রমিক। আধুনিক নাগরিক সভ্যতা বিনির্মাণের মূল কারিগর নির্মাণ শ্রমিকরা। দেশের লাগান কোঠা, ব্রিজ কালর্ভাট সহ নান্দনিক সৌন্দর্য ও অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন তারা। প্রবাসী নির্মণ শ্রমিকরাও বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে সমানভাবে ভূমিকা রেখে চলছে। কিন্তু যাদের শ্রমে ঘামে জাতীয় অর্থনীতি বিকশিত হচ্ছে, সেই নির্মাণ শ্রমিকরা এখনও মানবেতর জীবনযাপন করছেন। রাষ্ট্রে কাছে তাদের কাজের তেমন কেন স্বীকৃতি নেই। নেই তাদের সামাজিক সুরক্ষা।

২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে মহামারী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে ধাপে ধাপে সাধারণ ছুটি ও লকডাউনের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং নিম্নআয়ের খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষ। বহু সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষ ছাঁটাইয়ের শিকার হয়েছেন। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রায় সব সেক্টরে সাধারণ শ্রমিকদের আয় কমে গেছে। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের মধ্যে নির্মাণ শ্রমিকরাই সবচাইতে বেশি বঞ্চিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এই খাতের শ্রমিকদের বেশিরভাগই দিন আনে দিন খায় ভিত্তিক শ্রমিক। তাদের উপার্জনের উপরই পরিবারের সদস্যরা নির্ভরশীল। করোনায় শ্রমিকরা কর্মহীন হয়ে দার দেনায় জড়িয়ে পড়েছেন। দেশের অর্থনীতির স্বার্থে, শিল্পের স্বার্তে, শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে সরকারি উদ্যোগে ভর্তুকি দিয়ে নির্মাণ শিল্প টিকিয়ে রাখা প্রয়োজন। কোভিড মেকাবিলায় সরকারের পক্ষ থেকে সীমিত আকারে প্রাণোদনা সহ নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ ও প্রণোদনা ক্ষতিগ্রস্ত এই বিশাল শ্রমগোষ্ঠীর জন্য কোনোভাবেই যথেষ্ট নয়। নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য নগদ প্রণোদনা পেনশন স্কিম, রেশনিং ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের খাদ্য সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। তাদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য করোনা টেস্ট করোনা টিকা ও যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে। সরকারি হিসেবে, সাড়ে চার কোটি নথিভূক্তি নির্মাণ কর্মীরা আড়াই কোটি কর্মী সেসের টাকার সুবিধা পেয়েছেন। কিন্তু শ্রমিক সংগঠনগুলির আন্দাজ, ভারতে নির্মাণ শ্রমিকদের সংখ্যা বারো কোটি (একশো দিনের কাজের প্রকল্পে নির্মাণ শ্রমিকদের বাদ পড়েছেন। এঁদের মধ্যে আছেন সেই মজুররা, যাঁর কোনও ঠিকাদারের অধীকোজ করেন। দেড় হাজার দু'হাজার শ্রমিক লাগিয়ে যে নির্মাণ হচ্ছে, সেখানে খাতায় কলম দেখানে হয় ৫০-৬০ জন। তার কারণ, ঠিকাদারেরা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি দিতে চান না। উল্টে 'মেট' ধরনের শ্রমিক জোগানদাররা কাজ দেওয়ার জন্য কমিশন আদায় করেন। কথা হচ্ছিল এমনই একজন মহিলা শ্রমিক গীতার সঙ্গে। গীতা লকডাউনের আগে একটি নামকরা নির্মাম সংস্থার জোগানদার কর্মী ছিলেন। বছর সাতাশের স্বামী নিবর্জিতা গীতা খাটতে পারতেন খুব। পায়ে পেরেক ফুটে যাওয়ার পরও মাথায় বোধা নিয়ে হেঁটেছেন আধ মাইল পথ। সেই গীতার আজ কাজ নেই পাক্কা দেড় বছর। জমানো টাকায় কেতে খেতে পেটে টান পড়েছে জোর। গীতা এখন পেশা বদলিয়ে বাসন মাজুনি ঝি হয়ে গেছেন। খাটতে পারেন খুব। আজো বোরের আলো ফোটা থেকে সন্ধের অন্ধকার নামা পর্যন্ত দশটা বাড়িতে পাসন মাজতে মাজতে গীতার দিন ফুরিয়ে যায়। কিন্তু গেল মাসে হুট করে তেতলারা দাদা বাবুদের কাজটা চলে যেতে বেশ খানিকটা ভয়ই পেয়ে গেছেন গীতা। বৌদি মাইনে কাটেনি। বলেছেন দাদাবাবুর চাকরি চলে গেছে গীতা। তোকে আর আমরা রাখতে পারব না। কবে আবার চাকরি পাবে দাদাবাবু আমরা কেউ জানি না রে। এই বয়স। এখনও ফ্ল্যাটের ইএমআই কাটছে, ছেলেটার স্কুলের মাইনে। কি করব বুঝতে পারছি না। তুই কিছু মনে করিস না রে। গেটের কাছে বৌদিমণি যখন এগিয়ে এলো চোখদুটো কেমন যেন ছলছল করছিল। গীতার বয় অমূলক নয় তা জানতে পারল অন্যান্যদের থেকেও। নির্মাণ শ্রমিক হিসাবে কিছু সুযোগ পাওয়ার কথা ছিল গীতার। কিন্তু পাওয়া গেল কৈ। শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য বিধিনির্দিষ্ট সুযোগসুবিধা দিতে নারাজ ঠিকাদারোরা। নির্মাণকর্মীর সংখ্যা কমিয়ে দেখাতে আগ্রাহী তাঁরা। পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিক ইউনিয়নগুলি ২০০৭-০৮ সাল থেকে শ্রমিকদের নামের নথিভূক্তি শুরু করে। কিন্তু পূর্ণ সনয়ের শ্রমিক ছাড়া, ক্যাজুয়াল বা পরিযায়ীদের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়নি। পরে ২০১২-১৩ সালে সরকার এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়। শ্রমিক সংগঠনগুলির হিসেবে এ রাজ্যে অন্তত ৩২ লক্ষ নির্মাণ শ্রমিক আছেন। সরকারি তথ্য, আটাশ লক্ষের নথিভূক্তি হয়েছে। হিসেবে যদি জল না থাকে, তা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। তা সত্ত্বেও সমস্যা এই যে, প্রতি বছর রিনিউ না হলে শ্রমিক সহায়তা পাবেন না। শ্রমিক বা তাঁর পক্ষ নিয়ে শ্রমিক ইউনিয়ন বার্ষিক তিরিশ টাকা দিয়ে নাম নবীকরণ করবেন, এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু সে কাজটা ঠিকমতো হয় না। ফলে শ্রমিক দুর্ঘটনায় মত বা আহত হলে বা চিকিৎসার জন্য না। কত শ্রমিকের নাম রিনিউ হয়ে আছে, সেই তথ্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বিজেপি সদর কার্যালয়ে মহিলা মোর্চার কার্যকারিনী বৈঠক হয় বৃহস্পতিবার। ছবি ঃ নিজস্ব

ফের ভূমধ্যসাগরে নৌকাডুবি মৃত কমপক্ষে ১৭ বাংলাদেশি

ঢাকা, ২২ জুলাই (হি.স.) : ফের ভূমধ্যসাগরে নৌকাডুবি। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১৭ জন বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

জানা গিয়েছে, লিবিয়ার উত্তর-পশ্চিম উপকূলের জুয়ারা থেকে সিরিয়া, মিশর, সুদান, মালি ও বাংলাদেশের নাগরিকদের নিয়ে ইতালির উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল অভিশপ্ত নৌকাটি। তবে বেশিদূর এগিয়ে যাওয়ার আগেই অতিরিক্ত ভার ও উত্তাল জলরাশির ধাক্কা সামলাতে না পেরে টিউনিশিয়া উপকূলে ডুবে যায় নৌকাটি। এই ঘটনায় সাগর থেকে ৩৮০ জনের বেশি যাত্রীকে উদ্ধার করেছে টিউনিশিয়ার কোস্টগার্ড। রেড ক্রিসেন্টের আধিকারিক মংগি স্লিম বলেন, "এই ঘটনায় ১৭ জন বাংলাদেশি নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে এবং ৩৮০ জনের বেশিকে উদ্ধার করা হয়েছে যারা লিবিয়ার জুয়ারা থেকে ইউরোপের পথে রওনা দিয়েছিল।"

উল্লেখ্য, গত ২৪ জুন মাসে ভূমধ্যসাগর থেকে বাংলাদেশ ও মিশরের মোট ২৬৭ জন নাগরিককে উদ্ধার করে টিউনিশিয়ার কোস্টগার্ড। তাঁদের মধ্যে ২৬৪ জনই ছিলেন বাংলাদেশি। বাকি তিনজন ছিলেন মিশরের নাগরিক। তাঁরা লিবিয়া থেকে ভূমধ্যসাগর হয়ে ইতালির পথে রওনা হয়েছিলেন। ভূমধ্যসাগরে তাঁদের ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যায়। শরণার্থীদের নিয়ে যে সব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কাজ করে, তাদের মতে, এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে ইউরোপে আশ্রয় খুঁজতে যাওয়া মানুষজনকে প্রলোভন দেখিয়ে তাদের পাচারের ষড়যন্ত্র করে একদল অসাধু চক্র। দ্রুত নতুন দেশে পৌঁছে দেওয়া আশা দেখিয়ে তাঁদের রাবারের ডিঙা, কাঠের নৌকা ও জেলে নৌকায় তুলে দেয়। ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি মানুষ বহন করতে গিয়ে এসব নৌকা ভূমধ্যসাগরের উত্তাল ঢেউয়ের সঙ্গে যুঝতে অক্ষম হয়ে। ফলে দুর্ঘটনা অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। এখন বাংলাদেশের যুবকরা বেশি উপার্জনের আশায় প্রায়শয়ই এই ঝুঁকি নিয়ে ইউরোপের দেশগুলিতে পাড়ি দেয়। ফলে ভূমধ্যসাগরে নৌকাডুবির দুর্ঘটনায় সলিলসমাধি হয়ে মৃতের তালিকায় বহু বাংলাদেশির নাম পাওয়া যায়।

১৬ই অগাস্ট 'খেলা হবে' দিবস নিয়ে এবার সরব তথাগত রায়

কলকাতা, ২২ জুলাই (হি .স.) : বাঙালি হিন্দুর ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে ১৬ আগস্ট তারিখটি। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের কলকাতায় একটি ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও নরহত্যার ঘটনা ঘটে। সেই ১৬ আগস্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'খেলা হবে' দিবস বলে ঘোষণা করেছেন। বৃহস্পতিবার এ ব্যাপারে টুইটে মন্তব্যকরলেন তথাগত রায়।

তথাগতবাবু লিখেছেন, "১৬ই অগাস্ট নাকি 'খেলা হবে'! দিনটি স্মরণীয়। ১৯৪৬ সালের এই দিন অবিভক্ত বাংলার শেষ 'প্রধানমন্ত্রী' হুসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি একটি হিন্দুমেধ যজ্ঞের সূচনা করেছিলেন, যাকে বলে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' অথবা 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস'। হিন্দু-মুসলিম মিলে আনুমানিক পনেরো হাজার মানুষ খুন হয়। প্রথমে ঠিক হয়েছিল হিন্দুনিধন হবে। পুলিশ এবং সেনা মোতায়েন হয়েছিল। ব্রিটিশ গভর্নর বারোজ সহযোগিতা করেন। পরে পাশা উল্টে যায়, এবং সোহরাওয়ার্দি পিছু হঠতে বাধ্য হন। কিন্তু যে প্রশ্নটা রয়ে গেল, কেন এই দিনই বেছেছেন মাননীয়া?"

বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে। তৃণমূলনেত্রীর এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বুধবারই প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন বিজেপি-র রাজ্যসভার সদস্য স্বপন দাশগুপ্ত। তিনি টুইটে লিখেছেন, "মজার ব্যাপার, ওই দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'খেলা হবে' দিবস বলে ঘোষণা করলেন। ১৯৪৬-এর ওই দিন মুসলিম লিগ 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' এবং 'দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' শুরু করে। আজকের পশ্চিমবঙ্গে বিরোধীদের ওপর আক্রমণের বন্যা যেন ওই দিনের দ্যোতক হয়ে উঠেছে।"

বৃহস্পতিবার অপর একটি পোস্টে তথাগতবাবু লিখেছেন, "খেলা হবে, খেলা হবে ! রাজ্য জুড়ে, ভারত জুড়ে খেলা হবে। শুধু খেলা নয়, ভাতা হবে। ভিক্ষা হবে। মোচ্ছব হবে। শুধু চাকরি হবে না।"

১৯৪৬-এর ওই দিন মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' বা 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' নামে দেশব্যাপী প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দেন। দিনটি ছিল 'দীর্ঘ ছুরিকার সপ্তাহ' নামে পরিচিত কুখ্যাত সপ্তাহকালের প্রথম দিন। দাঙ্গার পর কলকাতার রাজপথে ছড়িয়ে থাকা নিহতদের দেহ। স্বাধীনতার এক বছর পূর্বে ১৯৪৬ সালে কলকাতায় সংঘটিত এই দাঙ্গায় চার হাজারেরও বেশি নিরীহ হিন্দু ও মুসলমান নিহত হয়।

কোভিড-সংক্রমণ ৫৪-হাজারের উর্ধ্বে, ব্রাজিলে কোভিডে ১,৩৮৮ জনের মৃত্যু

রিও ডি জেনেইরো, ২২ জুলাই (হি.স.): ব্রাজিলে ফের অনেকটাই বাড়ল দৈনিক করোনা-সংক্রমণের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যাও ঊর্ধ্বগামী। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা-সংক্রমিত ১,৩৮৮ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে ৫ লক্ষ ৪৫ হাজারেরও বেশি করোনাভাইরাসে-সংক্রমিত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৪ হাজার ৭৪৮ জন, সবমিলিয়ে ব্রাজিলে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৯,৪৭৪,৪৮৯ জন।

ব্রাজিলের স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সারাদিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৫৪,৭৪৮ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে এযাবৎ ব্রাজিলে ১৯,৪৭৪,৪৮৯ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ১,৩৮৮ জনের মৃত্যুর পর ব্রাজিলে মোট মৃত্যু হয়েছে ৫ লক্ষ ৪৫ হাজার ৬৯০ জনের। ব্রাজিলে ইতিমধ্যেই করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ১৮,২০৬,১৭৩ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৭,২২,৬২৬ জন।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

কৃষি আইন উপকারী ও কৃষকদের পক্ষে, দেশ তা প্রত্যক্ষ করেছে : তোমর

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই (হি.স.): কৃষি আইন নিয়ে তুমুল প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের মধ্যেই কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর জানিয়ে দিলেন, 'কৃষি আইন উপকারী ও কৃষকদের পক্ষেই, দেশ তা প্রত্যক্ষ করেছে।' বৃহস্পতিবার সংসদ চত্বরে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী বলেছেন, 'কৃষি আইন উপকারী ও কৃষকদের পক্ষেই, দেশ তা প্রত্যক্ষ করেছে। তিনটি কৃষি আইন নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করেছি। আইন-সম্মত ভিত্তিতে তাঁরা যদি নিজেদের ইস্যু উত্থাপন করতেন, তা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারতাম।' এদিনই সংসদ চত্বরে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে কৃষি আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখাতে থাকেন পঞ্জাবের কংগ্রেস সাংসদরা। কৃষক-বিরোধী তিনটি কৃষি আইন বাতিলের দাবি জানাতে থাকেন তাঁরা। প্রতিবাদে অংশ নেন রাহুল গান্ধী, অধীর রঞ্জন চৌধুরীও। হাতে ব্যানার নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন কংগ্রেস সাংসদরা। স্লোগান দিতে থাকেন, 'দেশ বাঁচাও, কৃষকদের বাঁচাও।' তিনটি কৃষি আইনের বিরুদ্ধে এদিন বিক্ষোভ দেখান শিরোমণি অকালি দলের সাংসদরাও। সংসদ চত্বরে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীকে প্ল্যাকার্ড দেখান শিরোমণি অকালি দলের সাংসদরা। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

বিরাটিতে দুষ্কৃতীর গুলিতে খুন তৃণমূল কর্মী, তদন্তে পুলিশ

বিরাটি (উত্তর ২৪ পরগনা), ২২ জুলাই (হি.স.): উত্তর ২৪ পরগনার বিরাটিতে দুষ্কৃতীর গুলিতে মৃত্যু হল একজন তৃণমূল কর্মীর। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বিরাটির বণিক মোড়ে। মৃতের নাম শুভ্রজিৎ দত্ত (৩৯)। ব্যক্তিগত শত্রুতা না রাজনৈতিক কী কারণে এই খুন তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে নিমতা থানার পুলিশ। তৃণমূলের অভিযোগ, শুভ্রজিৎ খুনে জড়িত রয়েছে বিজেপি।

বুধবার রাত তখন সাড়ে দশটা হবে, বিরাটির বণিক মোড়ে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় থেকে বাড়ি ফিরছিলেন শুভ্রজিৎ। তৃণমূলের অভিযোগ, দু'টি বাইকে করে আসা বেশ কয়েক জন বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতী তখন শুভ্রজিৎকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন শুভ্রজিৎ। স্থানীয়রা শুভ্রজিৎকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে নিমতা থানার পুলিশ। পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

শুভ্রজিতের মা রেখা দত্ত অভিযোগ করেছেন, বাবুলাল নামে স্থানীয় এক ব্যক্তিই তাঁর ছেলেকে খুন করেছে। বাবুলালের কাছ থেকে শুভ্রজিৎ ব্যবসায়িক কারণে টাকা পেত বলেও জানিয়েছেন তিনি। উত্তর দমদমের তৃণমূল নেতা বিধান বিশ্বাসের অভিযোগ, "বাবুলাল সক্রিয় বিজেপি কর্মী। তাঁর সঙ্গীরাই শুভ্রজিৎকে খুন করেছে।" যদিও যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

নেতৃত্ব বদল নিয়ে জল্পনা, ইয়েদুরাপ্পা বললেন নাড্ডার সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন

বেঙ্গালুরু, ২২ জুলাই (হি.স.): কর্ণাটকে নেতৃত্ব বদল নিয়ে চলছে নানা আলোচনা ও জল্পনা, এমতাবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা জানালেন, 'জে পি নাড্ডাজি যা সিদ্ধান্ত নেবেন আমি তা অনুসরণ করব।' পাশাপাশি দলীয় কর্মীদের কাছে সহযোগিতার আবেদন জানিয়ে ইয়েদুরাপ্পা বলেছেন, বিজেপিকে পুনরায় ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনা আমার কর্তব্য। বিগত কিছু দিন ধরে কর্ণাটকের রাজনীতিতে নানা ধরনের জল্পনা চলছে। জল্পনা চলছে ইয়েদুরাপ্পার মুখ্যমন্ত্রী থাকা নিয়েও। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার বি এস ইয়েদুরাপ্পা নিজেই জানিয়েছেন, হাইকমান্ড যা সিদ্ধান্ত নেবে, তা তিনি মেনে নেবেন। ইয়েদুরাপ্পার কথায়, 'আমাদের সরকারের দু''বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে আগামী ২৬ জুলাই একটি অনুষ্ঠান আছে, এরপর জে পি নাড্ডাজি যা সিদ্ধান্ত নেবেন, আমি তা অনুসরণ করব। বিজেপিকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনা আমার কর্তব্য। দলীয় কর্মী ও সাধুদের কাছে অনুরোধ করব সহযোগিতা করার জন্য।' হতে পারে আগামী ২৬ জুলাই কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেবেন ইয়েদুরাপ্পা। এমনই ইঙ্গিত তিনি নিজেই দিয়েছেন। ইয়েদুরাপ্পা ইস্তফা দিলে, কে হবেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী, তা নিয়েও চলছে আলোচনা। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন-প্রহ্লাদ জোশি, বি এল সন্তোষ, লক্ষ্মণ সাওয়াদি, ডেপুটি মুখ্যমন্ত্রী মুর্গেশ নীরানী, অশ্বত নারায়ণ, সদানন্দ গৌড়া প্রমুখ।

রাজ কুন্দ্রার বাড়িতে তল্লাশি করে ৭০টি ভিডিও উদ্ধার করল পুলিশ

মুম্বই, ২১ জুলাই (হি.স.) : রাজ কুন্দ্রা ও শিল্পা শেট্টির বাড়ি থেকে ৭০টি পর্ন ভিডিও উদ্ধার করল পুলিশ। তদন্তকারীরা বলছেন, বিভিন্ন ছোট প্রোডাকহাউজের সাহায্যে এই ভিডিওগুলো বানিয়েছিলেন রাজের প্রাক্তন সহকারী উমেশ কামাত। এই ভিডিওগুলো সফট পর্ন বলেই জানিয়েছে পুলিশ। এক একটি প্রায় ২০ থেকে ৩০ মিনিটের। রাজ কুন্দ্রার নির্দেশেই বিভিন্ন ছোট প্রোডাকশন হাউসের সাহায্যে এই ভিডিওগুলো তৈরি করা হয়েছিল বলেই মনে করছে পুলিশ।

রাজের ব্রিটেনের কোম্পানির সার্ভার থেকে এগুলো পরিচালনা করা হত কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গত ১৯ জুলাই রাতে মুম্বই পুলিশের অপরাধদমন শাখা রাজ কুন্দ্রাকে গ্রেফতার করে। পুলিশ জানায়, পর্ন ছবি বানাতেন কুন্দ্রা। তারপর তা বিভিন্ন অ্যাপের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতেন। এ ব্যাপারে যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ মিলেছে বলেও দাবি করেছে পুলিশ। "হটশট" নামে একটি মোবাইল অ্যাপ বানিয়েছিলেন রাজ কুন্দ্রা। তাঁর ভিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজের সঙ্গে লন্ডনের কেনরিন কোম্পানির যোগসাজশ ছিল। এরাই বানিয়েছিল এই অ্যাপ। যাবতীয় পর্ন ছবি বেআইনিভাবে এই অ্যাপে আপলোড করা হত। তদন্তকারীরা বলছেন, এমন ৯০টি পর্ন ভিডিও এই অ্যাপে আপলোড করেন রাজ কুন্দ্রা। গত বছর এই অ্যাপটি গুগল প্লে স্টোর ও অ্যাপলের অ্যাপ স্টোর থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। জানা গেছে, রাজের আনা নতুন অ্যাপ "হটশট" লকডাউনের সময় প্রচণ্ড জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কয়েক মাসে যার গ্রাহক সংখ্যা লাখ ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

পুলিশের ধারনা, এরপরেই সফট পর্ন বানানোর দিকে ঝোঁকেন রাজ। রাজ, তাঁর শ্যালক ও উমেশ কামাতের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট থেকে এই তথ্য পেয়েছে পুলিশ। সেখানে রাজের শ্যালক প্রদীপ বক্সী গুগল প্লে স্টোর ও অ্যাপল থেকে অ্যাপ সরিয়ে দেওয়ার কথা জানালে, রাজ লেখেন প্ল্যান বি তৈরি আছে তাঁর। এই প্ল্যান বি সফট পর্ন বানানোর পরিকল্পনা বলেই অনুমান পুলিশের। যে ভিডিওগুলো উদ্ধার হয়েছে সেগুলো অ্যান্ড্রয়েড ও আইওএস সিস্টেমে আপলোড করার পরিকল্পনাও ছিল রাজ ও উমেশের। মুম্বই পুলিশে অপরাধ দমন শাখার অফিসাররা বলছেন, ওই পর্ন অ্যাপ থেকে প্রতিদিন দুই থেকে তিন লক্ষ টাকা আয় ছিল। রাজ কুন্দ্রার বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট থেকে কোটি কোটি টাকা আটক করা হয়েছে বলে খবর।

সব কিছুই মনে থাকবে, অক্সিজেন সঙ্কট নিয়ে টুইট রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই (হি.স.): অক্সিজেন সঙ্কট নিয়ে ফের কেন্দ্রকে নিশানা করলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। অক্সিজেন সঙ্কট হ্যাশট্যাগ করে বৃহস্পতিবার রাহুল গান্ধী টুইট করেছেন, 'সব কিছুই মনে থাকবে।' দেশের অক্সিজেনের অভাবে কারও মৃত্যু হয়নি, সংসদে কেন্দ্রের এই জবাবের পর থেকে লাগাতার আক্রমণ শানাচ্ছে বিরোধীরা। কংগ্রেস ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে, আক্রমণ শানিয়েছে আম আদমি পার্টি। এবার রাহুলও অক্সিজেন সঙ্কট ইস্যুতে কেন্দ্রকে খোঁচা দিলেন। অক্সিজেনের সঙ্কটে মানুষের মৃত্যু সংক্রান্ত একটি ভিডিও বৃহস্পতিবার নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে আপলোড করেন রাহুল। সেই টুইটে অক্সিজেন সঙ্কট হ্যাশট্যাগ করে কংগ্রেস নেতা রাহুল লেখেন, 'সব কিছুই মনে থাকবে।' উল্লেখ্য, করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ-সহ একাধিক রাজ্যে অক্সিজেনের অভাবে করোনা-রোগীর মৃত্যু হয়েছিল, হাসপাতালগুলি অন্তত এমনটাই দাবি করেছিল। কিন্তু কেন্দ্রের বক্তব্য, খাতায় কলমে কোনও রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ক্সিজেনের অভাবে মৃত্যুর কথা জানায়নি।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

নন্দকাননে নতুন সদস্য, জন্ম নিল দু''টি সিংহ শাবক

ভুবনেশ্বর, ২২ জুলাই (হি.স.): পশুপ্রেমীদের জন্য সুখবর। ভুবনেশ্বরের নন্দনকানন চিড়িয়াখানায় নতুন দুই সদস্য এল। নন্দনকানন চিড়িয়াখানায় জন্ম নিয়েছে দু''টি সিংহ শাবক। গত মঙ্গলবার সকালে সিংহী "বিজিলি" দু''টি ফুটফুটে শাবকের জন্ম দিয়েছে। দু''টি শাবকের ভিডিও টুইট করে এমনটা জানিয়েছেন নন্দনকানন জুওলজিকাল পার্ক কর্তৃপক্ষ।

চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মা ও দু''টি শাবকের দিকে সর্বদা নজর রাখা হচ্ছে। তাঁরা প্রত্যেকেই সুস্থ রয়েছে। এর আগে ২০১৭ সালে সিংহ শাবকের জন্ম হয়েছিল নন্দনকানন চিড়িয়াখানায়। নতুন দুই শাবকের জন্মের পর সিংহের সংখ্যা বেড়ে হল ১৮।

পেগাসাস রিপোর্ট ভারতীয় গণতন্ত্রকে কালিমালিপ্ত করার প্রচেষ্টা : অশ্বিনী বৈষ্ণ

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই (হি.স.): পেগাসাস রিপোর্ট নিয়ে রাজ্যসভায় বিবৃতি দিলেন কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণ। কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রীর কথায়, পেগাসাস রিপোর্ট ভারতীয় গণতন্ত্রকে কালিমালিপ্ত করার প্রচেষ্টা। বৃহস্পতিবার বিরোধীদের তুমুল হইচইয়ের মধ্যেই পেগাসাস নিয়ে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণ। এদিন রাজ্যসভায় পেগাসাস প্রোজেক্ট রিপোর্ট প্রসঙ্গে তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণ বলেছেন, '১৮ জুলাইয়ের প্রেস রিপোর্ট আসলে ভারতীয় গণতন্ত্রকে কালিমালিপ্ত করার প্রচেষ্টা, অতীতে হোয়াটসঅ্যাপে পেগাসাসের ব্যবহার নিয়েও একই দাবি করা হয়েছিল। ওই সমস্ত রিপোর্টের কোনও সত্যতা ছিল না এবং সুপ্রিম কোর্ট-সহ সমস্ত পার্টি তা অস্বীকার করেছিল।'

কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণ আরও বলেছেন, '১৮ জুলাই একটি ওয়েব পোর্টালে অত্যন্ত সংবেদনশীল স্টোরি প্রকাশিত হল, অনেক অভিযোগ আনা হল। সংসদের বাদল অধিবেশনের একদিন আগেই প্রেস রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনা হল। এটি কখনও কাকতালীয় হতে পারে না।' কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী যখন এই বিবৃতি দিচ্ছিলেন, তখন হইচই শুরু করে দেন বিরোধী সাংসদরা। বাধ্য হয়েই দিনের মতো রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু। পেগাসাস প্রোজেক্ট রিপোর্ট নিয়ে কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণ যখন বিবৃতি দিচ্ছিলেন, তখন তাঁর কাছ থেকে কাগজ ছিনিয়ে নিয়ে তা ছিঁড়ে দেন তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন। বিজেপি সাংসদদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি শুরু হয় শান্তনুর। মার্শাল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী ও তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেনের মধ্যে তীব্র বাক্য বিনিময়ও হয়।

২৪-২৫ জুলাই গোয়া যাচ্ছেন নাড্ডা, ভোট নিয়েই হবে আলোচনা

পানাজি, ২২ জুলাই (হি.স.): আগামী ২৪-২৫ জুলাই গোয়া সফরে যাচ্ছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। দু''দিনের সফরে ২৪ জুলাই গোয়ায় পৌঁছবেন নাড্ডা, সেখান থেকে তিনি দিল্লি ফিরবেন ২৫ জুলাই। নাড্ডার এই গোয়া সফর যে বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখেই, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মূলত আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন নিয়েই দলীয় কর্মীদের সঙ্গে কথা বলবেন নাড্ডা।

ইতিমধ্যেই গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত জানিয়েছেন, গোয়া সফরে এসে বিজেপির বিভিন্ন শাখার কর্মীদের সঙ্গে কথা বললেন নাড্ডা। আসন্ন গোয়া বিধানসভা ভোট নিয়েও আলোচনা হবে। এর আগে গত ১১ জুলাই দু''দিনের সফরে গোয়ায় আসার কথা ছিল নাড্ডার, কিন্তু দিল্লিতে জরুরি কাজের জন্য তখন আসতে পারেননি তিনি।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু একজনের, দিল্লিতে সক্রিয় রোগী বেড়ে ৫৮৫

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে এবার বাড়ছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ, ফের বাড়ল চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে একজনের, এই সময়ে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৪৯ জন। ফলে দিল্লিতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৪ লক্ষ ৩৫ হাজার ৭২০ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২৫ হাজার ০৪০ জনের। দিল্লিতে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১৪ লক্ষ ১০ হাজার ০৯৫ জন, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ২৯ জন। বৃহস্পতিবার দিল্লির স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ বুলেটিনে জানানো হয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৫৮৫ জন। দিল্লিতে পজিটিভিটি রেট ০.০৮ শতাংশে পৌঁছেছে।

সৌদি আরবে ইতিহাস, এই প্রথম হজে মক্কার নিরাপত্তার দায়িত্বে মহিলারা

দুবাই, ২২ জুলাই (হি.স.): সৌদি আরবে তৈরি হল ইতিহাস। এই প্রথম হজের জন্য মক্কার নিরাপত্তা সামলাচ্ছেন মহিলা নিরাপত্তারক্ষীরা। পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হজযাত্রীদের সুরক্ষা দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন তাঁরা। সৌদির মহিলা ক্ষমতায়নের ইতিহাসে নিসন্দেহে নজিকবিহীন ঘটনা। শুধু তাই নয়, মহিলারা এবার অভিভাবক ছাড়াই মক্কায় হজ করতে পারবেন।

এমনিতে সৌদিতে হামেশাই মহিলাদের অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ ওঠে। একাধিক বেড়াজালে আটকে থাকেন মহিলারা। তবে সেই গোঁড়া মানসিকতায় পরিবর্তন করে দেশে আধুনিকতা ছড়িয়ে দিতে চাইছেন সৌদির যুবরাজ প্রিন্স মহম্মদ বিন সলমন। তাঁর সংস্কারের পরিকল্পনা 'ভিশন ২০৩০' অনুযায়ী, মহিলাদের গাড়ি চালানোর উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, তা তুলে নেওয়া হয়েছে। এরই মাঝে এই প্রথমবার হজের সময় মক্কায় নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকলেন সৌদি মহিলারা। গত এপ্রিল থেকে মক্কা এবং মদিনায় নিরাপত্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থায় একাধিক মহিলা জওয়ান যোগ দিয়েছেন। তাঁরাও এবার ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষের পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে নিরাপত্তার দায়িত্বে আছেন।

তেমনই একজন মোনা। সেনাবাহিনীর খাঁকি উর্দি, জ্যাকেট পরে যিনি মক্কার গ্র্যান্ড মসজিদ এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে টহল দিচ্ছিলেন। কড়া নজর রাখছিলেন পুরো পরিস্থিতির উপর। তিনি বলেন, 'আমার বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করছি। পবিত্রতম জায়গা মক্কার গ্র্যান্ড মসজিদে দাঁড়িয়ে তাঁর যাত্রা পূরণ করছি। তীর্থযাত্রীদের সেবা করা অত্যন্ত মহৎ ও সম্মানজনক কাজ।'

প্রসঙ্গত, আধুনিকীকরণের পথে হাঁটছে সৌদি। বিদেশি বিনিয়োগ টানতে উদারমনস্ক সংস্কারের পথ বেছে নিয়েছেন রাজা সলমন। সেই নীতি মেনেই মহিলাদের গাড়ি চালানো-সহ একাধিক ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। এবার সেই তালিকায় জুড়ল হজে মহিলা নিরাপত্তরক্ষী নিয়োগ থেকে বিনা অভিভাবকে মহিলাদের হজযাত্রা।---হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

উপকেন্দ্র পাকিস্তানে, ভূমিকম্পে কাঁপল রাজস্থান সীমান্ত

জয়পুর, ২২ জুলাই (হি.স.): হালকা তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল রাজস্থানের সীমান্তবর্তী এলাকা। বিকানের-সহ বিভিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকায় মৃদু তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে বৃহস্পতিবার সকালে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.৮। ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র ছিল পাকিস্তান। বৃহস্পতিবার সকাল ৭.৪২ মিনিট নাগাদ ৪.৮ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয়। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, রাজস্থানের বিকানের থেকে ৪১৩ কিলোমিটার পশ্চিম-উত্তর পশ্চিমে ভূকম্পন অনুভূত হয়। মৃদু কম্পন টের পাওয়া যায় রাজস্থানের সীমান্তবর্তী এলাকায়। তবে, ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। এর আগে বুধবার সকালেও ৫.৩ তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল বিকানের।

উদ্ধবকে চিঠি রাজ ঠাকরের, লোকাল ট্রেন চালাতে চেয়ে অনুরোধ

মুম্বই, ২২ জুলাই (হি.স.): মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরেকে চিঠি লিখলেন মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনার সভাপতি রাজ ঠাকরে। উদ্ধবকে চিঠি লিখে রাজ ঠাকরে অনুরোধ জানালেন, মুম্বইবাসীর জন্য চালু করা হোক লোকাল ট্রেন। অন্ততপক্ষে যাঁরা দু''টি ভ্যাকসিন নিয়েছেন তাঁদের তো অনুমতি দেওয়া হোক। বৃহস্পতিবারের ওই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, সকলের পক্ষে বাড়ি থেকে কাজ করা সম্ভব নয়, লোকাল ট্রেন শহরের লাইফলাইন। লোকাল ট্রেন বন্ধ থাকার কারণে প্রচুর সমস্যার মধ্যে রয়েছেন শহরবাসী। চিঠিতে রাজ ঠাকরে আরও জানান, বাস তো চলছে, কিন্তু লোকাল ট্রেন চলছে না। ফলে বাসে ব্যাপক ভিড় হচ্ছে। বাসে ভিড় বাড়ার কারণে ভাইরাস সংক্রমণের আশঙ্কাও থাকছে। লোকাল ট্রেন বন্ধ রাখার নেপথ্যে যুক্তিসঙ্গত কোনও কারণ দেখতে পাচ্ছি না। সরকারের কাছে লোকাল ট্রেন চালানোর অনুরোধ করছি। উল্লেখ্য, কোভিড-পরিস্থিতির কারণে মহারাষ্ট্রে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে লোকাল ট্রেন। শুধুমাত্র স্টাফ স্পেশাল ট্রেন চলছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

১১ উপকার মিলবে নিয়মিত পালং শাকের রস খেলে

বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গেছে এই শাকটির ভিতরে মজুত রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। সেই সঙ্গে রয়েছে প্রচুর মাত্রায় আয়রন, ফলেট, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম এবং আরও নানাবিধ ভিটামিন এবং মিনারেল, যা শরীরে প্রবেশ করার পর ওজন হ্রাসের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। অন্যদিকে পালং শাকে উপস্থিত ফাইবার, বহুক্ষণ পেট ভরিয়ে রাখার কারণে খাবার খাওয়ার পরিমাণও কমতে থাকে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই দেহের ইতিউতি জমে থাকা মেদ ঝরে যেতে সময় লাগে না। ওজন কমানোর পাশাপাশি পালং শাকে উপস্থিত নানাবিধ উপকারি উপাদানগুলো আরও নানাভাবে শারীরিক উপকারে লেগে থাকে। যেমন ধরুন- হজম ক্ষমতার উন্নতি ঘটে অ্যামাইনো অ্যাসিড হল এমন একটি উপাদান, যা মেটাবলিজম রেট বাড়ানোর মধ্যে দিয়ে হজম ক্ষমতার উন্নতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। আর এই অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রচুর মাত্রায় রয়েছে পালং শাকে। এবার নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন এই শাকটির রস নিয়মিত খেলে কী হতে পারে!

ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণে থাকে

আগেও আলোচনা করা হয়েছে যে পলং শাকে রয়েছে বিপুল পরিমাণে পটাশিয়াম। এই খনিজটি শরীরে প্রবেশ করা মাত্র সোডিয়াম বা লবণের হারিয়ে যাওয়া ভারসাম্য ফিরে আসে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা হ্রাস পায়। প্রসঙ্গত, পালং শাকে থাকা ফলেটও ব্লাড প্রেসার স্বাভাবিক রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই তো হাই ব্লাড প্রেসারে ভুগতে রোগীদের নিয়মিত পালং শাকের রস খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিতসকেরা। দৃষ্টিশক্তির উন্নতি ঘটে এই শাকটিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে বিটা-ক্যারোটিন, লুটেইন এবং জ্যান্থিন, যা রেটিনার ক্ষমতা বাড়ানোর মধ্যে দিয়ে দৃষ্টিশক্তির উন্নতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। শুধু তাই নয়, এই শাকটিতে উপস্থিত ভিটামিন এ আই আলসার এবং ড্রাই আইয়ের মতো সমস্যা কমাতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

ত্বকের ভিতরে প্রদাহ কমে পালং শাকের ভিতরে রয়েছে নিয়োক্সেথিন এবং ভায়োল্যাক্সানথিন নামক দুটি অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান, যা দেহের পাশাপাশি ত্বকের ভিতরে প্রদাহের মাত্রা কমাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। আর ত্বকের ভিতরে প্রদাহের মাত্রা কমলে নানাবিধ স্কিন ডিজিজ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার আশঙ্কাও হ্রাস পায়। পেশির ক্ষমতা বাড়ে

জার্নাল অব কার্ডিওভাসকুলার নার্সিং- এ প্রকাশিত এক রিপোর্ট অনুসারে পালং শাকের ভিতরে লুকিয়ে থাকা নানা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, হার্টের পেশির কর্মক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি সারা শরীরজুড়ে ছড়িয়ে থাকা অন্যান্য পেশির শক্তি বাড়াতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। ফলে একদিকে যেমন হাইপারলিপিডেমিয়া, হার্ট ফেলিওর এবং করোনারি হার্ট ডিজিজের মতো রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কমে, তেমনি সার্বিকভাবে শরীরের কর্মক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। সূর্যের অতিবেগুলি রশ্মির হাতে থেকে ত্বক রক্ষা পায় পালং শাকের ভিতরে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বি, যা অতি বেগুনি রশ্মির কারণে যাতে ত্বকের কোনও ক্ষতি না হয়, সে দিকে খেয়াল রাখে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ত্বক পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা যেমন কমে, তেমনি স্কিন ক্যানসারের মতো রোগ দূরে থাকতেও বাধ্য হয়। এ ক্ষেত্রেও পালং শাক এবং জল এক সঙ্গে মিশিয়ে পেস্ট বানিয়ে মুখে লাগাতে হবে। তাহলেই দেখবেন দারুন উপকার পাবেন।

ব্রণের প্রকোপ কমে পরিমাণ মতো পালং শাক নিয়ে তার সঙ্গে অল্প পরিমাণে জল মিশিয়ে একটা পেস্ট বানিয়ে নিন। তারপর সেই পেস্টটা ভাল করে মুখে লাগিয়ে কম করে ২০ মিনিট অপেক্ষা করুন। সময় হয়ে গেলে মুখটা ভাল করে ধুয়ে ফেলুন। এইভাবে প্রতিদিন ত্বকের পরিচর্যা করলে ত্বকের ভিতরে জমে থাকা ক্ষতিকর উপাদানেরা বেরিয়ে যেতে শুরু করবে। সেই সঙ্গে সিবামের উতপাদনও কমবে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ব্রণের প্রকোপ কমতে সময় লাগবে না। প্রসঙ্গত, নিয়মিত পালং শাকের রস খেলেও কিন্তু সমান উপকার পাওয়া যায়। তাই পালং শাক দিয়ে বানানো ফেসপ্যাক যদি মুখে লাগাতে ইচ্ছা না করে তাহলে পালং শাকের জুসও খেতে পারেন। ব্রেন পাওয়ার বৃদ্ধি পায় পটাশিয়াম, ফলেট এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ এই শাকটি যদি প্রতিদিন খাওয়া যায়, তাহলে মস্তিষ্কের বিশেষ কিছু অংশ এতটাই শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে স্মৃতিশক্তি মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পায়। সেই সঙ্গে পটাশিয়ামের দৌলতে মনোযোগ ক্ষমতারও উন্নতি ঘটে। ক্যানসারের মতো মারণ রোগে দূরে থাকতে বাধ্য হয় পালং শাকে উপস্থিত ফ্লেবোনয়েড শরীরে প্রবেশ করার পর এমন খেল দেখায় যে ক্যানসার সে জন্ম নেওয়ার আশঙ্কা একেবারে কমে যায়। ফলে এই মারণ রোগটি ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারে না।

চুল পড়ার হার কমে অতিরিক্ত হারে চুল পড়ছে নাকি? তাহলে আজ থেকেই চুলের পরিচর্যায় পালং শাককে কাজে লাগাতে শুরু করুন। দেখবেন উপকার পাবেই পাবেন। আসলে এই শাকটিতে উপস্থিত আয়রন, হেয়ার ফলের মাত্রা কমানোর পাশাপাশি দেদের ভিতরে লোহিত রক্ত কণিকার ঘাটতি দূর করতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

এ ক্ষেত্রে পালং শাকের রস বানিয়ে ভাল করে চুলে লাগিয়ে কিছু সময় রেখে দিতে হবে, সময় হয়ে গেলে ধুয়ে ফেলতে হবে চুলটা। আর যদি এভাবে চুলের পরিচর্যা করতে মন না চায়, তাহলে নিয়মিত পালং শাকের রসও খেতে পারেন। কারণ এমনটা করলেও সমান উপকার পাওয়া যায়।

ত্বক ফর্সা হয়ে ওঠে

বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, পালং শাকে উপস্থিত ভিটামিন কে এবং ফলেট ত্বককে ফর্সা করে তোলার পাশাপাশি ডার্ক সার্কেলকে দূর করতে এবং ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ ক্ষেত্রে পালং শাক দিয়ে বানানো পেস্ট যেমন মুখে লাগাতে পারেন, তেমনি পালং শাকের রস খেলেও সমান উপকার পাওয়া যায়।

পালং শাকের রস বানানোর নিয়ম: হাফ কাপ পালং শাক নিয়ে তাতে অল্প করে আদা ফেলে দিতে হবে। এরপর তাতে পরিমাণ মতো লেবুর রস মিশিয়ে মিক্সিতে ফেলে সবকটি উপাদান ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে রস বানিয়ে নিতে হবে। এবার তাতে অল্প করে গোলমিরচ ফেলে পরিবেশন করতে হবে। প্রসঙ্গত, পালং শাকের রস খেতে যদি ইচ্ছা না করে, তাহলে প্রতিদিন এক বাটি করে পালং শাক সিদ্ধও খেতে পারেন। কারণ এমনটা করলেও কিন্তু সমান উপকার পাওয়া যায়।

শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে এই খাবারে

আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আলাদা আলাদা থাকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউনিটিকে প্রভাবিত করে আমাদের খাবার। বিশ্বজুড়ে চলছে মহামারির করোনার প্রভাব। এই সময়ে প্রাপ্তবয়স্কদের পাশাপাশি নজর দিতে হবে শিশুদেরও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর প্রতি। শিশুকে ফিট রাখতে প্রয়োজন একটি স্বাস্থ্যকর ও সুষম খাদ্য তালিকা। আমাদের আজকের আয়োজনে থাকছে সেরকমই কিছু খাবারের কথা যা শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

ফল আর সবজি

শাক-সবজি খেতে পছন্দ করে না বেশীরভাগ শিশুই। কিন্তু অবশ্যই বেশী বেশী শাক-সবজি ও ফলমূল খেতে দিতে হবে শিশুর প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে চাইলে। সবুজ শাক সবজি বাচ্চাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। তাই প্রত্যেক দিনের খাদ্য তালিকায় সবুজ শাক-সবজি, পালং শাক, মেথি শাক, পাতাওয়ালা শাক, গাজর, পেঁপে, আনারস, কমলা, পেয়ারা, মিষ্টি কুমড়ো ইত্যাদি অবশ্যই রাখবেন খাদ্য তালিকায়। ফল ও শাক-সবজিতে থাকা ভিটামিন, মিনারেল শিশুর শরীরকে সুস্থ রাখে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

দই

দইতে আছে একধরণের উপকারী ব্যাকটেরিয়া, যা শিশুদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। শুধু শিশুদেরই নয়, প্রত্যেকের প্রত্যেকদিন দই খাওয়া দরকার। তবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে মিষ্টি দইয়ের চেয়ে টক দই বেশী উপকারি। আবার অনেক শিশু শুধু টক দই খেতে না চাইলে এর সাথে মধু মিশিয়ে দিন। দইয়ের ফাঙ্গাসবিরোধী উপাদান সর্দি-কাশির সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে এবং হজম প্রক্রিয়ার উন্নয়ন করে। দই একটি প্রোবায়োটিক যা শরীরের খারাপ ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে।

ডিম

প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন, প্রোটিন ও মিনারেল আছে ডিমের কুসুম ও সাদা অংশ দু''টোতেই। কোলেস্টেরল, চর্বি দ্রবণীয় ভাইটামিন ও প্রয়োজনীয় ফ্যাটি এসিড আছে ডিমের কুসুমে। ডিম খেতে সব বাচ্চাই ভালোবাসে ব্রেকফাস্ট হোক কিংবা লাঞ্চ বা ডিনারে। বাচ্চাদের নিয়মিত ডিম খাওয়ান। এছাড়া ডিমে আছে প্রোটিন, যা একটি কার্যকর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয়। ভিটামিন ডি, জিঙ্ক, সেলেনিয়াম, এবং ভিটামিন ই আছে ডিমে।

বাদাম

স্বাস্থ্যের জন্য উপকারি সব ধরণের বাদাম। প্রচুর ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড আছে আখরোট ও কাঠবাদামে। তবে বাচ্চারা বাদাম খেতে ভালোবাসে না। কিন্তু শরীরের জন্য বাদাম খুবই উপকারী। দামে এমন কিছু উপাদান রয়েছে, যা শরীরের অনেক চাহিদা পূরণ করে। ফুসফুসকে সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে বাদামে থাকা ভালো ফ্যাট। প্রতিদিনের খাদ্য তালিকার ডায়েটে আখরোট, পেস্তা, খেজুর, কিশমিশ রাখলে এগুলি শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। তাই শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে অবশ্যই প্রত্যেকদিন বাদাম এবং ড্রাই ফ্রুট খাওয়াতে পারেন।

মাতৃদুগ্ধ

ইমিউনিটি শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজন এন্টিবডি এবং শ্বেত রক্ত কণিকা এগুলোর সবই আছে মায়ের দুধে। শিশুকে সংক্রমণ বা ইনফেকশান, এলার্জি, ডায়ারিয়া, নিউমোনিয়া, মেনেঞ্জাইটিস এবং মূত্রনালীর ইনফেকশান থেকে রক্ষা করে মায়ের দুধে। শিশুর জন্য সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর খাবার হলো মায়ের স্তন্যপান।

হলুদ

হলুদে আছে প্রদাহ বিরোধী, ব্যাকটেরিয়া বিরোধী এবং অ্যান্টিসেপটিক গুণাবলী, যা শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করবে। ঘুমাতে যাওয়ার আগে বাচ্চাদের দুধের সঙ্গে হলুদ এবং সামান্য মধু মিশিয়ে খাওয়াতে পারেন। সকালে নাশতার আগে আধা চা চামচ মধুর সঙ্গে অল্প একটু কাঁচা হলুদের টুকরোও খাওয়াতে পারেন।

২মিনিটে ফিরে পাবেন ত্বকের উজ্জ্বলতা

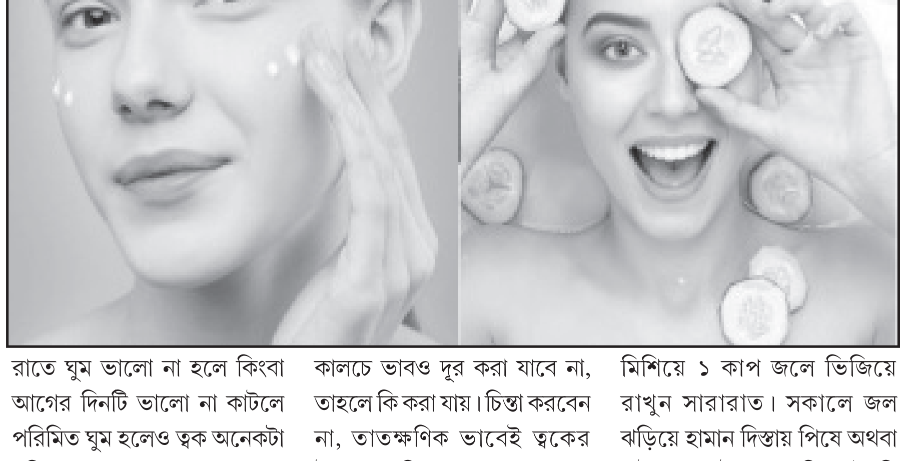

রাতে ঘুম ভালো না হলে কিংবা আগের দিনটি ভালো না কাটলে পরিমিত ঘুম হলেও ত্বক অনেকটা মলিন দেখায়। সকালে ঘুম থেকে উঠে যদি মলিন কালচে ত্বক নজরে পড়ে তাহলে মনটাই খারাপ হয় যায়। দিনের শুরুটাই নষ্ট। আর যদি সেই দিন স্পেশাল কিছু থাকে তাহলে তো কথাই নেই, দিনটাই মাটি। অনেকেই ভাবেন তাতক্ষণিকভাবে তো আর ত্বক উজ্জ্বল করা যাবে না এবং ত্বকের কালচে ভাবও দূর করা যাবে না, তাহলে কি করা যায়। চিন্তা করবেন না, তাতক্ষণিক ভাবেই ত্বকের উজ্জলতা ফিরে পাওয়ার রয়েছে দারুণ কার্যকরী কৌশল। আসুন জেনে নেই কিভাবে কাজটি করবেন : যা যা লাগবে: ৩ টেবিল চামচ চাল ৩ টেবিল চামচ তিলবীজ ১ কাপ জল

পদ্ধতিঃ

প্রথমে চাল ধুয়ে জল ঝড়িয়ে নিন এরপর তিল ও জল একসাথে মিশিয়ে ১ কাপ জলে ভিজিয়ে রাখুন সারারাত। সকালে জল ঝড়িয়ে হামান দিস্তায় পিষে অথবা গ্রাইন্ডারে গ্রাইন্ড করে মিশ্রণ তৈরি করুন। একেবারে মিহি করে ফেলবেন না, আবার অনেক বড় দানাও রাখবেন না এভাবে পিষে নিন। এই মিশ্রণটি সকালে স্ক্রাবের মতো করে পুরো ত্বকে লাগিয়ে নিন এবং ২ মিনিট রেখে দিন।

২ মিনিট পর আলতো করে ঘষে নিন এবং ঠাণ্ডা জলে ভালো করে ধুয়ে ফেলুন। আপনি চাইলে এই স্ক্রাবটি দিয়ে পুরো দেহ স্ক্রাব করে নিতে পারেন দেহের ত্বকের তাতক্ষণিক উজ্জলতার জন্য। একটি এয়ার টাইট কনটেইনারে ভরে ৭ দিন পর্যন্ত ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে পারেন এই স্ক্রাবটি। তবে ভালো ফলাফলের জন্য দুদিন পর পর নতুন করে মিশ্রণ বানিয়ে নিন।

যেভাবে কাজ করে ঃ চালের দানা ত্বকে স্ক্রাবের মতো ব্যবহৃত হয়, যার ফলে ত্বকের উপরের মরা চামড়া খুব ভালো করে দূর হয়ে যায়। সেই সাথে ত্বকের উপরিভাগে জমে থাকা ময়লা দূর করে ত্বকের আসল দীপ্তি ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করে। তিলবীজ ত্বকের জন্য অনেক কাজকরি একটি উপাদান। তিলের তেল অনেক আগে থেকেই রূপচর্চার কাজে ব্যবহার হয়ে আসছে। এই মিশ্রণের পিষে নেয়া তিল ত্বককে নারিশ ও ময়েসচারাইজ করে, যা ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে তাতক্ষণিকভাবেই।

সতেজ ও প্রাণবন্তর থাকতে পুরুষদের জন্য সহজ কিছু টিপস

স্বাস্থ্য বা সৌন্দর্যের প্রতি অবহেলা করার প্রবণতা বেশির ভাগ থাকে পুরুষদের ক্ষেত্রে। মেয়েরা আবার এই ব্যাপারে বেশ সচেতন। যেটা ছেলেদের ক্ষেত্রে তেমন দেখা যায় না। পুরুষরা বেখেয়ালি এবং এলোমেলো জীবনেই অভ্যস্ত। অনেকেই আবার বলে থাকে ছেলেদের আবার রূপচর্চা কী? এত দিন যারা এসব বলে আর ব্যস্ততার দোহাই দিয়ে সময় পার করেছেন, এবার করোনা এসে ব্যস্ততায় ঢেলে দিয়েছে জল।

এই সময়ে সৌন্দর্য সচেতন পুরুষদের হতাশ হওয়াটা স্বাভাবিক। এখন লকডাউনে বাসা বসে চিন্তা করছেন কীভাবে চুলের যত্ন নেবেন, কিংবা ত্বক উজ্জ্বল রাখতেই বা কী করবেন- এসব ভাবতে ভাবতেই আত্মবিশ্বাস নেমে যায় শূন্যে। এতো কিছুর মাঝে কিভাবে নিজেকে সময় দেবেন এবং ফিটনেস ধরে রাখবেন। চলুন জেনে নেই সতেজ ও প্রাণবন্তর থাকতে পুরুষদের করণীয় কী।

পরিমিত খাওয়া দাওয়া

পুরুষদের ক্ষেত্রে দেখা যায় কাজ করতে করতেই দিন-রাত একাকার করে ফেলে। একটু নিয়ম করে ধীরে সুস্থে খাওয়ার সুযোগও যেন নেই তাদের। এই অভ্যাস বদলাতে হবে এখন থেকে। খাওয়ার ব্যাপারেও হতে হবে সচেতন। লাল মাংস একটু কম খেলেই ভালো। সব্জি এবং বাদামের মতো উপকারি খাদ্য খাওয়ার অভ্যাস করলেই দেখবেন শারীরিকভাবে আরও উদ্যমী এবং আকর্ষণীয় হয়ে উঠছেন। শর্করা, আমিষ, ভিটামিন, মিনারেল ঠিক রেখে খাবার গ্রহণ করলে মিলবে চমতকার স্বাস্থ্য।

ত্বকের যত্ন অধিকাংশ পুরুষরা শরীরচর্চার ক্ষেত্রে একটু বেশি সচেতন। তবে শরীরচর্চার মতো আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিজের সৌন্দর্য ঠিক রাখা। সবাই চায় নিজের মধ্যে তারুণ্য ধরে রাখতে। তার জন্য সবসময় দরকার সঠিকভাবে ত্বকের যত্ন। এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেন প্রচুর পরিমাণে জল পান করার। এখান থেকেই ফুটে ওঠে ত্বকের সতেজ ভাব। বাইরে যাওয়ার আগে অবশ্যই জলের ছিটা বা

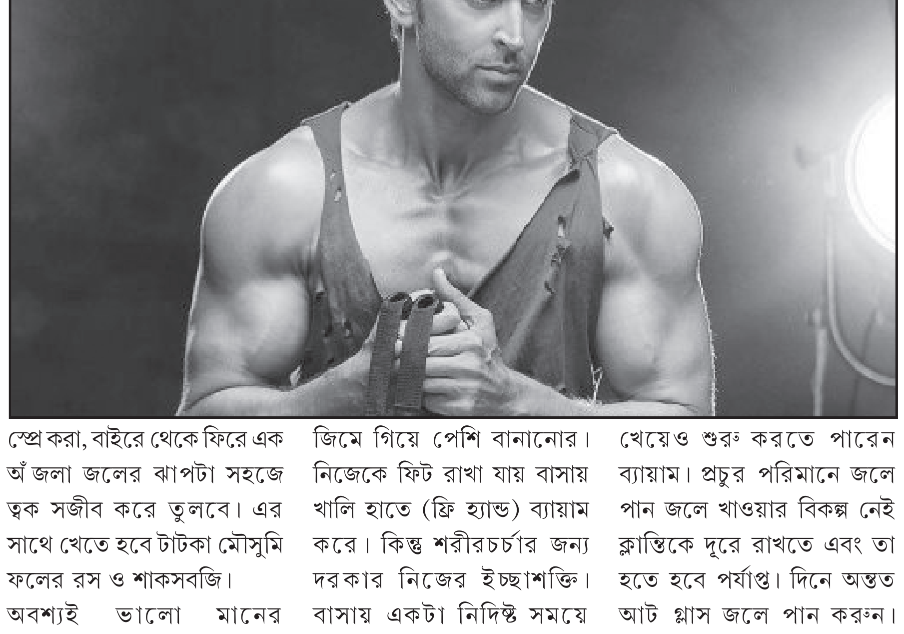

স্প্রে করা, বাইরে থেকে ফিরে এক অঁজলা জলের ঝাপটা সহজে ত্বক সজীব করে তুলবে। এর সাথে খেতে হবে টাটকা মৌসুমি ফলের রস ও শাকসবজি।

অবশ্যই ভালো মানের ফেসওয়াশ ব্যবহার করতে পারেন। বাইরে যাওয়ার আগে সানব্লক ব্যবহার আপনাকে আরও সতেজ করবে। যেসব পুরুষের নিয়মিত শেভ করতে হয়, তাঁদের ত্বক ভালো রাখতে শেভের পর অবশ্যই আফটার শেভ (তরল) ব্যবহার করতে হবে। বগল বা আন্ডারআর্মসে কালচে দাগ পড়লে সেটা বডি স্প্রে ব্যবহারের কারণে হতে পারে। তাই বডি স্প্রে ব্যবহার করতে হবে একটু দূর থেকে। নিয়মিত শ্যাম্পু করা জরুরি চুল ভালো রাখার ক্ষেত্রে। অনেকে আবার মেহেদি পাতা ব্যবহার করে চুল মজবুত করার জন্য।

শরীরচর্চা

করোনার এই সময়ে দরকার নেই জিমে গিয়ে পেশি বানানোর। নিজেকে ফিট রাখা যায় বাসায় খালি হাতে (ফ্রি হ্যান্ড) ব্যায়াম করে। কিন্তু শরীরচর্চার জন্য দরকার নিজের ইচ্ছাশক্তি। বাসায় একটা নিদিষ্ট সময়ে আপনি চাইলেই করতে পারেন পুশআপ, দড়ি লাফ, খালি হাতে ব্যায়াম, সাইক্লিং, দৌড়ানো, সাঁতার কাটার মতো শারীরিক পরিশ্রমগুলো। যা আপনার ওজন ভালোভাবেই কমাতে সাহায্য করবে। এছাড়াও করতে পারেন হাঁটা, দৌড়ানো, সাইক্লিং বা সাঁতারকাটা। প্রতিদিন ৪০ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা করতে পারলে দ্রুত ওজন কমবে। আবার অনেক বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিয়ে থাকেন, সকালে ঘুম থেকে উঠে এক গ্লাস কুসুম গরম জলে এক টুকরা লেবুর রস আর এক চামচ মধু গুলিয়ে পান করুন। এতে খুব সহজেই কমবে ওজন। শরীর হবে ঝরঝরে। এছাড়াও টক দই খেয়েও শুরু করতে পারেন ব্যায়াম। প্রচুর পরিমানে জলে পান জলে খাওয়ার বিকল্প নেই ক্লান্তিকে দূরে রাখতে এবং তা হতে হবে পর্যাপ্ত। দিনে অন্তত আট গ্লাস জলে পান করুন। আপনার ক্লান্তি চলে যাবে। প্রাণবন্ত দেখাবে প্রতিদিন। এই অভ্যাস সুস্থ রাখার পাশাপাশি আপনার আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বাড়াবে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ও নানান রোগ থেকে মুক্তি পেতে খান এই চা

অনেক উপকার পাওয়া যাবে হলুদ-আদা চা খেলে। কারণ এতে রয়েছে, শক্তিশালী অ্যান্টি অক্সিডেন্ট। এছাড়াও রয়েছে ম্যাগনেসিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, আয়রন, কপার এবং জিঙ্কের মতো খনিজ পদার্থ।

আপনি যদি মনে করেন হজমে সমস্যা হচ্ছে, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত, হাই কোলেস্টেরল, মানসিক সমস্যা, ওজন কমাতে চান,এমনকি যাদের ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা বেশি তাহলে এই চা পান করতে পারেন। এমনকি এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে কাজ করে। যেভাবে বানাবেন হলুদ-আদার চা

জল- ১-২ কাপ হলুদ গুঁড়ো- ১-২ চা চামচ আদা গুঁড়ো- ১-২ চামচ দারুচিনি গুঁড়ো- সামান্য স্বাদ বাড়াতে মধু লেবুর রস

প্রণালি প্রথমে সব উপাদান একত্রে মিশিয়ে অল্প আঁচে ১০ মিনিট ফোটাবেন। সব উপাদান ভালোভাবে মিশে গেলে চুলা থেকে নামিয়ে মধু অথবা লেবুর রসও মিশিয়ে খেতে পারেন। এবার জেনে নিন হলুদ-আদা চায়ের উপকারিতা: হার্ট ভাল রাখে বেশির ভাগ সমীক্ষায় দেখা গেছে আদা এবং হলুদের মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু উপকারিউপাদান, যা সঠিক রাখে কোলেস্টেরলের মাত্রা। ফলে ধমনীতে রক্তের প্রবাহ স্বাভাবিক রাখে। এর ফলে হার্টের সমস্যা দূর হয়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় প্রকৃতপক্ষে হলুদ এবং আদা-এই দুই উপকরণ জীবাণুনাশক এবং সংক্রমণবিরোধী হওয়ায় এটি আমাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। এছাড়াও ঠাণ্ডা লাগা, সর্দি, কাশি, গলা ব্যাথার মতো সমস্যাগুলোকেও দূর করতে পারে। ক্যান্সার প্রতিরোধ করে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, আদা এবং হলু, ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে সক্ষম। নানা ধরণের ক্যান্সারের উপসর্গ দূর করতে পারে। আদা। বিশেষ করে পেটের ক্যান্সার। অন্যদিকে হলুদও ক্যান্সার রোধে দারুণ কাজ করে।

ডায়াবেটিস রোধ করে ডায়াবেটিস রোধ করতে দারুণ কাজ করে হলুদ-আদা চা। এই চা খেলে এর দুর্লভ উপাদান রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। যার ফলে ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা দূর হয়। তার সাথে স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে ইনসুলিন এবং গ্লকোজের মাত্রা।

হজমে সাহায্য করে

আদার মধ্যে প্রদাহ জনিত সমস্যা দূর করার মতো উপাদান রয়েছে, যা পেট ভাল রাখতে সাহায্য করে, এছাড়াও, বমিভাব দূর করতে পারে এবং হজম শক্তি বৃদ্ধি করে। এটি পেট ব্যাথা, পেট ফুলে যাওয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতেও দারুণ কাজ করে। হলুদ-আদা চা পেটের যে কোনও সমস্যা দূর করে, পেটের ভিতরে কোনোরকম ঘা হতে দেয় না, গ্যাস-অম্বল প্রভৃতি রোধ করতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ব্যাথা নাশক হিসেবে কাজ করে হলুদ-আদা মিশ্রিত চায়ের মধ্যে কারকিউমিন এবং জিঞ্জেরল নামক দুটি উপাদান থাকে, যা খুব সহজেই যে কোন ব্যাথা দূর করতে পারে। এছাড়াও এই দুই উপাদান হাঁটু, কনুই, কাঁধ, কোমর ইত্যাদির ব্যাথা দূর করে। ওজন কমায় হলুদে রয়েছে ওজন কমানোর যাবতীয় গুণাগুণ। শরীরে মেদ জমতে দেয় না আদা-হলুদ। খাবার হজম করতে সাহায্য করে। স্বাভাবিকভাবেই ওজন কমাতে সাহায্য করে।

বৃহস্পতিবার অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি বিভিন্ন দাবি জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেয়। ছবি ঃ নিজস্ব

অবশেষে আগামী সপ্তাহেই মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছাড়ার ইঙ্গিত দিলেন ইয়েদুরাপ্পা

বেঙ্গালুরু, ২১ জুলাই (হি.স.) : অবশেষে সুর বদলে কর্ণাটকের মসনদ থেকে সরে যাওয়ার ইঙ্গিত দিলেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বিএস ইয়েদুরাপ্পা। তাঁর ইস্তফা দেওয়া নিয়ে সম্প্রতি গুঞ্জন ক্রমশ জোরাল হয়েছে। সেসময় কিন্তু স্বয়ং কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীই উড়িয়ে দিয়েছিলেন সমস্ত জল্পনাকে। অবশেষে সুর বদল করলেন প্রবীণ বিজেপি নেতা। বৃহস্পতিবার পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, দলীয় নেতৃত্ব তাঁকে যা নির্দেশ দেবে তাই মেনে চলবেন তিনি। যা থেকে স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলল, কর্ণাটকের মসনদ থেকে সরে যেতে চলেছেন তিনি।

এদিন ইয়েদুরাপ্পা জানিয়েছেন, "আগামী ২৬ জুলাই আমাদের সরকারের দু'বছর পূর্ণ হচ্ছে। তারপর জেপি নাড্ডা যে সিদ্ধান্ত নেবেন তা মেনে নেব আমি। আপনারা সবাই জানেন, দু'মাস আগেই আমি বলেছিলাম, অন্য কাউকে জায়গা ছেড়ে দিতে সরে যেতেই পারি। তবে আমি দায়িত্বে থাকি বা না থাকি, বিজেপিকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনা আমার কর্তব্য। দলের কর্মীদের আমার সঙ্গে সহযোগিতা করার আবেদন জানাই।" এরপরই তিনি পরিষ্কার বলেন, "যখন নির্দেশ আসবে আমি ছেড়ে দেব এবং দলের হয়ে কাজ করে যাব। দেখা যাক কী হয়।"

এদিন প্রবীণ নেতার গলায় যেন খানিক অভিমানের সুরও ঝরে পড়ে যখন তিনি বলেন, "আমি ততদিনই মুখ্যমন্ত্রী থাকব যতদিন আপনারা চাইবেন। আপনারা না চাইলে আমি দায়িত্ব ছেড়ে রাজ্যের হয়ে কাজ করে যাব। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি আমার কর্তব্য করে যাব।"

প্রসঙ্গত, গত কয়েক মাস ধরেই কর্ণাটকের শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন বিজেপি নেতাদের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারেই ভাল নেই ইয়েদুরাপ্পার। আর সেই কারণেই তিনি মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছাড়তে চান, ক্রমশ জোরাল হচ্ছে এই গুঞ্জন। সম্প্রতি তিনি দিল্লি আসার পরে সেই দিল্লি এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ শীর্ষস্থানীয় বিজেপি নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এর পরই সেই জল্পনা অন্য মাত্রা পেলেও এতদিন তিনি সমস্ত জল্পনাকে উড়িয়ে দিচ্ছিলেন। অবশেষে তাঁর গলায় শোনা গেল বদলের সুর। হিন্দুস্থান সমাচার / সঞ্জয়

অসম : পুলিশের সফল সাঁড়াশি অভিযান, বাধ্য হয়ে ওদালগুড়ির ভারত-ভুটান সীমান্তে আত্মসমর্পণ এনএলএফবি-প্রধান বাথার

ওদালগুড়ি (অসম), ২২ জুলাই (হি.স.) : পুলিশের সফল সাঁড়াশি অভিযানে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে বড়োল্যান্ডে নবগঠিত উগ্রপন্থী সংগঠন ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব বডোল্যান্ড সংক্ষেপে এনএলএফবি-প্রধান বিনোদ মুশাহারি ওরফে এম বাথা। সাম্প্রতিককালে রাজ্য সরকারের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এনএলএফবি-প্রধান বাথা। অতি সম্প্রতি মোস্ট ওয়ান্টেড এম বাথার মাথার দাম ১০ লক্ষ টাকা ঘোষণা করেছিল এনআইএ। আজ বৃহস্পতিবার দুর্ধর্ষ এই জঙ্গি বেশ কয়েকটি অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র সহ তার প্রায় ২০ জন সতীর্থকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

আজ দুপুরে বড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওন (বিটিআর)-এর অন্তর্গত ওদালগুড়ি ভারত-ভুটান সীমান্তে তার ২০ জন সতীর্থকে সঙ্গে নিয়ে অসম পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। আত্মসমর্পণের পর তাদের লালপানি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জানা গেছে, আজ রাতে অথবা আগামীকাল তাদের গুয়াহাটিতে নিয়ে যাওয়া হবে। পুলিশের জনৈক শীর্ষ আধিকারিক জানান, বিনোদ মুশাহারি ওরফে এম বাথা প্রতিবেশী রাজ্য অরুণাচল প্রদেশের ঘন জঙ্গলে আত্মগোপন করেছিল। গোপন সূত্রে এই খবর পেয়ে বাথা এবং তার সতীর্থদের ধরে আনতে অসম পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের এক দল অরুণাচলে গিয়ে অভিযান চালিয়েছিল। তখনই সে আত্মসমর্পণ করবে বলে অভিযানকারী পুলিশ দলের কাছে বার্তা পাঠায়। সে অনুযায়ী আজকের দিনকে আত্মসমর্পণ করতে নির্ধারণ করে দেওয়া হয় তাকে।

এদিকে বাথা সহ গোটা এনএলএফবিকে সমাজের মূলস্রোতে প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি তাঁর টুইটার হ্যান্ডলে তাদের স্বাগত জানিয়ে লিখেছেন, এখন বডোল্যান্ডের সর্বাঙ্গীন বিকাশ এবং বড়ো জনগোষ্ঠীর মানুষের অনন্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিচয় রক্ষার প্রতিশ্রুতি পূরণ করা সম্ভব হবে। তিনি লিখেছেন, সরকার গৃহীত নীতিতে জনগণের যে আস্থা রয়েছে এনএলএফবি-র এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তা প্রতিফলিত হয়েছে। আমি তাদের স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানাই।

অন্যদিকে বাথার মতো দুর্ধর্ষ এক উগ্রপন্থী সদলে আজ আত্মসমর্পণ করায় বড়োল্যান্ডের জন্য এক আশার পরিবেশ তৈর হয়েছে বলে মনে করেন বিটিআর-প্রধান প্রমোদ বড়ো। এতে বড়োল্যান্ডে শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে বলে দাবি করেছেন তিনি। আজকের আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে প্রমোদ বড়োও উপস্থিত ছিলেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ২০২০ সালের ২৭ জানুয়ারি নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং উগ্রপন্থী সংগঠন ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট অব বডোল্যান্ড (এনডিএফবি)-এর চার গোষ্ঠী-সহ বড়ো জনগোষ্ঠীয় কয়েকটি সংগঠনের মধ্যে সম্পাদিত হয়েছিল ঐতিহাসিক তৃতীয় ত্রিপাক্ষিক চুক্তি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, অসমের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের উপস্থিতিতে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পাশাপাশি নর্থ-ইস্ট ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (নেডা)-এর আহ্বায়ক হিমন্তবিশ্ব শর্মা (বর্তমানে অসমের মুখ্যমন্ত্রী), তদানীন্তন বিটিসি-প্রধান হাগ্রামা মহিলারি-সহ এনডিএফবি (আর)-র সভাপতি রঞ্জন দৈমারি, এনডিএফবি (প্রগ্রেসিভ)-র গোবিন্দ বসুমতারি, লরেন্স ইসলারি, এনডিএফবি (ধীরেন)-র ধীরেন বড়ো, এনডিএফবি (সং)-র সচিব বি সাওরাইগৌরা, নিখিল বড়ো ছাত্র ইউনিয়ন (এবসু) সভাপতি প্রমোদ বড়ো (বর্তমান বিটিআর-প্রধান)-সহ আরও কয়েকজন সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীয় নেতা। এর পর ঠিক হয়েছিল ওই বছরের ৩০ জানুয়ারি জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুদিবসের দিন অসম তথা বড়োল্যান্ডের স্থায়ী শান্তি কামনায় অস্ত্র সংবরণ করবেন উগ্রপন্থীরা। সে অনুযায়ী বি সাওরাইগ্রা, গোবিন্দ বসুমতারি, রঞ্জন দৈমারি এবং ধীরেন্দ্র বড়োর নেতৃত্বে গত বছর ২০২০ সালের ৩০ জানুয়ারি অস্ত্র সংবরণ করে জাতীয় মূল স্রোতে ফিরে এসেছিলেন চার জঙ্গি সংগঠনের ১৬১৫ জন সক্রিয় ক্যাডার। আত্মসমর্পণকারী ওই দলে এম বাথাও ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে এম বাথা তার প্রায় ৩০ জন অনুগামীকে নিয়ে ফের অন্ধকার জগতে ফিরে যান। ত্রিপাক্ষিক শান্তি চুক্তিতে 'অসন্তুষ্টি'র জন্য নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়ায় তারা নাকি ফের জঙ্গলে ফিরে যায়। এর পর চলতি বছরের মার্চে ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব বডোল্যান্ড (এনএলএফবি) নামের আরেকটি নতুন উগ্রপন্থী সংগঠনের জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু ওই সংগঠনকে ফের রক্তাক্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ায় এনএলএফবি-প্রধান এম বাথাকে মোস্ট ওয়ান্টেড ঘোষণা করে তার মাথার দাম ১০ লক্ষ টাকা ঘোষণা করেছিল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। প্রসঙ্গত, গত মার্চ-এপ্রিলে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দিতে ফতোয়া জারি করেছিল এনএলএফবি-প্রধান বিনোদ মুশাহারি ওরফে এম বাথা।

অসম : ডিমা হাসাও জেলায় নতুন করে ১০টি শিশুর দেহে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি

হাফলং (অসম), ২২ জুলাই (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় নতুন করে ১০ জন শিশুর দেহে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়েছে। এর মধ্যে চার মাসের এক শিশুও রয়েছে। এ নিয়ে গত এক সপ্তাহে ডিমা হাসাও জেলায় ১৮ বছরের নীচে মোট ৩৫ জন শিশু করোনায় আক্রান্ত হয়ে হাসাপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

রাজ্যে করোনার সংক্রমণ অব্যাহত। এমতাবস্থায় ডিমা হাসাও জেলায় প্রতিদিনই শিশুরাও আক্রান্ত হচ্ছে। গত ১৫ জুলাই থেকে ২১ জুলাই পর্যন্ত মোট ৩৫ জন শিশুর দেহে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়েছে পাহাড়ি জেলায়। ডিমা হাসাও জেলায় করোনার পরিস্থিতি কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল যদিও গত এক সপ্তাহ থেকে দ্রুততরে বৃদ্ধি হচ্ছে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। গত নয় দিনে ১৩৭ জন মানুষ নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে ৩৫ জনই শিশু। ডিমা হাসাও জেলায় ৯৫ শতাংশ করোনায় আক্রান্ত রোগী সুস্থ হয়েছেন। গত এক সপ্তাহে জেলায় সংক্রমণের সংখ্যা কিছুটা উদ্বেগজনক ভাবে বৃদ্ধি হয়েছে। পাহাড়ে যেখানে সংক্রমণের হার এক শতাংশে নেমে এসেছিল গত এক সপ্তাহে তা বেড়ে হয়েছে ৪.৭২ শতাংশ। শুধু বুধবারের দিন ডিমা হাসাও জেলায় আক্রান্তের হার ৮.৮৪ শতাংশ বলে স্বাস্থ্য বিভাগ জানিয়েছে।

বর্তমানে কোভিড প্রতিষেধক প্রদানের জন্য ডিমা হাসাও জেলায় কোভিড পরীক্ষার হারও কিছুটা কমে এসেছে। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় একটিই, কোভিড পরীক্ষা কমে গেলেও আক্রান্তের হার বৃদ্ধি হচ্ছে। যেখানে আগে হাজারের বেশি লোকের কোভিড পরীক্ষা করা হত বর্তমানে প্রতিদিন তিন থেকে চারশোজনের কোভিড পরীক্ষা হচ্ছে। তার পরও আক্রান্তের হার নিশ্চয়ই এক চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগের কাছে। এদিকে ডিমা হাসাও জেলায় এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২ হাজার ৬৬৮। এর মধ্যে সুস্থ রোগীর সংখ্যা ২ হাজার ৪৮৫। বর্তমানে জেলায় করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগীর রয়েছেন ১২৯ জন। তাঁদের মধ্যে হাফলং সরকারি হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে ৭৮ জন রোগীর চিকিৎসা চলার পাশাপাশি কোভিড কেয়ার সেন্টারে ২১ জন রোগীর চিকিৎসা চলছে। এছাড়া ৩০ জন রোগীকে রাখা হয়েছে হোম আইসোলেশনে। ডিমা হাসাও জেলায় ইতিমধ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু ঘটেছে মোট ২২ জনের। তার মধ্যে ১৬ জনের মৃত্যু ঘটেছে হাফলং সরকারি হাসপাতালে। বাকি ছয়জনের মৃত্যু হয়ে জেলার বাইরে বিভিন্ন হাসপাতালে।

তিন দিনে দ্বিতীয় বার, ফের কমল সোনার দাম

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই (হি.স.) : গত তিন দিনে এই নিয়ে দ্বিতীয় বার। বৃহস্পতিবার ফের কমল সোনার দাম। ১০ গ্রাম সোনার দাম ৪৭ হাজার ৪৫০ টাকা। দাম কমায় এখনই সোনা কেনার সেরা সময় বলেও মনে করছেন বাজার বিশেষজ্ঞদের একাংশ।

মাল্টি কমোডিটি ইনডেক্স-এর হিসেব অনুযায়ী বৃহস্পতিবার ১০ গ্রাম সোনার দাম ৪৭ হাজার ৪৫০ টাকা। আন্তর্জাতিক বাজারে টানা বাড়ছিল সোনার দাম। একটা সময় সোনার দাম ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়েছিল। কিন্তু গত এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম নামতে শুরু করেছে। গত এক সপ্তাহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দাম নামল বৃহস্পতিবার। দাম কমায় এখনই সোনা কেনার সেরা সময় বলেও মনে করছেন বাজার বিশেষজ্ঞদের একাংশ। এখন বিয়ের মরশুম চলছে। ফলে সোনার দামে এই পতন মধ্যবিত্তের জন্য সুখবর।

বৃহস্পতিবার কলকাতায় ২৪ ক্যারাট (পাকা সোনা) ১০ গ্রাম সোনার দাম ৪৮ হাজার ৭০০ টাকা। ২২ ক্যারাট (গয়নার সোনা) সোনার প্রতি ১০ গ্রামের দাম ৪৬ হাজার ২০০ টাকা। ২২ ক্যারাট হলমার্ক সোনার প্রতি ১০ গ্রামের দাম ৪৬ হাজার ৯০০ টাকা। দাম কমেছে রুপোরও। এক কেজি রুপোর দাম এখন ৬৭ হাজার ৩৬ টাকা।

মুখোমুখি হতে পারেন মুকুল-শুভেন্দু

কলকাতা, ২১ জুলাই (হি.স.) : আগামী ৩০ জুলাই পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি (পিএসি)-র প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। ওই দিন মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে পিএসির চেয়ারম্যান মুকুল রায় এবং রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। বৃহস্পতিবার বিধানসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দিন দুপুর ১২টায় পিএসি-র বৈঠক হবে।

গত ১১ জুন তৃণমূলে যোগ দেন মুকুল রায়। তার পরেই বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তাঁর বিধায়কপদ খারিজের দাবিতে আবেদন জানিয়েছিলেন শুভেন্দু। গত ১৬ জুলাই বিধানসভায় স্পিকারের ঘরে দলত্যাগের অভিযোগের শুনানিতে ডাকা হয়েছিল দু"পক্ষকেই। কিন্তু ওই দিন মুখোমুখি হননি তাঁরা।

তবে আগামী ৩০ জুলাই মুকুল-শুভেন্দু মুখোমুখি হতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, পিএসি-র প্রথম বৈঠকে যোগ দিতে আসতে পারেন মুকুল। সেই বৈঠকে সদস্য হিসেবে হাজির হতে পারেন শুভেন্দুও। মুকুল পিএসির চেয়ারম্যান হতেই বিধানসভায় আটটি স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন বিজেপি বিধায়করা। তবে তাঁরা জানিয়ে দিয়েছেন, বিধানসভার সব স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকে যোগ দেবেন। পিএসির বৈঠকের পাশাপাশি, ওই দিন বিকেল তিনটেয় মুকুলের "দলত্যাগ" নিয়ে শুনানি রয়েছে বিধানসভার স্পিকারের ঘরে। সেখানেও মুকুল-শুভেন্দু পরস্পরের মুখোমুখি হতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে।

পুলিশকে ২৫ লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়েছিলেন রাজ, নয়া অভিযোগ পুলিশের

মুম্বই, ২১ জুলাই (হি.স.) : পর্নকাণ্ডে গ্রেফতারির হাত থেকে রেহাই পেতে পুলিশকে ২৫ লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়েছিলেন অভিনেত্রী শিল্পা শেট্টির স্বামী রাজ কুন্দ্রা। তদন্তে নামার পর গোয়েন্দাদের কাছে এল এমনই একটি নতুন অভিযোগ। দাবি করা হয়েছে, মুম্বই পুলিশের অপরাধ দমন শাখার কাছে এই টাকা দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে রাজের আন্ধেরির দফতরে তল্লাশি চালিয়েছে অপরাধ দমন শাখা।

রাজ গ্রেফতার হওয়ার পর পর্নকাণ্ডের তদন্তে নেমে মুম্বইয়ের অপরাধ দমন শাখা ইতিমধ্যেই সাতটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছে। সেগুলিতে মোট সাড়ে সাত কোটি টাকা জমা ছিল। এই তদন্ত চালাতে গিয়ে মধ্যপ্রদেশের যশ ঠাকুর নামে এক ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে তিন কোটি টাকার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। সেই সূত্র ধরেই রাজের 'হটশটস' অ্যাপের মতো 'নিউফ্লিক্স' নামে একটি অ্যাপ তদন্তকারীদের আতসকাচের নীচে এসেছে। পর্ণকাণ্ডে অভিযুক্ত যশ ঠাকুরের (আসল নাম অরবিন্দ শ্রীবাস্তব) সংস্থা 'নিউফ্লিক্স'-এর তরফেই রাজের বিরুদ্ধে ঘুষ দিয়ে পুলিশের মুখ বন্ধ করার অভিযোগ করা হয়েছিল মার্চ মাসে। যেখানে আরও দাবি করা হয়, মুম্বই পুলিশের এক মধ্যস্থতাকারী যশের কাছেও সমপরিমাণ অর্থ ঘুষ চেয়েছিল। সেই সমস্ত বক্তব্য একটি ইমেলের মাধ্যমে জানানো হয় দুর্নীতি দমন শাখাকে (এসিবি)। এ বিষয়ে অবশ্য মুম্বই পুলিশ এখনই কোনও মন্তব্য করতে চায়নি।

অসম : বোকাখাতে পুলিশের বন্দুক কেড়ে পালাতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ নাগা উগ্রপন্থী তথা চোরাশিকারি, আহত কনস্টেবল

বোকাখাত (অসম), ২২ জুলাই (হি.স.) : এবার মাদক কারবারি নয়, বন্যজন্তুর এক চোরাশিকারি পুলিশের বন্দুক কেড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে গুলি করে তাকে আটকানো হয়েছে। তবে চোরাশিকারির হামলায় পুলিশের জনৈক কনস্টেবল জুয়েল গগৈ আহত হয়েছেন। এছাড়া গুলিবিদ্ধ চোরাশিকারিকে নিষিদ্ধ নাগা উগ্রপন্থী সংগঠন জেমি রিভলিউশনারি আর্মি-র ক্যাডার থাংগৌসিং ভি খামফৌপক বলে শনাক্ত করা হয়েছে। ঘটনা আজ বৃহস্পতিবার ভোরে গোলাঘাট জেলার বোকাখাতে সংঘটিত হয়েছে। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, অসমের কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানে বহু গণ্ডার হত্যা এবং খড়গ কেটে নেওয়ার অভিযোগে মণিপুরের চুড়াচাঁদপুর থেকে গত ১৩ জুলাই জেমি রিভলিউশনারি আর্মির ক্যাডার থাংগৌসিং ভি খামফৌপককে গ্রেফতার করেছিল অসম পুলিশ এবং মণিপুর পুলিশের এক যৌথ দল। অসম পুলিশের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পুলিশ-প্রধান ভাস্করজ্যোতি মহন্ত এবং এডিজিপি (আইন-শৃঙ্খলা) জিপি সিং। তাকে নিয়ে আসা হয় অসমের বোকাখাত থানায়। পুলিশি জেরায় প্রদত্ত বয়ানের ভিত্তিতে জঙ্গলে লুকিয়ে রাখা গণ্ডার বধে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করতে বুধবার মধ্যরাতে বোকাখাতের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) অনিতা হাজরিকার নেতৃত্বে পুলিশের দল চোরাশিকারি থাংগৌসিং ভি খামফৌপককে নিয়ে রওয়ানা হয়েছিলেন। কিন্তু পানবাড়ি রিজার্ভ ফরেস্টের ঘন জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে রাখা আগ্নেয়াস্ত্র খোঁজার নামে ইতস্তত এদিক-ওদিক করার সময় আচমকা সে পুলিশের কনস্টেবল জুয়েল গগৈয়ের ওপর হামলা করে বসে। কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি করে জুয়েলের হাত থেকে বন্দুক কেড়ে পুলিশের ওপর গুলি করতে উদ্যত হয়। তখন অন্য পুলিশকর্মী তাঁদের বন্দুক তুলে তার দিকে তাক করলে সে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে। এমতাবস্থায় পুলিশ তার পায়ে গুলি করে আটকায়।

এদিকে আহত কনস্টেবল জুবেল গগৈ এবং উগ্রপন্থী সদস্য তথা চোরাশিকারি থাংগৌসিং ভি খামফৌপককে বোকাখাত সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা করে উন্নত চিকিৎসার জন্য যোরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে।

এসডিপিও অনিতা হাজরিকা জানান, কাজিরঙায় গণ্ডার হত্যার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে জড়িত মনিপুরের নাগা উগ্রপন্থী থাংগৌসিং ভি খামফৌপক। এর আগে সে এনএসসিএন (আইএম)-এর ক্যাডার ছিল। তবে এখন সে জেমি রিভলিউশনারি আর্মির এর সক্রিয় ক্যাডার। ২০২০ সালে মণিপুরের চুড়াচাঁদপুর থেকে সিঞ্জাসাম ভাল্টে নামের এক গণ্ডার হত্যাকারীকে গ্রেফতারের পর জেমি রিভলিউশনারি আর্মির সক্রিয় ক্যাডার তথা চোরাশিকারি থাংগৌসিং ভি খামফৌপকের নাম সামনে আসে। ইত্যবসরে সিঞ্জাসাম ভাল্টের বিরুদ্ধে ১৯৫/২০ নম্বরে মামলা রুজু করে কুখ্যাত থাংগৌসিং ভি খামফৌপককে গ্রেফতার করতে প্রতিবেশী দুই রাজ্যের পুলিশ বিভিন্ন সময় যৌথ অভিযান চালায়। অবশেষে গত ১৩ জুলাই তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় দুই রাজ্যের পুলিশ।

প্রধানমন্ত্রী সাক্ষাতের সময় দিয়েছেন দিল্লি সফরের আগে জানালেন মমতা

কলকাতা, ২১ জুলাই (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁকে সাক্ষাতের সময় দিয়েছেন বলে বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে কবে, কখন তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন সেই বিষয়ে এখনও কিছু জানাননি মমতা। কিছুদিন আগে নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, দিল্লি সফরে গিয়ে সময় পেলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন তিনি।

তৃণমূল সূত্রে খবর, আগামী ২৬ জুলাই দিল্লি যেতে পারেন মমতা। ওই দিন বিকেল তিনটের বিমানে কলকাতা থেকে দিল্লি রওনা হতে পারেন তিনি। ২৭, ২৮ ও ২৯ তারিখ দিল্লিতেই থাকতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। নিজের যাবতীয় কর্মসূচি সেরে ৩০ জুলাই রাজধানী থেকে কলকাতায় ফিরতে পারেন তিনি।

সূত্রের খবর, এ বারের সফরে মমতা সাক্ষাৎ করতে পারেন কংগ্রেস সভানেত্রী সনিয়া গান্ধীর সঙ্গেও। এ ছাড়াও, শরদ পওয়ার, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, অখিলেশ যাদব-সহ একঝাঁক বিজেপি বিরোধী নেতার সঙ্গেও সাক্ষাৎ করতে পারেন তিনি। সফরের একদিন সংসদের সেন্ট্রাল হলে যাবেন মমতা। ২১ জুলাইয়ের মঞ্চে মমতা বিরোধীদের এক জোট হয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বার্তা দিয়েছিলেন। সেই বিষয়ে দিল্লি সফরে মমতার একাধিক কর্মসূচি রয়েছে বলে তৃণমূল সূত্রে খবর।

'এফআইআর খারিজ অথবা সিবিআই তদন্ত", রাজ্যের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে শুভেন্দু অধিকারী

কলকাতা, ২২ জুলাই (হি. স.) প্রাক্তন দেহরক্ষীর মৃত্যুর তদন্তে নেমেছে সিআইডি। করোনাকালে জমায়েতের অভিযোগেও স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। হস্তক্ষেপের আর্জি জানিয়ে এবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যে রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ করার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ জারি রয়েছে এখনও। সোমবার তমলুকে ৫০ জনেরও বেশি অনুগামীদের নিয়ে জনসভা করেন শুভেন্দু। সেই জনসভা থেকে আবার খোদ পুলিশ সুপারকে হুঁশিয়ারি দেন, "চটিমণি, পিসিমণি কেউ বাঁচাতে পারবে না। ভাইপোর অফিস থেকে যাঁরা ফোন করে আপনাকে, প্রত্যেকটা কল রের্কডিং আছে।" এরপর রাজ্যের বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে বিপর্যয় মোকাবিলা আইনে মামলা দায়ের করেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ। এমনকী, সরকারি আধিকারিকদের ফোনে আড়ি পাতার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে অফিসিয়াল সিক্রেটস আইনেও। বৃহস্পতিবার শুভেন্দুবাবু আবেদন করেন, হয় এফআইআর খারিজ করে দেওয়া হোক অথবা অভিযোগের তদন্ত করুক সিবিআই। রাজ্যের বিরুদ্ধে ভুয়ো মামলা করে বিরোধীদের কণ্ঠরোধের চেষ্টার অভিযোগ করেন তিনি। শুভেন্দুবাবু বলেন, যেদিন মামলা দায়ের করা হয়, সেদিনই বলেছিলাম, "কোভিড বিধি ভেঙে পেট্রোল-ডিজেল নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ করেছে তৃণমূল। এক হাজারটা ভিডিয়ো ক্লিপ দেখিয়ে দেব। এসব দলদাস পুলিস। এসব করে কিছু করতে পারবে না।" তাঁর কথায়, "মামলা তো করবেই। পুলিশের কাজ মামলা করা।" এবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। এদিকে আবার শুভেন্দু অধিকারীর প্রাক্তন দেহরক্ষীর মৃত্যুতে নতুন করে কাঁথি থানায় এফআইআর করেছেন রক্ষীর স্ত্রী ও দাদা। ২০১৮ সালের ১৩ অক্টোবর গুলিবিদ্ধ হন ওই রক্ষী শুভব্রত চক্রবর্তী ওরফে বাপি। রাজ্য পুলিশের জেরার তালিকা থেকে বাদ যাননি শুভেন্দুবাবুর বাড়ির পাহাড়ায় থাকা ৮ জন কনস্টেবলও।

অসম : জামিন মঞ্জুর এপিএসসি কেলেংকারির মূল অভিযুক্ত রাকেশ পালের, শীঘ্রই আসবেন খোলা আকাশের নীচে

গুয়াহাটি, ২২ জুলাই (হি.স.) : টাকার বিনিময়ে চাকরি কেলেংকারির মূল অভিযুক্ত আসাম পাবলিক সার্ভিস কমিশন (এপিএসসি)-এর চেয়ারম্যান (তদানীন্তন) রাকেশ পালের জামিন মঞ্জুর করেছে গুয়াহাটি উচ্চ আদালত। প্রায় সাড়ে পাঁচ বছরের মাথায় রাকেশ পালের খোলা আকাশের নীচে আসার পথ খুলেছে। তিনি এ মুহূর্তে গুয়াহাটির কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দিত্ব কাটাচ্ছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, এপিএসসি-র লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে প্রত্যেক প্রার্থীর কাছ থেকে ২৫ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা করে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে গত ২০১৬ সালের ৪ নভেম্বর সন্ধ্যা প্রায় পাঁচটা নাগাদ গ্রেফতার হয়েছিলেন তদানীন্তন চেয়ারম্যান রাকেশ পাল-সহ আরও অনেকে। তাঁদের মধ্যে রাকেশ পাল ছাড়া বাকি সব পদাধিকারী জামিনে মুক্তি লাভ করেছেন। এছাড়া রাকেশ পালের বদান্যতায় এসিএস ও এপিএস-সহ ৫২ জন গ্যাজেটেড অফিসার সমেত প্রায় ৬৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আসাম পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে 'চাকরির নিলাম কেন্দ্র'-এ পরিণত করার অভিযোগে তদানীন্তন চেয়ারম্যান রাকেশ পালের বিরুদ্ধে কয়েকটি মামলা রুজু করা হয়েছিল। এর মধ্যে দিশপুর, ডিব্রুগড়ে রুজুকৃত মামলার জামিন তিনি পেয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্ট থেকে ২০১৭ সালের ১৭ আগস্ট। কিন্তু সুপ্রিমকোর্টে জমিন লাভ করলেও গুয়াহাটির ভাঙাগড় পুলিশ আদালতে আবেদন করে পরের দিন ১৮ আগস্ট তাঁকে ফের হেফাজতে নিয়েছিল। ইতিমধ্যে সিআইডিও একটি মামলা করে তাঁর বিরুদ্ধে। এই মামলার শুনানি চলছিল বহুদিন ধরে। অবশেষে আজ তাঁর জামিন আবেদন মঞ্জুর করেছে আদালত।

অসম : যোরহাটের ইলি সিনেমা হল সংলগ্ন এলাকায় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, বহু কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি

যোরহাট (অসম), ২২ জুলাই (হি.স.) : যোরহাট শহরে গড়আলিতে অবস্থিতি ইলি সিনেমা হল সংলগ্ন এলাকায় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে ভারত হার্ডওয়ার এবং উষা নামের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে প্রথমে আগুনের সূত্রপাত। আগুনের লেলিহান শিখা দ্রুতগতিতে একের পর এক লাগোয়া বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে গ্রাস করে। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে অকুস্থলে ছুটে যান সাধারণ এবং পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তারা। প্রথমে যোরহাট এবং পরবর্তীতে ওএনজিসি ও টিয়ক থেকে কয়েকটি ইঞ্জিন নিয়ে অগ্নি নির্বাপক বাহিনী ছুটে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই খবর লেখা পর্যন্ত আগুন জ্বলছে, তবে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছেন দমকলকর্মীরা।

আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে প্রাথমিকভাবে শর্ট সার্কিটের জন্য অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হতে পারে বলে ধারণা করছেন প্রশাসনের কর্মকর্তারা। তাছাড়া এখনও ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ জানা না গেলেও বহু কোটি টাকার সম্পত্তি আগুনে ভস্ম হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। হিন্দুস্থান সমাচার / নির্মলেন্দু / সমীপ

দৈনিক-সংক্রমণ বেড়ে ৪১,৩৮৩ ২৪ ঘন্টায় কোভিডে ৫০৭ জনের মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই (হি.স.): ভারতে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ফের বাড়ল, ক্রমেই দীর্ঘ হচ্ছে কোভিডে মৃত্যুর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪১,৩৮৩ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৫০৭ জনের, সংক্রমণ আগের দিনের তুলনায় কিছুটা বেড়েছে। বুধবার সারাদিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৩৮,৬৫২ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে মোট সুস্থতার হার ৯৭.৩৫ শতাংশ। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৪,০৯,৩৯৪ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ২,২২৪ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪১,৩৮৩ জন, সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কিছুটা বেড়ে ৪,০৯,৩৯৪-এ পৌঁছেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ২,২২৪ জন, ফলে এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ১.৩১ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে ৪১.৭৮-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৪১,৭৮,৫১,১৫১ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে মাত্র ২২,৭৭,৬৭৯ জনকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৫৭০ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,১৪,৯৮৭ জন (১.৩৪ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৭,১৮,৪৩৯। নতুন করে ৪১,৩৮৩ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,১২,৫৭,৭২০।

ভারতে সুস্থতার সংখ্যা প্রতিদিনই স্বস্তি দিচ্ছে, বুধবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩৮,৬৫২ জন। ফলে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,০৪,২৯,৩৩৯ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৭.৩৫ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৪১ কোটি ৭৮ লক্ষ ৫১ হাজার ১৫১ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে।

ভারতে ৪৫.০৯-কোটির উর্ধে কোভিড-টেস্ট, সুস্থতাই দিচ্ছে স্বস্তি

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই (হি.স.): ভারতে ৪৫.০৯-কোটির উর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বৃহস্পতিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২১ জুলাই সারা দিনে ভারতে ১৭,১৮,৪৩৯ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৪৫,০৯,১১,৭১২-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৭,১৮,৪৩৯ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪১ হাজার ৩৮৩ জন।

ভারতে ফের অনেকটাই বাড়ল সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ২,২২৪ জন, ফলে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৪,০৯,৩৯৪ জন (১.৩১ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩৮,৬৫২ জন। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ৪,১৮,৯৮৭ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৩৪ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৫০৭ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩,০৪,২৯,৩৩৯ জন (৯৭.৩৫ শতাংশ)।

সরকারি স্টল বন্টনে আর্থিক লেনদেন ব্যাপক অনিয়ম, সোচ্চার ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২২ জুলাই।। সরকারি স্টল বন্টনে ব্যাপক অনিয়মে সোচ্চার স্থানীয় ব্যবসায়ী ও জনগণ। প্রকৃত অগ্রাধিকার না দিয়ে মোটা অংকের বিনিময়ে স্টল বন্টন। অভিযোগের তীর গ্রামপ্রধানের দিকে। ঘটনা কদমতলা বাজারে।এলাকাজুড়ে চাপা উত্তেজনা। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার কদমতলা ব্লকাধীন কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েত কদমতলা বাজারে স্টল বানানোর উদ্যোগ নেয়।কদমতলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় স্কুল মাঠের গ্যালারির দক্ষিণ পাশে শুরু করা হয় স্টল নির্মাণের কাজ।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ২৫ লক্ষ ৪৪ হাজার ৭০০ টাকা মঞ্জুরে নির্মাণে উদ্যোগ নেওয়া হয় ১২ টি স্টল।বিএডিপি ফান্ড থেকে আরডি কাঞ্চনপুর ডিভিশন এই কাজের বরাত পায়।কিন্তু স্টল নির্মাণের সময় স্টলের সম্মুখে পিডাব্লিউডি জায়গাতে ৫ টি দোকান থাকাতে স্টল নির্মাণে খানিকটা অসুবিধা দেখা দেয়। কিন্তু ৫ জন দোকানী দীর্ঘ ৩৫ বছর যাবৎ ঐ সানে বিভিন্ন ধরনের দোকান দিয়ে তাদের সরকার প্রতিপালন করে আসছিলেন।তখন নির্মীয়মান স্টল নির্মাণের ক্ষেত্রে ৫ জন দোকানদারদের পিছনের অংশ ছেড়ে সামনে দোকান নিয়ে আসার কথা বলেন সানীয় কদমতলা পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ।সাথে তাদের মৌখিক ভাবে আশ্বাস দেন,স্টল নির্মাণের পর তাদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ৫ টি স্টল দিয়ে বাকি ৭ টি স্টল অন্যদের মধ্যে বন্টন করা হবে। তারপর স্টলের সামনে থাকা দোকানদার প্রনয় চন্দ,নিখিল সাহা,দয়াময় চন্দ,আছকর আলী ও সঞ্জয় চন্দ্র নাথ তাদের দোকানের পিছনে অংশ ভেঙে সামনে নিয়ে আসেন।সাথে সানীয় পঞ্চায়েতের নিকট স্টল পাবার লিখিত আবেদন জানান। এমতাবস্থায় ২০২০ সালের ২০ অক্টোবর আরডি কাঞ্চনপুর ডিভিশনের পক্ষ থেকে কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েতকে ১২ স্টল বিশিষ্ট দালান বাড়িটি হ্যান্ড ওভার করা হয়। কিন্তু কাকতালীয় ভাবে চলতি বছরের ২৬ মার্চ কদমতলা পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ অবৈধভাবে ১২ টি স্টল চুপি সারে বন্টন করে নেয় বলে ৫ জন দোকান মালিক সহ সানীয় বাজার ব্যবসায়ীদের অভিযোগ। তাদের অভিযোগ,মোটা অংকের বিনিময়ে কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিক্রম নাথ তাদের সাথে প্রতারনা করে স্টল গুলি বন্টন করেছেন। দোকানীরা তাদের স্টল পাওয়ার দাবিতে কদমতলা ব্লকের ভিডিও ও জেলা শাসকের নিকট লিখিত আকারে জানালেও কোন সুরাহা হয়নি। তৎসঙ্গে জেলা শাসকের নিকট সঠিকভাবে স্টল বন্টনের আবেদন জানান কদমতলা বাজার সমিতির সভাপতি সুভাষ পাল। কিন্তু সমস্যা রয়ে যায় তিমিরেই।সানীয় দোকানী ও বাজার ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, ইদানিং কালে অর্থের বিনিময়ে বন্টন করা স্টল মালিকদের কাছে ঘরের চাবিও তুলে দিয়েছে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ।আর সেই খবর চাউর হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন ৫ টি দোকানের দোকান মালিক সহ বাজার ব্যবসায়ীগন। অবশেষে কদমতলা পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের স্বজন পোষন, আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে স্টল বন্টনের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ ছুঁড়ে প্রতিবাদে সামিল হন সানীয় দোকানদার ও বাজার ব্যবসায়ীগন।আজ সকাল ৯ টা নাগাদ সানীয় ৫ জন দোকানী ও বাজারে একাংশ ব্যাবসায়ী সোচ্চার হয়ে প্রতিবাদে সামিল হন। প্রতিবাদকারীদের বক্তব্য,সানীয় পঞ্চায়েতের প্রধান অর্থের বিনিময়ে স্টলগুলো চুপিসারে বন্টন করেছেন।যে সকল ব্যাবসায়ীদের স্টল ঘরের প্রয়োজন নেই তাদের নামে স্টল বরাদ্দ হয়েছে। বরাদ্দ হয়েছে অন্য বিধানসভার নাগরিকদের নামে।যাদের মা,বৌ সরকারি চাকুরিজীবী তাদের নামে স্টল বরাদ্দ হয়েছে।প্রতিবাদকারী গন অভিযোগ করে আরো বলেন, পঞ্চায়েত প্রধান বিক্রম নাথ, সুকৌশলে উনার অধিনে দুইটি স্টল ও উপপ্রধান দুইটি স্টল গিলেছেন। প্রতিবাদকারীদের একটাই দাবি, স্টলের সামনে থাকা ৫ জন দোকানীকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্টল প্রদান করা হোক।সাথে বাকি স্টল গুলি সুষ্ঠ ভাবে বন্টন করুক সানীয় পঞ্চায়েত। অন্যথায় তাদের আন্দোলন আগামী দিনে বৃহত্তর আকার ধারণ করবে।কেননা সরকারি স্টল গুলি উদ্বোধন হয়ে গেলে সামনে থাকা ৫ টি দোকান ঘর ভাঙ্গার আদেশ দেবে প্রশাসন।আর এই দোকান ছাড়া তাদের সংসার প্রতিপালন দুষ্কার্য হয়ে দাঁড়াবে।মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে গোটা বিষয়ের উপর মুখ্যমন্ত্রী হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন অসহায় ৫ জন দোকানী।

এদিকে গোটা বিষয় নিয়ে কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিক্রম নাথকে জিজ্ঞেস করলে উনি জানান, উনি সাফাই গেয়ে বলেন, পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ সুষ্ঠভাবে স্টল বন্টন করেছেন।প্রায় দুইশ জন ব্যবসায়ী স্টল পাওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন তাদের মধ্য থেকে ১২ জনকে স্টল দেওয়া হয়েছে। এমনকি যে সকল ব্যাবসায়ী ভাড়া ঘরে ব্যাবসা করে আসছিলেন শুধু তাদেরকেই স্টল দেওয়া হয়েছে।তাছাড়া প্রধান আরো বলেন, অগ্রিম ১০ হাজার টাকা সিকুরুটি এবং ৩ হাজার টাকা ছয় মাসের ভাড়া বাবদ স্টল মালিকদের কাছ থেকে সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে। কিন্তু ৫ জন দোকানীদের স্টল দেওয়ার কোন মৌখিক আশ্বাস দিয়েছিলেন কিনা, সে সম্পর্কে কোন সদুত্তর দেননি গ্রাম প্রধান।

পাশাপাশি বিশ্বস্ত সূত্রে আরও জানা যায়, কদমতলা বাজারে অবৈধভাবে অর্থের বিনিময়ে স্টল বন্টনের ফলে কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে ক্ষোভের আগুন জ্বলছে।আর তাতে প্রদান ও উপাদানের দুর্নীতির বিরুদ্ধে অনাস্থা ও এনেছেন পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিগণ।গোটা ঘটনায় কদমতলা এলাকাজুড়ে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। যার বহিঃপ্রকাশ যে কোন মুহূর্তে ঘটতে পারে।

এখন দেখার বিষয়, বর্তমানে অসহায় হয়ে পড়া ৫ জন দোকানদারদের দিকে কতটুকু মানবিক দৃষ্টিপাত করে প্রশাসন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

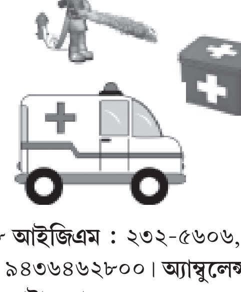

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

যন্তর মন্তরে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা, রাকেশ বললেন আমরা দুষ্কৃতী না-কি!

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই (হি.স.): সংসদে বাদল অধিবেশন চলাকালীন কৃষক আন্দোলন ঘিরে ফের রাজধানী উত্তাল হওয়ার সম্ভাবনা। তিনটি কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে বৃহস্পতিবার থেকে যন্তর মন্তরে অবস্থান বিক্ষোভে বসছেন কৃষকরা। শর্ত সাপেক্ষে পুলিশের অনুমতি মিলেছে। আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে যন্তর মন্তর ও টিকরি সীমানায় নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। ২৬ জানুয়ারি লালকেল্লার মতো হিংসা রুখতে যন্তর মন্তরে নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করা হয়েছে। কঠোর নিরাপত্তা কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কৃষক নেতা রাকেশ টিকাইত। তাঁর কথায়, 'আমরা দুষ্কৃতী না-কি?'

ভারতীয় কিসান ইউনিয়নের নেতা রাকেশ টিকাইত বলেছেন, 'যন্তর মন্তরে আমাদের নিজেদের সংসদীয় অধিবেশন (কিসান সংসদ) বসবে। সংসদের অধিবেশনের দিকে আমাদের নজর থাকবে। তবে, গুন্ডামি নিয়ে আমরা কী আর বলতে পারি? আমরা কী দুষ্কৃতী।' তিনটি কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে বৃহস্পতিবার থেকে যন্তর মন্তরে অবস্থান বিক্ষোভে বসবেন কৃষকরা। তার আগে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে যন্তর মন্তরে, ব্যারিকেড করে ঘিরে ফেলা হয়েছে এলাকা। টিকরি সীমানায় প্রচুর নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আউটার ডিস্ট্রিক্ট, ডিসিপি পরভিন্দর সিং জানিয়েছেন, 'টিকরি সীমানায় কোনও দুষ্কৃতীর প্রবেশ রুখতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি আমরা। কৃষকরা এখানে প্রতিবাদ করার অনুমতি পাননি, তাই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।'

প্রতিনিধিরা

● প্রথম পাতার পর

প্রায় চার হাজার। বিভিন্ন দপ্তরে প্রায় কুড়ি হাজার শূণ্যপদ রয়েছে। সেগুলিতে নিয়োগ করা হোক।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাতে দেয়া স্মারকলিপিতে আইপিএফটি আরও দাবী জানিয়েছে অবিলম্বে ককবরক ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তপশিলের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। প্রসঙ্গত, প্রতিনিধি দলে ছিলে আইপিএফটির বিধায়ক প্রশান্ত দেববর্মা, ধনঞ্জয় ত্রিপুরা এবং দলের সহকারি সাধারণ সম্পাদক জীতেন দেববর্মা।

মুলতুবি

● প্রথম পাতার পর

গোলমাল আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই তৃণমূল জানিয়ে দিয়েছেন, পেগাসাস ইস্যুতে যতক্ষণ না পর্যন্ত নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ মুখ খুলছেন, ততদিন আন্দোলন চলবে।

গণতন্ত্রের পীঠস্থানে বিরোধীদের অনভিপ্রেত আচরণের তীব্র বিরোধিতা করলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। বিরোধীদের উদ্দেশে স্পিকার বলেছেন, অধিবেশন চলাকালীন সদনের মর্যাদা বজায় রাখা বিরোধীদের দায়িত্ব। বৃহস্পতিবার লোকসভার অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকেই পেগাসাস, কৃষি আইন-সহ বিভিন্ন ইস্যুতে হইচই করতে থাকেন কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা। প্রথমে দুপুর বারোটা, পরে দুপুর দু''টো ও চারটে পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয় লোকসভার অধিবেশন।

বিরোধীদের আচরণে রীতিমতো ক্ষুব্ধ লোকসভার স্পিকার। স্পিকার ওম বিড়লা বলেছেন, গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে তোলা আমাদের সকলের সম্মিলিত দায়িত্ব। হাঙ্গামা করার জন্য জনগণ আমাদের এখানে পাঠায়নি। মানুষের সমস্যা সরকারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মঞ্চ হল এই সদন। স্পিকার বলেন, সদনের মর্যাদা বজায় রাখা বিরোধীদের দায়িত্ব।

বাঙালীর

● প্রথম পাতার পর

সতর্ক না হলে আমরা বাঙালি দল বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলেও সাংবাদিক সম্মেলনে মন্তব্য করেন আমরা বাঙালি ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল।

অভিযান

● আটের পাতার পর

একটি খবর আসে লালসিংমুড়া মান্ডবটিলা এলাকার মলিন শীলের বাড়িতে মাটির নিচে ড্রাম ভর্তি করে শুকনো গাঁজা মজুত করা আছে। সেই খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার ভোরে মলীন শীল এর বাড়িতে অভিযান চালায় বিশালগড় থানার পুলিশ এবং সেখানে পাঁচটি ড্রামের মধ্যে থেকে প্রায় ১৭০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করতে সামর্থ হয় পুলিশ।ঘটনায় বাড়ির মালিক মলিন শীলের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। যদিও এদিন এ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি বিশালগড় থানার পুলিশ। তাছাড়া আগামী দিনেও এই ধরনের নেশা বিরোধী অভিযান জারি রাখবে বলে জানিয়েছে বিশালগড় থানার ওসি দেবাশীষ সাহা।

কোভিড মামলা

● আটের পাতার পর

থানায় মামলা করতে গেলে প্রথম দুদিন বিভিন্ন অজুহাতে মামলা নেননি। পরবর্তীতে তৃতীয় দিন একটি জি ডি এন্টি দিয়ে ফেলে রাখে- রাখবেইতো কারন

ও সি হয়ে এস ডি পি ওর বিরুদ্ধে উনি তদন্ত করাবেন কিভাবে কারন ও সি অধস্তন কর্মচারী আর এস ডি পি ও উর্ধতন পুলিশ আধিকারিক ,তাই জি ডি এন্টি দিয়ে থানায় অপুরাম সরকারের দায়ের করা আবেদন পত্র ফেলে রাখার পর অপুরাম সরকার কোর্ট মামলা করেন এবং মাননীয় কোর্ট কেস এন্টি দিয়ে তদন্ত সমাপ্ত করে রিপোর্ট জমা দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন ডিসেম্বর-২০২০ সালে। সেই মোতাবেক রাধাকিশোরপুর থানার মামলা নম্বর ২০১/২০২১,ধারা ২৬৯,২৭০ ও ২৭১ আই পি সি।সেই মোতাবেক তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় অর্থাৎ বলির পাঁঠা বানানো হয় উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানায় কর্মরত এস আই দেবব্রত বিশ্বাসকে। উনি তদন্তের নামে সরকারি নথিকে মান্যতা না দিয়ে উর্ধতন মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের কোনো সত্যতা নেই বলে তদন্ত শেষে আদালতে এফ আর টি দাখিল অর্থাৎ উনি আদালতকে বুঝাতে চেয়েছেন উদয়পুর টেপানিয়া স্থিত গোমতি জেলা হাসপাতাল থেকে ইস্যু করা মহকুমা আধিকারিকের করোনা পজিটিভ রিপোর্টের কোন ভীতি নেই- এখন প্রশ্ন হচ্ছে ৬ই অক্টোবর ১৮ই অক্টোবর ২০২০ তারিখে উদয়পুর গোমতি জেলা হাসপাতালের মাইক্রোবায়োলজি শাখার দায়িত্ব প্রাপ্ত নোডাল আধিকারিক ডা:স্বপন চাকমা কতৃর্ক ইস্যু করা কোভিড পজিটিভ রিপোর্ট ভুল , নাকি উর্ধতন কর্তৃপক্ষের চাপে পরে এস আই দেবব্রত বিশ্বাস মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধ্রুব নাথকে বাঁচানোর জন্য নিজে আইনি বেড়া জালে জড়িয়ে গেলেন নাতো। দাবির সমর্থনে গোমতি জেলা হাসপাতালের মাইক্রোবায়োলজি শাখার দায়িত্ব প্রাপ্ত নোডাল আধিকারিক ডাক্তার স্বপন চাকমার দুটো করোনা পজিটিভ রিপোর্ট ইন সেটে দেওয়া হলো। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই সংশ্লিষ্ট মহলে গুঞ্জন শুনা যাচ্ছে- তাহলে ক্ষমতাবান বা প্রভাবশালী ব্যক্তি করোনা পজিটিভ হলেও প্রকাশ্যে ঘোরাঘুরি করা যাবে, অন্যদিকে সাধারণত মানুষকে করোনা পজিটিভ হলে ঘর থেকে বেরোনো যাবে না, বা বাড়ির সামনে স্বাস্থ্য দপ্তরের নোটিশ ঝুলিয়ে দেয়া হবে- এই বাড়িতে করোনা পজিটিভ রোগী আছে- কেউ এই বাড়িতে প্রবেশ করতে পারবেন না। একই যাত্রায় পৃথকফল হওয়ায় সাধারন জনগণ থেকে দাবি করা হচ্ছে- ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এক্টে সকলের জন্য সমান আইন প্রয়োগ করে অভিযুক্ত মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধ্রুব নাথের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক।

বেপরোয়া

● প্রথম পাতার পর

থামানো ছিল ঐ লরিকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তার পার্শবর্তী বাড়িটিতে ইকো গাড়িটি ঢুকিয়ে দেয়। ওই গাড়িতে এক পরিবারের শিশুসহ তিনজন ছিলেন। গাড়ি থেকে তিনজনকে নামিয়ে একটি পার্শবর্তী বাড়িতে রাখা হয়।পরবর্তী সময়ে বিশ্রামগঞ্জ অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে কর্মীরা এবং বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে কর্মীরা ছুটে এসে বিশ্রামগঞ্জ অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে গাড়িতে করে তিনজনকে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় গাড়ির চালক পালিয়ে যায়। তবে বৃষ্টি না থাকলে ওই সময়ে বড়সড় দুর্ঘটনা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। রাস্তার পাশে প্রায় সময়েই লোক দাঁড়িয়ে থাকে কিন্তু বৃহস্পতিবার বৃষ্টির জন্য রাস্তায় কোন লোক ছিলো না সেই কারণেই অল্পেতে রক্ষা পায় বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে বনকুমারি এলাকার জনগণ।

উদ্যোগ

● প্রথম পাতার পর

অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, ছাত্ররাই দেশের ভবিষ্যত। তাই ত্রিপুরা সরকার প্রথম থেকেই গুণগত শিক্ষার মানোন্নয়ন কাজ করে চলছে। ইতিমধ্যে ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে শিক্ষা দফতর এনসিইআরটি সিলেবাস, সুপার-৩০, মুখ্যমন্ত্রী বিএড অনুপ্রেরণা যোজনা, শিক্ষাবর্ষের পরিবর্তন, সারা রাজ্যে একই প্রশ্নপত্র সহ ২৫টি বিভিন্ন ধরনের যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে ২৯টি বিদ্যালয়কে সিবিএসই বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রাজ্যে গুণগত শিক্ষা সম্প্রসারণে আরও ৭১টি বিদ্যালয়কে সিবিএসই বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যা ত্রিপুরার মতো ছোট রাজ্যের ক্ষেত্রে চিন্তাই করা যায় না।

তিনি বলেন, সিবিএসই-এর ছাত্রছাত্রীদের সাথে রাজ্য বোর্ডের ইংরেজি মাধ্যমের ছাত্রছাত্রীদের প্রতিযোগিতায় টিঁকে থাকার যোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকারা যাতে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারেন সেই লক্ষ্যেই এই ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়েছে। বিদ্যালয় পুনরায় খোলা সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে সবুজ সংকেত পাওয়ার পরই বিদ্যালয় খোলা হবে।

মন্ত্রিসভার

● প্রথম পাতার পর

সঠিক বাস্তবায়ন বলে মনে করছে ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা।

সাথে তিনি যোগ করেন, আজকের মন্ত্রিসভার বৈঠকে ভারত সরকারের অধীনে নতুন করে সমবায় মন্ত্রক গঠন করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। তাছাড়া ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে ভারতের প্রথম সমবায় মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ায় অমিত শাহকেও আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছে। তাঁর কথায়, মন্ত্রিসভা মনে করছে ভারত সরকারের এই উদ্যোগ দেশে সমবায়ের ভিত্তি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে এক নতুন দিশা দেখাবে এবং গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে। বাস্তবায়িত হবে 'সহকার সে সমৃদ্ধি'র ভাবনা।

তেলিয়ামুড়ায়

● প্রথম পাতার পর

স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রতিটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে কিছুদিন পরপর পরিদর্শন করার কথা। এক্ষেত্রে তেলিয়ামুড়া মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক চন্দন দেববর্মা কোনো উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শনে যান না বলে অভিযোগ। উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র গুলি পরিদর্শন না করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক চন্দন দেববর্মা নিজ সরকারি আবাসে বসে দিব্যি প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে যাচ্ছেন।

মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিকের সরকারি আবাসে রোগী ধরার দালাল চক্রের এক পান্ডাকে বসিয়ে রেখেছেন চিকিৎসকের পছন্দের এক প্যাথলজি ও ঔষধের দোকানে রোগী পাঠানোর জন্য। এদিকে মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র গুলি যে পরিদর্শনে যান না এবিষয়ে এক আশা কর্মী স্পষ্টভাবে জানান, মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক সাব সেন্টার গুলিতে পরিদর্শনে যান না। তিনি স্বাস্থ্যকর্মী পাঠিয়ে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র গুলির খবরা-খবর নেন। এ প্রসঙ্গে মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক চন্দন দেববর্মার কাছে জানতে চাইলে তিনি জানান, প্রতিনিয়তই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র গুলি পরিদর্শনে যান তিনি।

অথচ বৃহস্পতিবার করইলং উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ত্রিশাবাড়ি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে প্রত্যক্ষ করা যায় দুটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রই তালাবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। দুইটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রেই স্বাস্থ্যকর্মীরা কাজে যাননি কোনো এক অজ্ঞাত কারণে। তবে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা কিংবা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে গুলোর চিকিৎসা পরিষেবা ভেঙে পড়লেও দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য আধিকারিক কোন ধরনের ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না।

বিধায়ক

● প্রথম পাতার পর

তাঁর আবেদন গ্রহণ করার অনুরোধ জানান তিনি।

বিধানসভার নিয়ম অনুযায়ী, এটা কোনওভাবেই সম্ভব নয়। সশরীরে হাজির হয়ে পদত্যাগপত্র জমা এবং তারিখ বিবেচিত হবে। পূর্বের তারিখে আবেদন বিবেচনার বিধান নেই। কিন্তু মাঝে তাঁর বিধায়ক স্থায়ীভাবে বাতিলের আর্জি জমা পড়েছে বিধানসভায়। ফলে, অধ্যক্ষ বৃষকেতু দেববর্মাকে নোটিশ দিয়ে জানতে চেয়েছেন বিধায়ক পদ স্থায়ীভাবে বাতিল নিয়ে বক্তব্য পেশ করতে।

বিধানসভার নিয়ম অনুযায়ী, সম্ভবত অধ্যক্ষের এই পদক্ষেপে আদালতও হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। ফলে, বিধায়ক পদ বাঁচানো বৃষকেতু দেববর্মার মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী, অধ্যক্ষ তাঁর বক্তব্যে সন্তুষ্ট না হয়ে বিধায়ক পদ স্থায়ীভাবে বাতিল করে দিলে আর কখনও বৃষকেতু দেববর্মা নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন না। মোদ্দা বিষয় হল, অতি চালাকি করতে গিয়ে বৃষকেতু আইনি প্যাঁচে পড়ে গেছেন। কারণ, বিধায়ক পদ বাতিল হলে তিনি আদালতেও এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন না। কারণ, এক্ষেত্রে সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার এক্তিয়ার শুধুমাত্র অধ্যক্ষের রয়েছে।

সুস্থতা

● প্রথম পাতার পর

নতুন করোনা সংক্রামিতের খোঁজ পাওয়া গেছে। সংক্রমণের হার কমে হয়েছে ৩.৬৬ শতাংশ।

এদিকে, সুস্থতা ফের বেড়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় ৫৯৪ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছে। তাতে, বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৩৭৪২ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৭৫০৯৯ জন করোনা আক্রান্তহয়েছেন। তাদের মধ্যে ৭০৫৬০ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের হার হয়েছে ৫.১১ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার হয়েছে ৯৪.০৩ শতাংশ। এদিকে মৃতের হার হয়েছে ০.৯৭ শতাংশ। গত ২৪ ঘন্টায় ২ জনের মৃত্যু হওয়ায় এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৭৩১ জন করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, আবারও পশ্চিম জেলা করোনা সংক্রমনে শীর্ষস্থানে রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ৬১ জন, দক্ষিন জেলায় ৩৬ জন, গোমতি জেলায় ৩৩ জন, ধলাই জেলায় ১৯ জন, সিপাহীজলা জেলায় ২২ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ২৪ জন, ঊনকোটি জেলায় ৩৫ জন এবং খোয়াই জেলায় ২৩ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।

সাংবাদিক

● প্রথম পাতার পর

দিয়েছেন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন তিনি বিপদমুক্ত।

প্রসঙ্গত, এর আগেও কয়েকজনের সাথে একই ঘটনা ঘটেছিল। শহরের ফ্লাইওভারের উপর দিয়ে ঘুড়ি উড়ানোর ক্ষেত্রে কোন বিধিনিষেধ প্রশাসনের তরফ থেকে এখনও পর্যন্ত দেয়া হয়নি। তাতে এই ধরনের ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে চলেছে।

গঠন

● প্রথম পাতার পর

নিয়ে আসেন। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই ঘটনা সম্পর্কে আরও তথ্য জানা যাবে বলে আশা ব্যক্ত করেছে পুলিশ। সে অনুযায়ী পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

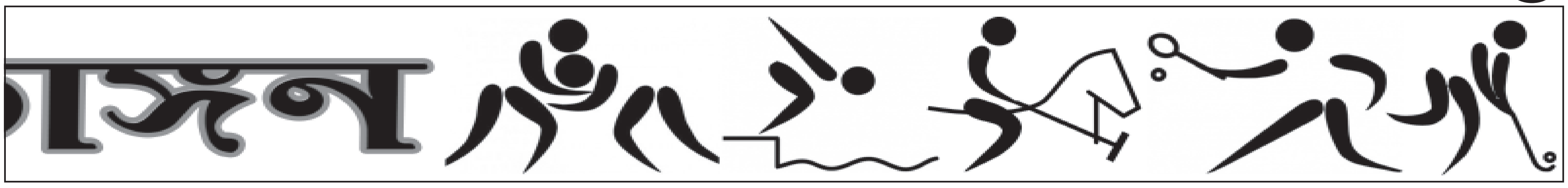

স্বস্তি ভারতীয় শিবিরে, অবশেষে করোনা মুক্ত হয়ে যোগ দিলেন ঋষভ পন্থ

লন্ডন, ২১ জুলাই (হি.স.) : অবশেষে করোনা মুক্ত হয়ে দলীয় শিবিরে যোগ দিলেন ঋষভ পন্থ। ইউরো কাপ টুর্নামেন্ট দেখতে গিয়ে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি, এমনটাই শোনা যাচ্ছিল। ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে মুখে মাস্ক ছাড়াই উপস্থিত ছিলেন ইংল্যান্ড বনাম জার্মানি ম্যাচ দেখতে। ব্যাপক সমালোচনা হয়েছিল দেশজুড়ে। যদিও বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন পন্থের। ছুটি কাটানোর মধ্যে এমনটা ঘটেছে, সব সময় মাস্ক পড়ে থাকা সম্ভব নয়, বায়ো বাবেল ভেতরে থাকা

খুব কঠিন- ইত্যাদি বিভিন্ন যুক্তিতে টিম ইন্ডিয়ার এই তরুণ তারকাকে সমর্থন করেছিলেন বোর্ড প্রেসিডেন্ট।

গত ৮ জুলাই করোনা রিপোর্ট পজিটিভ এসেছিল ঋষভ পন্থের। মৃদু উপসর্গ ছিল। সাউথহলে এক পরিচিতের বাড়িতেই আইসোলেশনে ছিলেন ভারতের উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান।

আইসোলেশনের মেয়াদ শেষে ১৮ জুলাই ভারতীয় দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা না হওয়ায় ডারহামের প্রস্তুতি ম্যাচে তিনি খেলতে পারেননি। উইকেটকিপিং করার পাশাপাশি ব্যাট হাতে প্রথম ইনিংসে শতরান হাঁকিয়েছেন লোকেশ রাহুল। তার আগে তাঁকে ১০ দিনের বাধ্যতামূলক আইসোলেশনে থাকতে হয়েছে, দুটি আরটি-পিসিআর নেগেটিভ রিপোর্টের অপেক্ষায় থাকতে হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় কার্ডিও চেক-আপ সেরে টিম হোটেলে চেক-ইন করলেন পন্থ।

অলিম্পিক্সের প্রথমদিনেই স্ত্রী দীপিকা কুমারীর সঙ্গে লড়ছেন তিরন্দাজ অতনু দাস

টোকিও, ২২ জুলাই (হি.স.) : রাত পোহালে শুক্রবার শুরু অলিম্পিক্স। প্রথম দিনেই দেখা যাবে তিরন্দাজদের। এই ইভেন্টে স্ত্রী দীপিকা কুমারীর সঙ্গে লড়তে চলেছেন বাঙালি তিরন্দাজ অতনু দাসও। প্রথম দিনেই এক বাঙালিকে অলিম্পিক্সে নামতে দেখা যাবে। শুক্রবার ব্যক্তিগত যোগ্যতা অর্জন ইভেন্টে নামবেন দীপিকা এবং অতনু। মোট পাঁচটি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করবেন ভারতীয় তিরন্দাজরা। পুরুষ এবং মহিলাদের ব্যক্তিগত এবং দলগত ইভেন্ট ছাড়াও এ বারই প্রথম অলিম্পিক্সে মিক্সড ইভেন্ট দেখা যেতে চলেছে। শুক্রবার দীপিকা নামবেন মহিলাদের যোগ্যতা অর্জন রাউন্ডে। পুরুষদের বিভাগে নামবেন অতনু, প্রবীণ যাদব এবং তরুণদীপ রাই। প্রসঙ্গত, তিরন্দাজিতে আজ পর্যন্ত কোনও পদক জেতেনি ভারত। ১৯০০ সালের অলিম্পিক্স থেকে চালু হয়েছিল তিরন্দাজি। যোগ্যতা অর্জন পর্বে প্রথমে ৬৪ জন মহিলা এবং পুরুষ তিরন্দাজ ৭২টি করে তীর ছুঁড়বেন। তাঁদের মোট পয়েন্টের বিচারে ক্রমতালিকা তৈরি হবে। এরপর একে অপরের বিরুদ্ধে খেলবেন প্রতিযোগীরা। এ ভাবেই প্রতিটি রাউন্ড এগোতে থাকবে। করোনার ভয়ে শুক্রবার অলিম্পিক্সের উদ্বোধনে মার্চপাস্টে নেই সিন্ধুরা । তিরন্দাজদের মূল ইভেন্টগুলি শুরু হবে শনিবার। এ বার তিরন্দাজি থেকে পদকের আশা করছে ভারত। দীপিকা-অতনু অলিম্পিক্সের আগে থেকেই দুরন্ত ছন্দে রয়েছেন।

শনিবারই টেবিল টেনিস অভিযান শুরু হচ্ছে মণিকা ও সুতীর্থার

টোকিও, ২২ জুলাই (হি.স.) : টোকিও অলিম্পিকে টেবিল টেনিস ভারতের অভিযান শুরু হচ্ছে শনিবার। শনিবার নজর থাকবে মণিকা বাত্রা ও সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়ের দিকে। আগেই দুই পুরুষ টিটি তারকা ইতিমধ্যেই প্রথম রাউন্ডে বাই পেয়ে পরের রাউন্ডে পৌঁছে গিয়েছেন।

এবারের টোকিও অলিম্পিকে মহিলাদের মধ্যে ভারতের ১ নম্বর টেনিস তারকা মণিকা বাত্রা নামবেন ৩৪তম বাছাই হিসেবে। প্রথম রাউন্ডে তাঁর প্রতিপক্ষ গ্রেট ব্রিটেনের টিন-টিন হো। তিনি ইংল্যান্ডের প্রথম মহিলা টিটি প্লেয়ার যিনি ইংল্যান্ডের হয়ে বিগত ২৫ বছরে এই প্রথম সিঙ্গলস খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। তাঁকে হারালে দ্বিতীয় রাউন্ডে মণিকার সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপে প্রাক্তন রুপোজয়ী ইউক্রেনের মার্গারিটা পেসোটস্কা। শনিবারই ভারতীয় সময় রাত সাড়ে ৮টায় মিক্সড ডাবলসে শরথ কমলের সঙ্গে জুটি বেঁধে মণিকা বাত্রা প্রি কোয়ার্টার খেলবেন চাইনিজ তাইপের লিন ইউন-জু ও চেং আই-চিং জুটির বিরুদ্ধে। ভারতের এই জুটি অলিম্পিকের দ্বাদশ বাছাই।

এদিকে, পুরুষদের সিঙ্গলসে ২০তম বাছাই অচন্ত শরথ কমল ও ২৬তম বাছাই সাথিয়ান জ্ঞানশেখরন প্রথম রাউন্ডে বাই পেয়েছেন। দ্বিতীয় রাউন্ডে শরথ কমল খেলবেন পর্তুগালের তিয়াগো আপোলোনিয়া ও নাইজেরিয়ার ওলাইদে ওমোতায়ো ম্যাচে জয়ীর বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় রাউন্ডের বাধা টপকালে শরথ কমলকে খেলতে হবে গতবারের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন তথা বিশ্বের ২ নম্বর চিনের মা লংয়ের বিরুদ্ধে। সাথিয়ান দ্বিতীয় রাউন্ডে পুয়ের্তো রিকোর ব্রায়ান আফানাডর ও হংকংয়ের লাম সিউ হাংয়ের মধ্যে জয়ীকে হারাতে পারলে তৃতীয় রাউন্ডে খেলবেন টোকিও অলিম্পিকের তৃতীয় বাছাই জাপানের তোমোকাজু হারিমোতোর বিরুদ্ধে।

অসম : অলিম্পিকের প্রি-কোয়ার্টারে লাভলিনা, স্বর্ণজয়ের স্বপ্ন রাজ্যবাসীর

গুয়াহাটি, ২২ জুলাই (হি.স.) : আগামীকাল, অর্থাৎ শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে অলিম্পিক গেমস। প্রতিযোগিতার প্রথম রাউন্ডে না খেলেই লাভলিনা পেলেন প্রি-কোয়ার্টার। অলিম্পিকের মতো বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া মহাযুদ্ধের প্রথম রাউন্ডে অসম-কন্যা লাভলিনা বড়গোহাঁই 'বাই' পাওয়ায় উৎফুল্লিত গোটা অসমের ক্রীড়াপ্রেমী সহ সর্বস্তরের জনগণ। শুক্রবার জাপানের টোকিও শহরে শুরু হচ্ছে ৩২-তম অলিম্পিক গেমস। বহু প্রতীক্ষিত বিশ্বশ্রেষ্ঠ ক্রীড়া মহাযুদ্ধের বক্সিং ইভেন্টে খেলার সম্পূর্ণ সূচি প্রস্তুত করেছে অলিম্পিক কমিটি। অলিম্পিকের সূচি অনুযায়ী, অসমের লাভলিনা বড়গোহাঁই মহিলার ৬৯ কেজি শাখার প্রথম রাউন্ডের খেলায় 'বাই' লাভ করেছেন। অর্থাৎ না খেলেই প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত ছাড়পত্র পেয়েছেন লাভলিনা বড়গোহাঁই।

প্রি-কোয়ার্টারে অবশ্য লাভলিনা বড়গোহাঁই সন্মুখীন হবেন জার্মানির রাষ্ট্রীয় চ্যাম্পিয়ান বক্সার আপেটস নেডিনের বিরুদ্ধে। জার্মানির আপেটস নেডিন হলেন বিশ্বের পঞ্চমসারির খেলোয়াড়। আপেটসের তুলনায় লাভলিনার বিশ্ব রেঙ্কিং উন্নত। বিশ্বের অন্য রেঙ্কিঙের তৃতীয় স্থানে আছেন লাভলিনা বড়গোহাঁই।

এদিকে, ছয়বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান তথা ২০১২ সালের অলিম্পিক গেমসের ব্রোঞ্জ পদক বিজয়ী মাঙক্তে চুংনেইজাং (এমসি) মেরি কম এবার অলিম্পিক গেমসের প্রথম রাউন্ডে ডমিনিকান রিপাবলিকের বক্সার হারনান্ডেস গর্সিয়া মিগুলিনার বিরুদ্ধে খেলবেন। প্রথম রাউন্ডে ''বাই' প্রাপ্ত অসম-কন্যা লাভলিনা বড়গোহাঁই ২৭ জুলাই বেলা ২.০০টায় প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় রিঙে অবতীর্ণ হবেন।

অলিম্পিকের মতো বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া মহাযুদ্ধে প্রথম রাউন্ডে লাভলিনা বড়গোহাঁই 'বাই' পাওয়ায় উৎফুল্লিত অসমের ক্রীড়াপ্রেমী জনতা। লাভলিনা বড়গোঁহাইকে নিয়ে এখন স্বর্ণপদক জয়ের স্বপ্ন দেখছেন অসমের ক্রীড়াপ্রেমী জনগণ সহ গোটা রাজ্যবাসী।

উল্লেখ্য, লাভলিনার আগে অসমের চারজন খেলোয়াড় যথাক্রমে ১৯৪৮ সালে লন্ডন অলিম্পিক গেমসে ভারতীয় ফুটবর দলের নেতৃত্ব নিয়েছিলেন অসমের টি আওয়ে। পরবর্তীতে ১৯৯২-এর বার্সিলোনা অলিম্পিক গেমস এবং ১৯৯৬ সালে আটলান্টা অলিম্পিক গেমসে বেডমিন্টন ইভেন্টে অংশ নিয়েছিলেন অসমের দীপঙ্কর ভট্টাচার্য। তৃতীয় ও চতুর্থ খেলোয়াড় হিসেবে ২০১২ সালের লন্ডন অলিম্পিক গেমসে অংশ নিয়েছিলেন আর্চার জয়ন্ত তালুকদার ও বক্সার শিব থাপা। পূর্বের খেলোয়াড় চারজন অলিম্পিক গেমসে অংশ নিয়ে অসমকে গৌরব এনেছিলেন যদিও পদক পাননি।

সেক্ষেত্রে অলিম্পিকের ১২৫ বছরের ইতিহাসে প্রথমবার পদক অর্জনের মাধ্যমে বিশ্ব ক্রীড়াজগতে নিজের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখতে চাইছেন লাভলিনা বড়গোহাঁই। সেজন্যই রাজ্য সরকারের পাশাপাশি গোটা অসমবাসী লাভলিনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

টোকিও অলিম্পিকের প্রথম ম্যাচেই জার্মানিকে হারিয়ে দাপট দেখিয়ে জয়ী ব্রাজিল

টোকিও, ২২ জুলাই (হি.স.): টোকিও অলিম্পিক্সের প্রথম ম্যাচে দাপট দেখিয়ে শুরু করল ব্রাজিল। প্রথম ম্যাচে তারা ৪-২ ব্যবধানে হারিয়ে দিল জার্মানিকে। এই জার্মানিকে হারিয়েই গত বার অলিম্পিক্সে সোনা জিতেছিল ব্রাজিল।

রিচার্লিসনের হ্যাটট্রিকের সুবাদে জার্মানিকে ৪-২ গোলে হারিয়েছে ২০১৬ সালের রিও অলিম্পিকে সোনাজয়ী ব্রাজিল। ৭, ২২ ও ৩০ মিনিটে গোল করেন এভার্টনে খেলা রিচার্লিসন। ৫৭ মিনিটে নাদিম আমিরির গোলে জার্মানি ব্যবধান কমানোর পর ৬৩ মিনিটে ম্যাচের দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন ম্যাক্সিমিলান আর্নল্ড। ৮৪ মিনিটে ম্যাচ ৩-২ করেন রাগনার আশে। দ্বিতীয়ার্ধে ইনজুরি টাইমে পাউলিনহোর গোল ব্রাজিলের ৪-২ গোলে জয় নিশ্চিত করে।

অলিম্পিকে পশ্চিমবঙ্গের তিন জনকে শুভেচ্ছা রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রীর

কলকাতা, ২২ জুলাই (হি. স.) : টোকিও অলিম্পিক ২০২০-এ পশ্চিমবঙ্গের তিন জন ক্রীড়াবিদকে শুভেচ্ছা জানালেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। অতনু দাস (তীরন্দাজী বিভাগ), সুতীর্থা মুখার্জী (টেবিল টেনিস বিভাগ) এবং প্রণতি নায়েক (জিমন্যাস্টিক বিভাগ) বৃহস্পতিবার এই তিনজনের নাম উল্লেখ করে এক বিবৃতিতে অরূপবাবু লিখেছেন, "তোমরা বাংলা তথা ভারতের গর্ব। ১৩০ কোটি মানুষের প্রতিনিধি তোমরা। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য দীর্ঘদিন ধরে তোমরা কঠোর অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রম করেছো। হার না মানা মনোভাব নিয়ে অভিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে চলো। তোমাদের ও টোকিও অলিম্পিকে অংশগ্রহনকারী আমাদের দেশের সমস্ত খেলোয়াড়দের সর্বোচ্চ সাফল্য কামনা করি। ১৩০ কোটি ভারতবাসীর মতো আমিও এই আশায় বুক বেঁধে আছি যে, তোমরা টোকিও অলিম্পিকে ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকা নিয়ে সারা মাঠ দৌড়ে বেড়াবে। সকলের শুভেচ্ছা রইল তোমাদের সাথে।"প্রসঙ্গত, টোকিও অলিম্পিকে অ্যাথলিট পাঠানোর ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে বাংলা। বাংলার চেয়ে কয়েক গুণ এগিয়ে হরিয়ানা ও পাঞ্জাব। ভারতের যে ১২৭ জন অলিম্পিকের আসরে নিজেদের প্রতিভা মেলে ধরে পদকের লক্ষ্যে নামবেন তাঁদের মধ্যে প্রায় এক-চতুর্থাংশই হরিয়ানার।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

চোটের কারণে ইংল্যান্ড সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন ওয়াশিংটন সুন্দর

লন্ডন, ২২ জুলাই (হি.স.) : আঙুলে চোটের কারণে ইংল্যান্ড সিরিজ থেকে বাদ পড়লেন ওয়াশিংটন সুন্দর। তৃতীয় ভারতীয় হিসেবে সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন তিনি। শুভমন গিল এবং আবেশ খানের পর আরও এক ক্রিকেটারকে হারাল ভারত।

ডারহামে অনুশীলন ম্যাচ খেলার সময় আঙুলে চোট পেলেন ওয়াশিংটন। ছয় সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে তিনি। কাউন্টি দলের হয়ে খেলছিলেন ওয়াশিংটন। আবেশ খানের মতো তিনিও আঙুলে চোট পেয়ে ছিটকে গেলেন। কাউন্টি দলের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলছে ভারত। ৪ আগস্ট থেকে শুরু ইংল্যান্ড সিরিজ। তার আগে একের পর এক ক্রিকেটার চোটের জন্য ছিটকে যাওয়ায় বেশ বিপাকে ভারতের দল। চোট রয়েছে অজিঙ্ক রহাণেরও। তবে তিনি টেস্ট শুরুর আগেই সুস্থ হয়ে যাবেন বলে জানিয়েছে বোর্ড। ওয়াশিংটন ছিটকে যাওয়ায় সুযোগ পেতে পারেন অক্ষর পটেল। দলে রবীন্দ্র জাডেজা এবং রবিচন্দ্রন অশ্বিনের মতো দুই অভিজ্ঞ স্পিনার রয়েছে।

অতিমারীর পরিস্থিতিতে নির্ধারিত সূচি মেনেই শুক্রবার অলিম্পিকের উদ্বোধন

টোকিও, ২২ জুলাই (হি.স.) : অতিমারীর পরিস্থিতিতে নির্ধারিত সূচি মেনেই শুক্রবার টোকিওর স্টেডিয়ামে অলিম্পিকের উদ্বোধন হতে চলেছে। দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে অলিম্পিকের উদ্বোধনে থাকবেন মাত্র হাতেগোনা ৯৫০ জন। বেনজির এমনভাবেই উদ্বোধনের আয়োজন করা হবে অলিম্পিক। এমনটাই জানিয়ে দিয়েছে উদ্যোক্তারা।

বৃহস্পতিবার অলিম্পিকের উদ্বোধন নিয়ে এমনটাই জানান গেমস কমিটির প্রধান হিদেমাশা নাকামুরা। ইতিমধ্যেই গেমস ভিলেজে একাধিক কর্মকর্তা, অংশগ্রহণকারী এথলিটরা সংক্রমিত হয়েছেন। নতুন করে গত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্তের সংখ্যা ১১ জন। সবমিলিয়ে অলিম্পিকের অন্দরমহলে সংক্রমিতের সংখ্যা দাঁড়ালো ৮৬-এ।

আয়োজকরা ইতিমধ্যেই মেনে নিয়েছেন, ভাইরাসের পুরোপুরি বন্ধ করা মুশকিল। তবে নতুন সংক্রমিতদের চিহ্নিত করে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া রোধ করতে তারা সচেষ্ট। আগামীকাল শুক্রবারেই বসছে অলিম্পিকের আসর। ভারত থেকে এবারই সবথেকে বেশি সংখ্যায় প্রতিযোগীকে পাঠানো হয়েছে। চলবে ৮ আগস্ট পর্যন্ত থাকবে অলিম্পিকের আসর। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাপানের সংস্কৃতি বিশ্বের সামনে তুলে ধরা হবে বলে এমনটাই জানা গিয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

টোকিও অলিম্পিক্সের প্রথম ম্যাচেই আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে দিল অস্ট্রেলিয়া

টোকিও, ২২ জুলাই (হি.স.): টোকিও অলিম্পিক্সের প্রথম ম্যাচেই হেরে গেল আর্জেন্টিনা। ২০০৮ সালের পর অলিম্পিক ফুটবলে ফিরেই আর্জেন্তিনাকে হারাল অস্ট্রেলিয়া। বৃহস্পতিবার তাদের ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে দিল অস্ট্রেলিয়া।

অলিম্পিক্স ফুটবলে ৪,৭২৬ দিন পর খেলতে নেমেছিল অস্ট্রেলিয়া। প্রথম ম্যাচেই ঐতিহাসিক জয় পেল তারা। আর্জেন্টিনাকে দ্বিতীয়ার্ধে পুরো সময়ই দশ জনে খেলতে হয়েছে। বিপক্ষের ফুটবলারকে বাজে ফাউলের জন্য প্রথমার্ধের শেষ দিকে কয়েক মিনিটের ব্যবধানে দুটি হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় ফ্রান্সিসকো ওর্তেগাকে।

কোপা আমেরিকা দলের প্রায় কোনও সদস্যই অলিম্পিক্স দলে নেই। কিন্তু যাঁরা রয়েছেন তাঁদের আর্জেন্টিনা ফুটবলের ভবিষ্যৎ বলা হচ্ছে। কিন্তু বড় মঞ্চে প্রথম ম্যাচেই তাঁরা জাত চেনাতে ব্যর্থ। ম্যাচের ১৪ মিনিটেই এগিয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। গোল করেন লাচলান ওয়েলস। প্রথমে তিনি অলিম্পিক্সের দলে সুযোগই পাননি। পরে করোনার কারণে অলিম্পিক্সের দল বাড়ানো হলে তাঁর জায়গা হয়। দ্বিতীয়ার্ধে দু'দল একাধিক বার মারপিটে জড়িয়েছে। শারীরিক খেলা হয়েছে। খেলা শেষের কয়েক মিনিট আগে গোল করে অস্ট্রেলিয়ার জয় নিশ্চিত করেন মার্কো টিলিয়ো।

টোকিও অলিম্পিক্স : কোভিড অ্যাপে ভুল তথ্য দেওয়ায় বিবৃতি দিতে হল ভারতকে

টোকিও, ২২ জুলাই (হি.স.) : টোকিও অলিম্পিক্সে ক্রীড়াবিদদের সুরক্ষারর জন্য তৈরি ভারতীয় শিবির থেকে এক প্রতিনিধি অসাবধানতা বশত ভুল তথ্য দিয়ে ফেলেন। ফলে ধুন্ধুমার কান্ড ঘটে যায় ভারতীয় শিবিরে। পরবর্তীতে ভারতের তরফে ডেপুটি শেফ দ্য মিশন প্রেম ভার্মা জানান সকলেই সুস্থ আছেন। কারোর কোন উপসর্গ নেই। দুশ্চিন্তার কারণ নেই।

টোকিও অলিম্পিক্সে অত্যন্ত কড়াভাবে মানা হচ্ছে করোনা বিধি। কড়া বিধি মানতে হচ্ছে ক্রীড়াবিদ, অফিসিয়াল, কোচ, কোচিং স্টাফ, সাংবাদিক সহ সকলকেই। সকলের স্বাস্থ্যের বিষয়ে নজর রাখতে সরকারি একটি অ্যাপ দেওয়া হয়েছে সকলকে। যে অ্যাপটি অনেকটা ভারত সরকারের আরোগ্য সেতু অ্যাপের মতন। যেখানে প্রতিদিন প্রতি দেশের

ক্রীড়াবিদ সহ প্রতিনিধি সকলকেই তাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আপডেট দিতে হচ্ছে। আর সেই অ্যাপেই ভারতীয় শিবির থেকে এক প্রতিনিধি অসাবধানতা বশত ভুল তথ্য দিয়ে ফেলেন। ফলে ধুন্ধুমার কান্ড ঘটে যায় ভারতীয় শিবিরে।

পরবর্তীতে ভারতের তরফে ডেপুটি শেফ দ্য মিশন প্রেম ভার্মা জানান সকলেই সুস্থ আছেন। কারোর কোন উপসর্গ নেই। দুশ্চিন্তার কারণ নেই। ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নারিন্দর বাত্রা বিষয়টি সম্পূর্ণ ভাবে পরিস্কার করে বলার নির্দেশ দেওয়ার পরেই এই মন্তব্য করেন ভার্মা। হেল অ্যাপ ''ওচার'' তথ্যানুযায়ী তিন ভারতীয় কর্তার দেহে করোনা উপসর্গ নাকি দেখা গিয়েছে। তবে অন্য অ্যাপটিতে সেরম তথ্য ছিল না। ফলে বাড়ছিল উদ্বেগ। সেই কারণেই ভার্মাকে এই বিবৃতি দিতে হয়।

প্রসঙ্গত, হেল অ্যাপে ভুল তথ্য পরিবেশিত হলে সতর্ক করা হয় সকলকে। সিএলওর কাছে সঙ্গে সঙ্গে ইমেল চলে আসে বিষয়টি সমাধানের বিষয়ে। যদি কেউ অ্যাপে ভুল করে ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা দিয়ে ফেলে তখন তৎক্ষণাৎ এই ইমেল চলে আসে। ইনফেকশন অ্যাপে অ্যালার্ম চলে আসে। তবে স্কোয়াডে সবাই সুস্থ আছেন বলে নিশ্চিত করেছেন প্রেম ভার্মা।

No.F.4-10/STY/TLDA/2019/ Dated, Agartala, the 13Th July, 2021
e-TENDER (6-NIT) FOR ANNUAL MAINTENANCE CONTRACT (AMC) OF LIQUID NITROGEN PRODUCTION PLANTS (PLANT NO. 05 AND PLANT NO. 06) AND VOLTAGE STABILIZERS AT CSCS, RK NAGAR, WEST TRIPURADVIING THE YEAR 2021.22 (02 NOS.)
e-Tender is hereby invited for Annual maintenance(AMC) of Liquid Nitrogen Production plants (Plant No. — 05 and 06) and voltage stabilizer at CSCS, RK Nagar, West Tripura during the year 2021 -22 on behalf of the Governor of Tripura from the reputed ftrm/organization having authorization & experience in Cryo- Engineering works .
The details of terms & condiUpn of e-Tender (e-NIT) will be available in the official websites of http;11 triouratenders.qov.in I Www.arddtrioura.gov.in and also in the news portal of Tripura www.tripurainfo.com
ICA-C-1425/2021-22
(Dr. K. SaAikumar)
Chief Executive Officer
Tripura Livestock Development Agency
Astabal, Agartala

NO.F.13 (1-71)-DFWPM/FSSA/2021 Agartala, dated, the.../07/2021.
EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR IMPARTING FoSTaC TRAINING FOR FOOD BUSINESS OPERATORS.
Please visit the website **www.health.tripura.gov.in** (Health & Family Welfare Department, Govt. of Tripura) regarding Terms & Conditions, Application Form and List of Documents required are enclosed as Annexure-A, B & C etc, in connection with Expression of Interest (EOI) for Imparting FoSTaC Training for Food Business Operators' in the State of Tripura.
Last date of submission of EOI is **05.00 PM on 10-08-2021.**
ICA-C-1419/2021-22
Director of Family Welfare & PM,
Government of Tripura, Agartala.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:
15/EE/MCD/PWD(R&B)/2021-22, Dated:-16-07-2021
On behalf of the 'Governor of Tripura' The **Executive Engineer, Medical College Division, PWD(R&B), Agartala, West Tripura** invites **percentage rate e-tender** from the eligible bidders up to **3.00 PM on 30-07-2021** for the following works:-
1. DNIT NO:- 22/EE/MCD/PWD(R&B)/2021 -22
2. DNIT NO- 23/EE/MCD/PWD(R&B)/2021-22
For details Visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 9436131244/9862781261. Any subsequent Corrigendum will be available in the website only.
ICA-C-1430/2021-22
Sd/- Illegible
Executive Engineer
Medical College Division,
PWD(R&B) Kunjaban, Agartala.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/28/2021-22 dated 19/07/2021
Tke Exedutive Engineer, Internal Electrification Division, PWD (Building), Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Govern9r of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking /enterprise and eligible Bit ders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Other State PWD having valid electrical contractor license issued by Tripura Electrical Licensing Boardup to 3.00 P.M. on **10/08/2021.**

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	DNIeT No.EE-IED/AGT/53/2021-22	₹ 878,093.00	₹ 8,781.00	90 (ninety) days
2	DNIeT No.EE-IED/AGT/54/2021-22	₹ 831,337.00	₹ 8,313.00	90 (ninety) days
3	DNIeT No.EE-IED/AGT/55/2021-22	₹ 739,634.00	₹ 7,396.00	90 (ninety) days
4	DNIeT No.EE-IED/AGT/56/2021-22	₹ 733,806.00	₹ 7,338.00	90 (ninety) days
5	DNIeT No.EE-IED/AGT/57/2021-22	₹ 715,126.00	₹ 7,151.00	90 (ninety) days

Last date and time for document downloading and bidding is on 1.0/08/2021 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 10/08/2021, if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*
For and on behalf of the Governor of Tripura
(DHRUBAPADA DEBNATH)
Executive Engineer,
Internal Electrification Division,
PWD (Buildings), Agartala, West Tripura
ICA-C-1434/2021-22

বিজেপি প্রদেশ মহিলা মোর্চার কার্যকারণী বৈঠকের উদ্বোধন করেন দলের সভাপতি ডাঃ মানিক দাস। ছবি নিজস্ব।

বিজেপি মহিলা মোর্চার প্রদেশ কার্যকারণী বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।। বিজেপির রাজ্য সদর কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার বিজেপি মহিলা মোর্চার প্রদেশ কার্যকারণী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কার্যকারণ এই বৈঠকের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা।

বিজেপি মহিলা মোর্চার প্রদেশ কার্যকারণে বৈঠক বৃহস্পতিবার বিজেপির রাজ্য সদর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। করোনা বিধি মেনে এই বৈঠক শুরু হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা সহ অন্যান্য মহিলানেতৃবৃন্দ। বিজেপির মহিলা কার্যকারণী বৈঠক সম্পর্কে বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা বলেন, সাংগঠনিক রীতিনীতি অনুযায়ী প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর রাজ্য ভিত্তিক কার্যকারণী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য ভিত্তিক কার্যকারণী বৈঠকের পর হয় জেলা ভিত্তিক কার্যকারণী বৈঠক। জেলাভিত্তিক বৈঠকের পর হয় মন্ডল ভিত্তিক কার্যকারণী বৈঠক। এছাড়া সাতটি মোর্চার কার্যকারণী এই বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়। সে অনুযায়ী বৃহস্পতিবার বিজেপি"র সদর কার্যালয়ে বিজেপি মহিলা কার্যকারণী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা বলেন, তিন মাস পর পর এই সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বিগত তিন মাসে গৃহীত রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সাংগঠনিক কর্মসূচি কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে সেগুলি পর্যালোচনা করা হয়। এছাড়া কার্যকারণী বৈঠক থেকে পরবর্তী তিন মাসের জন্য সাংগঠনিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা মহিলা মোর্চার কার্যকারণী বৈঠকের সাফল্য কামনা করেছেন।

কমলপুরে চোরের দৌরাত্ম্য, পুলেশর ভূমিকায় অসন্তোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।। কমলপুর শহরে নৈশ কার্ফু চলাকালীন সময়ে আবার দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় শহরের ব্যবসায়ী ও নাগরিকদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। কমলপুর থানার পুলিশ সম্পূর্ণ রূপে নিস্ক্রিয় বলে অভিযোগ। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে একের পর এক ধরনের চুরির ঘটনা সংঘটিত করে চলেছে চোরের দল। নৈশ কার্ফু ঘোষনার পর পুলিশ টহল না দেওয়ায় নিশিকুটুম্ভরা নানাভাবে সুযোগ পেয়ে দোকান ঘরের দরজা ভেঙ্গে একের পর এক চুরির ঘটনা ঘটিয়ে যাচ্ছে।

পুলিশ আজ পর্যন্ত কোন সন্দেহ চোর বা প্রকৃত চোরকে গ্রেফতার করতে পারেনি। পুলিশি টহল না থাকার সুযোগে কাজে লাগিয়ে নৈশ কার্ফু চলাকালীন চোরেরা নিশ্চিত ভাবে দোকানের দরজার তালা ভেঙ্গে প্রবেশ করে দোকানের মূল্যবান সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। এতে দোকানের মালিকের মাথায় হাত পড়েছে। বুধবার রাতে কমলপুর শহরের পাঞ্জাব ন্যাশন্যাল ব্যাংক সংলগ্ন পরিতোষ মজুমদারের প্রতিষ্ঠিত মুদি দোকানে চোরেরা দরজার বেশ কয়েকটি তালা ভেঙ্গে বিভিন্ন সিগারেটের বান্ডিল, দুধের প্যাকেট সহ বিভিন্ন মূল্যবান নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায়। বৃহস্পতিবার দোকানের মালিক পরিতোষ মজুমদার দোকান খুলতে এসে দেখেন দোকানের তালা গুলি ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে আছে। পরে দোকানে প্রবেশ করে দেখেন দোকানের বহু মূল্যবান সামগ্রী চুরি হয়ে গেছে।

পেগাসাস কাণ্ডে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠনের জনস্বার্থ মামলা সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই (হি.স.) ।। পেগাসাস কাণ্ড নিয়ে এখন ঝড় চলছে কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে। এমতাবস্থায় এ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে এক বিশেষ তদন্তকারী দল গড়ার আবেদন জমা পড়ল। আবেদনটি জমা করেছেন এমএল শর্মা নামক এক আইনজীবী। তাঁর দাবি, পেগাসাস কেলেঙ্কারি অত্যন্ত চিন্তার বিষয় এবং ভারতের গণতন্ত্র, আইন ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তার ওপর এক কড়া আক্রমণ। তিনি আরও বলেছেন, এই বহুল এবং হিসাব বহির্ভূত নজরদারি নৈতিকতার বিরোধী।

সুপ্রিম কোর্টে জমা পড়া আবেদনে বলা হয়েছে, "প্রায়ই যেমন দাবি করা হয়, গোপনীয়তা শুধুমাত্র লুকিয়ে থাকার ইচ্ছা নয়। এটা প্রত্যেকের একটা নিজস্ব জায়গা যেখানে তাঁর অস্তিত্ব এবং চিন্তাভাবনা অন্যের সুবিধার যন্ত্র হয়ে উঠবে না। মর্যাদা এবং প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে গোপনীয়তার অধিকার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।"

জনস্বার্থ মামলাটিতে বলা হয়েছে, সারভেইল্যান্স প্রযুক্তি সংস্থাগুলো দিন দিন বিশ্বজনীন নিরাপত্তা এবং মানবাধিকারের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ২০১৬ সাল থেকে প্রায় ৫০,০০০ ফোন নম্বরকে নিশানা করেছে ওই এনএসও গ্রুপ, বলে দাবি করা হয়েছে মামলায়। মনে করা হচ্ছে, খুব শিগগিরই এই নিয়ে শুনানি হবে। আবেদনে আরও বলা হয়েছে, "পেগাসাস শুধুমাত্র নজরদারির যন্ত্র নয়, এটি একটি সাইবার-অস্ত্র যা ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়েছে। যদি অনুমোদন দেওয়া হয়েও থাকে (যা নিশ্চিত নয়), তবু এটি জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বড় বিপদ।"

কোভিড মামলা থেকে নিস্তার পাওয়ার অপকৌশল উদয়পুরের এসডিপিও'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২২ জুলাই।। দপ্তরের উর্ধতন অফিসার হিসেবে অধস্তন কর্মচারীকে প্রভাবিত করে বলির পাঁঠা বানিয়ে আইনকে ফাঁকি দিয়ে জনগণকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কোভিড মামলা থেকে নিস্তার পাওয়ার অপকৌশল নিলো উদয়পুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধ্রুব নাথ।

সংবাদে প্রকাশ গত ৬ই অক্টোবর ও ১৮ই অক্টোবর উদয়পুর টেপানিয়া স্থিত গোমতি জেলা হাসপাতালে কোভিড পজিটিভ হওয়া স্বত্তেও মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধ্রুব নাথ ১৭ এবং ২০ই অক্টোবর যথাক্রমে উদয়পুর জামতলাস্থিত পুরাতন টাউন হল ও উদয়পুর মহিলা থানার কনফারেন্স হলে দুর্গা পূজা উপলক্ষে চল্লিশটি ক্লাবের প্রতিনিধিদে উপস্থিতিতে কোভিড বিধি মেনে দুর্গা পূজা করার জন্য উপদেশ দিয়ে ছিলেন, সে সভা গুলোত উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর মহকুমা শাসক অনিরুদ্ধ রায়, উদয়পুর পুরপরিষদের তৎকালিন পুর পিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার মজুমদার ও ভাইস চেয়ারম্যান অনুপম চৌধূরী সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের দুইজন আধিকারিক ও রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ আধিকারিক রাজীব দেবনাথ, ট্রাফিকের ডেপুটি এস পি রোহিন জমাতিয়া সহ অন্যান্য আধিকারিক বৃন্দ। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধ্রুব নাথের ৬ এবং ১৮ অক্টোবর কোভিড পজেটিভের রিপোর্ট সাংবাদিক ও সাধারণ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের হাতে চলে আসারপর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধ্রুব নাথের এই ভাবে কোভিড আক্রান্ত হয়ে বিভিন্ন সভা ও পঞ্চমী রাতে রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত উদয়পুর চন্দ্রপুর কলোনিতে নিহত রাজেশ শর্মার খুনের তদন্ত চালাতে গিয়ে শত শত মানুষের সাথে তথ্য সংগ্রহ করাকে মহকুমাবাসী ভালো চোখে নেননি।

এ নিয়ে ত্রিপুরার প্রভাতী সংবাদ পত্রে কয়েক বার সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু বাদ সাজে উদয়পুরের কর্তব্যরত সাংবাদিক অপুরাম সরকার এই ঘটনার সুবিচার চেয়ে আর কে পুর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জার্নালিস্টস ইউনিয়নের মতবিনিময় সভা

আগরতলা ২২ জুলাই।। ত্রিপুরা জার্নালিস্টস ইউনিয়নের দক্ষিণ জেলা কমিটির এক মতবিনিময় সভা আজ বিলোনীয়ার সার্কিট হাউজে অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক, জার্নালিস্টস ইউনিয়নের সর্বভারতীয় সম্পাদক তথা ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক প্রণব সরকার, ইউনিয়নের সদস্য সেবক ভট্টাচার্যী, সৌরজিত পাল। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক শ্রী সরকার বলেন, বর্তমান সরকারের সময় সাংবাদিকদের কল্যাণে বহু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

পেনশন বাড়িয়ে ১ হাজার টাকা থেকে ১০ হাজার টাকা করা হয়েছে। সাংবাদিকদের পরিবারের জন্যও পেনশন চালু হয়েছে। মহকুমাস্তরের সাংবাদিকদের জন্য এক্রিডিটেশন কার্ড দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের সব সাংবাদিকদের জ্যাকেট প্রদান করা হয়েছে। স্বাস্থ্য বীমা চালু করা হচ্ছে। এসব প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করার জন্য তিনি রাজ্যের সব অংশের সাংবাদিকদের কাছে আবেদন জানান। এইসব প্রকল্প চালু করার জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সভায় বিলোনীয়া, শান্তিরবাজার, জোলাইবাড়ি, রাজনগর, সাব্রুম সহ বিভিন্ন স্থান থেকে সাংবাদিকরা অংশ নিয়েছেন। শ্রী সরকার পথ দুর্ঘটনায় আহত বিলোনীয়ার সাংবাদিক সুমন দত্ত গুপ্তের বাড়িতে গিয়ে তার চিকিৎসার খোঁজ খবর নিয়েছেন। চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছেন। এছাড়া বিলোনীয়া থেকে চালু হওয়া ত্রিপুরা লাইভ নিউজ চ্যানেলের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন।

কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শামিল হয়েছে বন্ধু মানেই ভালবাসা

আগরতলা, ২২ জুলাই।। কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শামিল হয়েছে বন্ধু মানেই ভালবাসা সামাজিক সংগঠন। তাদের শ্লোগান হচ্ছে 'ইমিউনিটি বাড়ান - কোভিডকে হারান'। কোভিডের তৃতীয় ঢেউ নিয়ে সবাই শঙ্কিত। বিশেষজ্ঞরা বলছেন কোভিডের তৃতীয় ঢেউয়ের প্রভাব শিশুদের উপর বেশি পড়তে পারে। তাই এখন থেকেই তাদের ইমিউনিটি ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

এই বিষয়টি মাথায় রেখে বন্ধু মানেই ভালবাসা সামাজিক সংগঠন তাদের কর্মসূচি শুরু করেছে। আজ পূর্ব গোকুলনগর এলাকায় অবস্থিত একটি অনাথ আশ্রমের শিশুদের মধ্যে সংস্থার পক্ষ থেকে বিভিন্ন রকমের ফলমূল এবং মিষ্টির প্যাকেট বিতরণ করা হয়। সম্পূর্ণ কোভিড বিধি মেনে এবং কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এই প্রোগ্রামটি করা হয়েছে। আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি নির্মল দেবনাথ, সম্পাদক শান্তনু আচার্য, উপদেষ্টা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান তমাল বৈদ্য প্রমুখ।

এডিসি প্রশাসনের ভূমিকায় জনজাতিদের মধ্যে বাড়ছে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।। বর্তমান এডিসি প্রশাসন ক্ষমতায় আসার আগে উপজাতিদের কল্যাণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা গালভরা প্রতিশ্রুতি দিলেও ক্ষমতায় আসার পর সেসব প্রতিশ্রুতি পালনে তেমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না বলে ইতিমধ্যেই অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। এডিসির ক্ষমতায় রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হলেও দীন-দরিদ্র উপজাতি গিরিবাসীদের ভাগ্যের চাকার অদল বদল হয়নি।অথচ এডিসি এলাকার নির্বাচন পর্ব সম্পন্ন হওয়ার প্রায় তিন মাস পরও সমস্যা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। প্রত্যন্ত এলাকা গুলির দীন দরিদ্র উপজাতি গিরিবাসীদের ভাগ্যের চাকা ঘরেনি।এমনই এক ঘটনা প্রত্যক্ষ করা গেল মুঙ্গিয়াকামী আর ডি ব্লকের অধীনে কাঁকড়া ছড়া এডিসি ভিলেজে। এই ভিলেজের বাসিন্দা রতিরাম রিয়াং।তিনি অনেকটা আক্ষেপের সুরে জানালেন, সরকার অদল বদল হলেও উনার ভাগ্যের চাকা ঘুরেনি।অথচ তিনি বিপিএল তালিকা ভুক্ত। রেশন কার্ডও বি পি এল।তিনি সরকারি ঘর ও পানীয় জলের সুব্যবস্থা পাওয়ার জন্য বারবার এডিসি প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছিলেন বিগত দিনে।বর্তমানেও একই দাবি জানান প্রশাসনের কাছে।উনার দাবিগুলি স্থানীয় নেতা বাবুদের কাছেও উত্থাপন করেছেন। নেতা বাবুদের কাছ থেকে কেবল রতিরাম রিয়াং আশ্বাস পেয়েছেন। তিনি অকপটে এও জানালেন,তিনি জুম চাষাবাদ করে সংসার চালান।কিন্তু সব সময় জুমে ধান ভালো হয় না।তখন তিনি অভাব-অনটনের মধ্য দিনাতিপাত করতে বাধ্য হন। যে পরিমাণ রেশন তা দিয়ে সংসার চলে না বলে জানান তিনি। বর্তমান এডিসি প্রশাসনের কাছে তিনি দাবি জানিয়েছেন অবিলম্বে উপজাতিদের কল্যাণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য। উপজাতীয় অংশের জনগণ বহু প্রত্যাশা তিপরা মথা দলকে ক্ষমতায় এনেছেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

সদর উত্তরের সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া কেটে পাচার বাণিজ্য অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সদর উত্তরের সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া কেটে পাচার বাণিজ্য অব্যাহত রেখেছে পাচারকারীরা। সিমনায় সিধাই গ্রাম সংলগ্ন ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে দুস্কৃতিকারিরা কাটা তারের বেড়া কাটল রাতের আধারে।

স্থানীয় লোকজন জানান, বৃহস্পতিবার সকালে বেড়া কাটার চিত্রটি তাদের নজরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দারা বিষয়টি বিএসএফ ক্যাম্পে জানান। খবর পেয়ে বিএসএফের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী সাধারণ মানুষের অভিযোগ বিএসএফের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক ঘটনাস্থলে এসে অকথ্য ভাষায় সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী জনগণকে গালাগাল করেন। বিএসএফ আধিকারিকের এ ধরনের কার্যকলাপ সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। তারা অভিযোগ করেছেন সন্ধ্যার পর বিএসএফের জওয়ানরা টহল দিচ্ছে না।

বিএসএফের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পাচারকারীরা কাঁটাতারের বেড়া কেটেছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের আশঙ্কা। অথচ দিয়েছেন নিজেদের ব্যর্থতা স্বীকার না করে সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী জনগণ কে গালমন্দ করেছে বলে তারা অভিযোগ করেন।লোকজনদের সাফ বক্তব্য রাতের আধারে বড় কিছু পাচারের উদ্দেশ্যেই দুস্কৃতিকারিরা সীমান্তের বেড়া কেটেছে।সেখানে রয়েছে বিএসএফ ৮০ নং বাহিনীর জোয়ানদের বিওপি। প্রশ্ন উঠেছে বিএসএফ জওয়ানরা সীমান্তে টহল দিয়ে থাকলে এ ধরনের ঘটনা ঘটলো কি করে। ডিউটিতে কি তাহলে চরম গাফিলতি রয়েছে। সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী জনগণ রীতিমতো নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

উদয়পুর পুর পরিষদের উদাসীনতায় মহাশ্মশান মরণফাঁদে পরিণত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।। গোমতী জেলার উদয়পুর মহকুমা প্রশাসন ও পুর পরিষদের উদাসীনতায় মহাশ্মশান মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। গোমতী জেলা সদর উদয়পুরে পুরপরিষদ এলাকায় দুইটি মহাশ্মশান রয়েছে। এ শ্মশানগুলির বড়ই বেহাল অবস্থা। এই বেহাল অবস্থার প্রতিকারে কেউই এগিয়ে আসে না। কি মহকুমা প্রশাসন,কি পুরপরিষদ কতৃপক্ষ কেউই মহাশ্মশান সংস্কারের জন্য উদ্যোগ নিচ্ছে না। সবাই যেন কুম্ভ কর্নের নিদ্রায় আচ্ছন্ন।কারোরই কোনো হুসনেই। মহাশ্মশান দুইটি যেন শ্মশানযাত্রীদের জন্য মরন ফাঁদে পরিনত হয়েছে। উদয়পুর পুর পরিষদ এলাকায় মহাশ্মশান দুইটির মধ্যে একটি ছনবন মহাশ্মশান, অন্যটি পোল্ট্রি রোড মহাশ্মশান। মহাশ্মশান দুইটি গোমতী নদীর পাড়ে জনবহুল এলাকায় অবস্থিত। ছনবন মহাশ্মশানটির এতই নড়বড়ে অবস্থা যে কোনো সময় শ্মশানযাত্রীদের সলিল সমাধি ঘটতে পারে। শ্মশানের চুল্লীর চারধারে পিলার দিয়ে উপরে যে ছাদ দেওয়া হয়েছে তার একটি পিলারের অবস্থা এতই বিপদজনক তা যে কোনে সময় শ্মশানযাত্রীদের মাথায় ভেঙে পড়তে পারে।শ্মশান যাত্রীদের বক্তব্য মহকুমা প্রশাসন এবং উদয়পুর পুর পরিষদের তরফ থেকে অবিলম্বে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। এহেন অবহেলায় যেকোনো সময় বড় ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। চুল্লি গুলি অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরী। মৃতদেহ সংকার করতে বড়ই অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। তারচেয়েও বড় সমস্যা জলের। জলের ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নেই। শ্মশান গুলি খুবই অপরিচ্ছন্ন। পোল্ট্রি রোড মহাশ্মশানের অবস্থা আরও বিপদজনক। পর্যাপ্ত চুল্লীর অভাব রয়েছে। এছাড়া রয়েছে জলের মহাসংকট। জলের জন্য গোমতি নদীর খাঁড়া পাড় বেয়ে নিচে নামতে হয়। একটি বৈদ্যুতিক মটর পাম্প বসানো হয়েছিল যা জন্মলগ্ন থেকে অচল। চারিদিকে বাউন্ডারি না থাকায় শ্মশানটি গোচারণ ভূমিতে পরিনত হয়েছে।

পুরবাসীর অনেক দিনের দাবি মহাশ্মশান দুইটিতে গ্যাসচুল্লির সাহায্যে মৃতদেহ সৎকার করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার জন্য।ওটিপিসির পর্যাপ্ত পরিকাঠামো থাকা সত্বেও বাম আমলে ২৫ বছরেও তা করতে পারেনি। রাম আমলেও সমস্যা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেল।

মহকুমা প্রশাসন এবং পুর পরিষদের এহেন উদাসীনতায় পুরবাসী ক্ষুব্দ। যেহেতু মানুষের শেষ ঠিকানা মহাশ্মশান, সেহেতু শ্মশান ঘাট সংস্কার করা খুবই জরুরী। মানুষের শেষ ঠিকানা মহাশ্মশান দুইটিকে আধুনিক বিজ্ঞানপ্রযুক্তিতে তৈরী করার দাবি তুলেছেন উদয়পুরের পুর এলাকার জনগন।

নেশা বিরোধী অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২২ জুলাই।। আবারো নেশা বিরোধী অভিযানের সাফল্য পেল বিশালগড় থানার পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার ভোর পাঁচটা নাগাদ লালসিংমুড়া এলাকার নেশা কারবারি মলিন শীলের বাড়িতে অভিযান চালায়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিশালগড় থানার ওসি দেবাশীষ সাহা জানান বুধবার রাতে বিশালগড় থানায় গোপন সূত্রে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিবির চক্ষু বিভাগ টানা চার ঘন্টা লোডশেডিংয়ের কবলে, দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।। রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবির চক্ষু বিভাগ টানা চার ঘন্টা লোডশেডিংয়ের কবলে। চোখ অপারেশন করাতে আসা রোগীরা চরম দূর্ভোগের শামিল। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছেন। রাজ্যের মানুষের প্রধান ভরসাস্থল জিবি হাসপাতাল। রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষ চিকিৎসা করাতে জিবি হাসপাতালে ছুটে আসেন। জিবি হাসপাতালে গড়ে উঠেছে রাজ্যের সবচেয়ে বড় চক্ষু চিকিৎসা বিভাগ। এখানে নিয়মিত চক্ষু পরীক্ষা এবং অপারেশন এর ব্যবস্থা রয়েছে।

রয়েছে উন্নত যন্ত্রপাতি। স্বাভাবিক কারণেই জিবি হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের উপর মানুষ যথেষ্ট নির্ভরশীল। সে কারণেই রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে রোগী জিবি হাসপাতালে আসেন চক্ষু পরীক্ষা করাতে এবং প্রয়োজনে অপারেশন করাতে। বৃহস্পতিবার জিবি হাসপাতালে চক্ষু বিভাগে বেশকিছু সংখ্যক রোগীর চোখ অপারেশন হওয়ার কথা ছিল। সে অনুযায়ী চিকিৎসক, নার্স সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা যথাসময়েই উপস্থিত হন। রোগীরাও সকাল সাতটা থেকে জিবি হাসপাতালের চক্ষু বিভাগে অপারেশনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। সকাল ৯ টা নাগাদ যথারীতি অপারেশন থিয়েটারে অপারেশন শুরু হয়। এর মধ্যেই শুরু হয় বিদ্যুৎ চপলতা। স্বাভাবিক কারণেই চোখ অপারেশনের ক্ষেত্রে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটে। মোটামুটি ১৫ জনের মতো রোগীর চোখ অপারেশন করা হয়। বেলা প্রায় ১২ টা নাগাদ বিদ্যুৎ পুরোপুরি চলে যায়। ফলে অপারেশন বন্ধ হয়ে পড়ে। বিদ্যুৎ কর্মীরা দীর্ঘক্ষণ পর সেখানে আসলেও বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হয়নি। শেষ পর্যন্ত সব প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন বিদ্যুৎ সংকটের কারণে অপারেশন করা সম্ভব হবে না। জানা যায় জিবি হাসপাতালে চক্ষু বিভাগের অপারেশন থিয়েটারে জরুরী ভিত্তিতে বিকল্প বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই। বিদ্যুতের অভাবে অপারেশন বন্ধ হয়ে পড়ায় দূর-দূরান্ত থেকে আসা রোগী ও তাদের পরিবারের লোকজন সমস্যার সম্মুখীন হন। আবার কবে নাগাদ অপারেশন হবে তাও নিশ্চিত ভাবে বলা যাচ্ছে না।

রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবির চক্ষু বিভাগে টানা কয়েক ঘণ্টা লোডশেডিং এর ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এ সংক্রান্ত বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নীরব ভূমিকায় জনমনে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।জিবি হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোডশেডিং কেউই মেনে নিতে পারছেন না। এখন দেখার বিষয় এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ পরবর্তী কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

বৃহস্পতিবার শিক্ষা ভবনের কনফারেন্স হল-এ সম্প্রতি ইংরেজি মাধ্যমে রূপান্তরিত বিদ্যালয়গুলোর প্রধানশিক্ষক, শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ জেলা শিক্ষা আধিকারিকদের তিনদিন ব্যাপী পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়োজিত ভার্চুয়াল ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে শিক্ষামন্ত্রী।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।